অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব:

ইউসা

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : ইউসা

ভূমিকা

লেখক ও নামকরণ: ইউসা কিতাবটির নামকরণ করা হয়েছে এর প্রধান চরিত্রের নাম অনুসারে। (ইউসা সম্পর্কে আরও জানতে হলে ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।) তবে কিতাবটির লেখক কে সে সম্পর্কে পরিষ্কার করে কিছু বলা হয় নি। ইহুদী আইন কানুন এবং রীতি-নীতি নিয়ে রব্বি ও ধর্মগুরুদের লেখা প্রাচীন কিতাব তালমুদ-এ এই কিতাবটি সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ রয়েছে। তবে সেখানে ইউসার মৃত্যুর বিবরণটি স্পষ্ট নয়। কিতাবটির কোন কোন অংশ ইউসার নিজের হাতে লেখা হলেও পুরো কিতাবটি তিনিই যে লিখেছেন এমনটা বলা যায় না। "আজও" কথাটি বারবার উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে (৪:৯; ৫:৯; ৬:২৫; ইত্যাদি দেখুন) নিঃসন্দেহে মূল ঘটনাবলী এবং কিতাবটির পূর্ণাঙ্গ আকার লাভের মধ্যবর্তী সময়কাল নির্দেশ করা হয়েছে। এছাড়া ইউসা ১০:১৩ আয়াতে লেখক যে গ্রন্থের কথা বলেছেন তা হয়তো ইউসার জীবন ও কাজ নিয়ে লেখা অন্য কোন কিতাব।

সময়কাল: ইউসা কিতাবটি রচনার সময়কাল নির্ধারণ করা বেশ কঠিন একটি বিষয়, কারণ পুরাতন নিয়মের অন্যান্য আরও বেশ কিছু কিতাবের মত এই কিতাবটিকেও কিতাবুল মোকাদ্দসের ক্যাননের আগ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার সম্পাদনা ও পরিমার্জন করা হয়েছে। সম্ভবত বন্দীদশার সময়কালে (৫৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পরে) এই কিতাবটি শেষবারের মত সম্পাদনা করা হয়। তবে কিতাবটি রচনা করা শুরু হয় আরও অনেক আগে থেকেই। বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে চিহ্নিত করা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষের দিকে এই কিতাবটি রচনা শুরু করা হয়।

বিষয়বস্তু: পুরাতন নিয়মের যুগে মানুষের মুক্তি সাধনে আল্লাহ্‌র সবচেয়ে মহান কাজের দ্বিতীয় ভাগটিকে ইউসা কিতাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম ভাগে (তৌরাত) আল্লাহ্ তাঁর লোকদেরকে মূসার নেতৃত্বের অধীনে রেখে মিসরের গোলামী থেকে মুক্ত করেছেন এবং সিনাই পর্বতে তাদের জন্য তাঁর অপরিসীম মহব্বতের আনুষ্ঠানিক রূপ দান করেছেন। এবার এই দ্বিতীয় খণ্ডে আল্লাহ্ তাঁর লোকদেরকে ইউসার নেতৃত্বের অধীনে বিজয়ী বীরের মত সেই প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করিয়ে তাদেরকে "বিশ্রাম" দান করছেন।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ ও পটভূমি: কিতাবটি পাঠ করলে

আমরা বুঝতে পারি ইউসা কিতাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসরাইল জাতি কর্তৃক কেনান দেশ দখল ও সেখানে বসতি স্থাপনের সময়কার সমস্ত ঘটনাবলী ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্ণনা করা। বিশেষ করে আদিপিতা ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কাছে কৃত ওয়াদা পরিপূর্ণভাবে পালন করার ব্যাপারে আল্লাহ্ যে বিশ্বস্ত, সে ব্যাপারে এই কিতাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেনান দেশে সদ্য পদার্পণ করা প্রাচীন ইসরাইল জাতি থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত আল্লাহ্‌র লোকদের প্রত্যেকটি প্রজন্মের কাছে এই কিতাবটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত।

সাহিত্যিক পটভূমি: তৌরাতের পরপরই ইউসা কিতাবটি এসেছে এবং নানা দিক থেকেই তা তৌরাতের কাহিনীর ধারাবাহিকতা সম্পন্ন করেছে। কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রথম পাঁচটি কিতাবের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে "পূর্বপুরুষদের কাছে কৃত ওয়াদার" পর্যায়ক্রমিক পূর্ণতা সাধন। প্রথম ওয়াদাটি করা হয় ইব্রাহিমের কাছে (পয়দা ১২:১-৩) এবং সেই ওয়াদা বংশানুক্রমে তাঁর পুত্র ইসহাকের উপরে বর্তায় (পয়দা ২৬:২-৪) এবং তাঁর নাতি ইয়াকুবের উপরে বর্তায় (পয়দা ২৮:১৩-১৫)। সোজা কথায় মাবুদ ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধরদের কাছে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, তারা সকলে রহমতপ্রাপ্ত হবে এবং তারা নিজেরাই রহমতের এমন আকর হয়ে উঠবে যে, তারা এক মহা জাতিতে রূপ নেবে এবং তাদের নিজেদের একটি দেশ হবে। এর পাশাপাশি তারা আল্লাহ্‌র সাথে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে এই সমস্ত রহমত ও দোয়া ভোগ করবে।

তৌরাতের শেষে ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কবদ্ধ হওয়ার চুক্তি সাধন ও তাদেরকে এক মহান জাতিতে পরিণত করার মধ্য দিয়ে বিশেষ দোয়ার অধীনে আনা হয়েছে। কিন্তু তারা সেই প্রতিজ্ঞাত দেশের বাইরে মোয়াবের সমভূমি এলাকায় অবস্থান করেছে। চল্লিশ বছর আগে আল্লাহ্ মূসাকে উঠিয়েছিলেন যেন তিনি তাঁর লোকদেরকে মিসরের বন্দীত্ব থেকে উদ্ধার করেন এবং যে দেশ তিনি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কাছে ওয়াদা করেছিলেন সেই দেশে তাদেরকে নিয়ে আসেন (হিজ ৩:৬-৮; ৬:২-৮)। এখন এই এত বছর ধরে ঘুরে বেড়ানোর পর ইসরাইল জাতির "নতুন মূসা" ইউসা

(ইউসা ১:১-৯) আল্লাহ্‌র লোকদেরকে তাদের নিজেদের দেশে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাবেন যেন তারা সেই দেশ অধিকার করে এবং তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার হিসেবে তাদের নিজেদের মাঝে ভাগ করে নেয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি: (ঐতিহাসিক কিতাবসমূহের ভূমিকা দেখুন।) হিজরত কিতাবের সময়কাল এবং প্রতিজ্ঞাত দেশ অধিকার করার সময়কাল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, যেহেতু হিজরত শুরু হওয়ার ৪০ বছর পর প্রতিজ্ঞাত দেশটি জয় করা হয়। এই হিজরতের সূচনা পনের শত শতাব্দীতে হয় (আনুমানিক ১৪৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) না কি তের শত শতাব্দীতে (আনুমানিক ১২৬৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) সে ব্যাপারে কিতাবুল মোকাদ্দসের বিশেষজ্ঞদের মাঝে দীর্ঘকাল ধরে বিতর্ক চলে আসছে। (হিজরত কিতাবের সময়কাল দেখুন।)

হিজরতের সময়কালীন ফেরাউনের নাম যদি কিতাবুল মোকাদ্দসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকত তাহলে এই সমস্যা সহজে সমাধান করা যেত। কিন্তু যেহেতু খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর আগ পর্যন্ত মিসরীয়দের প্রথা অনুসারে ফেরাউনের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হত না, সে কারণেই তাকে স্রেফ "ফেরাউন" নামে সম্বোধন করা হয়েছে। তবে হিজরত কিতাব ও প্রতিজ্ঞাত দেশ অধিকারের সময়কাল নির্ধারণ নিয়ে যে বিতর্ক, তা ইউসা কিতাবটি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের জটিলতার সৃষ্টি করে না। চলমান প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ ও জরিপ অভিযানগুলো সহায়ক উপাত্ত যোগান দিয়ে চলছে। কিন্তু এই উপাত্তগুলোকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন এবং এগুলো অনেক সময় প্রতিজ্ঞাত দেশ অধিকারের সম্ভাব্য দুটো তারিখের সাথেই মানিয়ে যায়।

ইসরাইল যেভাবে কেনান দেশে এসে উপস্থিত হয়েছে তাতে করে তাদের এই বিজয়ের একাধিক "মডেল" দাঁড় করানো যেতে পারে। ডব্লিউ এফ অলব্রাইটের মতানুযায়ী *পূর্বতন বিজয়ের* মডেল (*conquest model*) অনুসারে ইউসা কিতাবটি এক দ্রুত ও অত্যন্ত বিধ্বংসী বিজয় অভিযানের কথা বলে। এই মতটি যারা সমর্থন করেন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা তেরশ শতাব্দীকেই অধিক সমর্থন করে। পরবর্তী সময়কার আরও বিভিন্ন গবেষণা অলব্রাইটের মডেলটিকে দুর্বল করে দেয় এবং তা প্রত্নতাত্ত্বিক গ্রহণযোগ্যতাও বহুলাংশে হারায়। অলব্রাইটের বিজয়ের মডেলটি দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিকশিত হতে না পারার কারণে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই এই ভেবে ভুল করেছিলেন যে, কিতাবুল মোকাদ্দসে প্রকৃতপক্ষে এই বিজয় সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। তথাপি কিতাবুল মোকাদ্দসের কালাম সাবধানতার সাথে অধ্যয়ন করলে একটি বিজয়ের রূপরেখা উদঘাটিত হয়, যা দীর্ঘকাল ব্যাপ্ত ছিল এবং এতে করে খুব যে সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয়েছিল তা নয়। যদিও কয়েকটি নগর পোড়ানোর ঘটনা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম: জেরিকো, অয় এবং হাৎসর (১১:১০-১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। ইসরাইলের দেশ অধিকারের আরও কয়েকটি মডেল হচ্ছে এ. অল্টারের উদ্ভাবিত *শান্তিপূর্ণ অনুপ্রবেশ* মডেল, জি. মেন্ডেনহল উদ্ভাবিত *কৃষক বিদ্রোহ* মডেল (*peasant revolt model*), এবং সাম্প্রতিক আরও কয়েকটি *endogenous* মডেল (যা এই ধারণা দেয় যে, ইসরাইলীয়রা বাইরে থেকে কেনান দেশে প্রবেশ করার বদলে কেনান দেশ থেকেই তাদের উদ্ভব ঘটেছিল)।

আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত কোন "মডেলই" পরিপূর্ণভাবে কিতাবুল মোকাদ্দসের সাক্ষ্য প্রমাণকে সমর্থন করতে পারে না, বরং এগুলোর প্রত্যেকটিই কিতাবে রূপায়িত চিত্রকে একেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে ফুটিয়ে তোলে। কেনান দেশে ইসরাইলের প্রবেশের ক্ষেত্রে সামরিক বিজয় অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং প্রত্নতত্ত্বও এক্ষেত্রে কিছু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য দেয় (৬:৫; ১১:১০-১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। এছাড়া, ভূপৃষ্ঠে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ চালানোর মধ্য দিয়ে দেশটির কেন্দ্রস্থিত পাহাড়ী এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অভিবাসন বা গ্রাম স্থাপনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব তেরশ শতাব্দীর শেষ দিকে। প্রাপ্ত নিদর্শন অনুসারে এই অভিবাসীরা শূকর খেত না। কাজেই এই গ্রামগুলোর অভিবাসীদেরকে খুব সহজেই ইসরাইলীয় বলে অভিহিত করা যেতে পারে। সম্ভবত কেনান দেশে দীর্ঘ দিন যাযাবর পশুপালক হিসেবে জীবন কাটানোর পর তারা এই গ্রামগুলো প্রতিষ্ঠা করে। এই সকল অভিবাসনে শান্তিপূর্ণ অনুপ্রবেশ পদ্ধতি প্রযোজ্য হয়েছিল। কোন প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই গিবিয়োন ইসরাইলদের অধিকারে এসেছিল (আয়াত ৯), যেভাবে সম্ভবত শিখিম (৮:৩০-৩৩) এবং অন্যান্য অঞ্চলও ইসরাইলদের অধিকারে আসে। রাহবের মত অনেক কেনানীয় অধিবাসীর বিদ্রোহ এবং ইসরাইলদের সাথে মিত্রতা (অধ্যায় ২) ইসরাইলদের "মিশ্র জনগোষ্ঠী" সৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে অবদান রেখেছে (হিজরত ১২:৩৮)। এ কারণে ইসরাইলদের উদ্ভব কেনান দেশ থেকেই ঘটেছিল এমনটা ভাবার আদৌ কোন কারণ নেই।

ইউসার জীবনের পটভূমি আরও ভাল করে জানার জন্য ইউসা ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

কেনানীয়দের বিনাশ: ইউসা কিতাবটির কাহিনী সংবেদনশীল পাঠকদের কাছে এক গভীর জটিলতা উপস্থাপন করে। আর তা হচ্ছে, আপাতদৃষ্টিতে কেনান দেশ পুরোপুরিভাবে দখল করে নিতে দেশটির আদি অধিবাসী কেনানীয়দেরকে ইসরাইলদের পাইকারীভাবে হত্যা করতে হয়েছিল। দেশটি দখল করার অধিকার ইসরাইল কীভাবে পেল? কেনানীয়রা যে তাদের ভূমি রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিল, এটাই বা কী করে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা

হতে পারে? কী করে আল্লাহ্ এ ধরনের বর্বরতাকে পুরাতন নিয়মের প্রশ্রয় দিলেন এবং নতুন নিয়মে এসে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন?

প্রাচীন ইসরাইলের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন যে কোন জাতিকে পুরাতন নিয়মে আমূল ধ্বংস করে দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছিল। বহু সংবেদনশীল ঈসায়ী ঈমানদারের কাছে এই বিষয়টি অত্যন্ত বিঘ্নজনক হয়ে দেখা দেয়। এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের এই অংশটি কিছুটা দীর্ঘায়িত হবে। কিন্তু এই আলোচনার মধ্য দিয়ে এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের ধারণা পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

যে কোন মানুষ নিঃসন্দেহে এ কথা স্বীকার করবেন যে, উপরোক্ত প্রশ্নগুলো পুরোপুরি যৌক্তিক। অন্য কোন ক্ষেত্রে হলে ঈসায়ী ঈমানদারেরা নিশ্চয়ই এ ধরনের ঘটনার প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করবেন। আজকের দিনে একটি দেশ দখল করতে গিয়ে যদি আরেকটি দেশ হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তাহলে তা কারও কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু কেনান দেশ অধিকার করার ব্যাপারে ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ্র এই আদেশে এমন বিশেষ কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তা পুরো ব্যাপারটিকে করে তুলেছিল অনন্য ও অভূতপূর্ব (তবে তা কখনোই আমাদের বর্তমান যুগে অনুকরণীয় নয়) এবং তাতে করে আমরা বিষয়টিকে এক নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ পাই। এই আদেশটির প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়েই মূসাকে আল্লাহ্ কর্তৃক আহ্বান করার ঘটনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উল্লেখ করা হয়েছে হিজরত কিতাবে (হিজ ৩:১-৪:৭; শুমারী ১২:১-১৫)। লোকদের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত আইন প্রণেতা হিসেবে মূসা ছিলেন অদ্বিতীয়। মূসার মধ্য দিয়ে যে সকল বিধান ও আদেশ এসেছে সেগুলো সবই আল্লাহ্র নিজস্ব চিন্তা ও ইচ্ছার প্রতিফলন (দ্বি.বি. ১৮:১৫-২০)। ঈমানদারেরা মূসাকে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যক্তকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেন। মূসার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ যদি হুকুম না দিতেন, তাহলে ইসরাইল জাতি কখনোই কেনান দেশ দখল করার অধিকার লাভ করতো না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলা দরকার তা হল, তৌরাত শরীফে যুদ্ধের বিধান স্থাপন করেছে। প্রতিজ্ঞাত দেশের বাইরের বিভিন্ন শহরে ইসরাইলীয়রা যে সকল যুদ্ধ করেছে (দ্বি.বি. ২০:১০-১৫) এবং প্রতিজ্ঞা দেশের অভ্যন্তরের শহরগুলোতে তারা যে যুদ্ধগুলো করেছে সেগুলোর মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে (দ্বি.বি. ২০:১৬-১৮)। কেবলমাত্র দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইসরাইলকে নির্বিশেষে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে হয়েছিল ("শ্বাসবিশিষ্ট কাউকেও জীবিত রাখবে না"); দ্বি.বি. ২০:১-২০ এবং ২০:১৬-১৮ আয়াতের নোট দেখুন। আইন এখানে নিঃশর্ত ও অলঙ্ঘনীয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করলে একজন ব্যক্তি সহজেই নির্ণয় করতে পারেন যে, কেন এই আদেশ সমাধানের অযোগ্য "সমস্যা" নয়।

(১) পুরাতন নিয়মের একটি প্রাচীন ধারণা হচ্ছে, ইয়াহ্ওয়েহ্, ইসরাইলের আল্লাহ্ হলেন সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, আর তাই তিনিই সমস্ত ভূমির মালিক। তিনি তাঁর উত্তম ও পবিত্র ইচ্ছা অনুসারে এই ভূমি যে কাউকে দান করতে পারেন (হিজ ১৯:৫; জবুর ২৪:১)। তিনি যেমন একজন সার্বজনীন সৃষ্টিকর্তা, তেমনি তিনি একজন সার্বজনীন বিচারকও বটে, যাঁর কাছে দুনিয়ার সকল স্থানে বসবাসকারী মানুষ দায়বদ্ধ: পয়দা ৬-৮ অধ্যায় (মহাবন্যায় দুনিয়ার সকল মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল); পয়দা ১১:১-৯ (বাবিলের উঁচু দালান); হিজ ১২:১২ (মিসরের দেবতার বিচার); জাতিগণের বিষয়ে নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী। নতুন নিয়ম তথা ইঞ্জিল শরীফেও এই একই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে: প্রেরিত ১৪:১৫-১৬; ১৭:২৪-৩১। এর অর্থ হল, কেনান দেশের উপরে আল্লাহ্র আইনগত বৈধ অধিকার ছিল এবং কেনানীয়দের নৈতিকতা ও কাজের কৃতকর্মের বিচার করার জন্যও তাঁর অধিকার ছিল।

(২) যেহেতু সকল মানুষই গুনাহ্গার, সে কারণে সকলেই আল্লাহ্র বিচারের অধীন। তৌরাত থেকে আমরা দেখতে পাই যে, কেনানীয়দেরকে উৎখাত করার পেছনে নৈতিক ভিত্তি কী ছিল। বস্তুত তাদেরকে উৎখাত করার মধ্য দিয়ে তাদের গুনাহ্গারিতার উপর বেহেশতী বিচার সাধন করা হয়েছে (পয়দা ১৫:১৩-১৬; লেবীয় ১৮:২৪-৩০; দ্বি.বি. ৯:৫ আয়াতের নোট দেখুন)। তাই এই জাতির সাথে যা করা হয়েছে তা আসলে আল্লাহ্র বেহেশতী বিচারেরই প্রকাশ। ইসরাইলীয়রা কেবল এখানে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছে। কাজেই এই বিচার সমগ্র পৃথিবীর কাছে আল্লাহ্র নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে শিক্ষা ঘোষণা করে। পাশাপাশি এই ঘোষণা ইসরাইল জাতিকে সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি ও রহমত আনয়নকারী হিসেবে তুলে ধরে। সোজাসুজি চিন্তা করলে বিষয়টি অতটা পরিষ্কার নয়। কিন্তু যারা শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকবে তারা অবশ্যই শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্র নিজের লোক বলে পরিগণিত হবে (১ করি ৬:২; জবুর ১৪৯:৬-৭) এবং কেনানীয়দের উপরে আল্লাহ্র বিচার বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রেও ইসরাইলদের উপরে অর্পিত এই গুরু দায়িত্বের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই (ইউসা ৬:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

আল্লাহ্র বিচারে আপোষ বা পক্ষপাতিত্ব বলতে কিছু নেই: তিনি ইসরাইলের কোন গুণ বা যোগ্যতার কারণে তাদেরকে তাঁর জাতি হিসেবে বেছে নেন নি (দ্বি.বি. ৭:৬-৯)। তাঁর মহব্বতের কারণে তিনি তাদেরকে বিশ্বস্ততার সাথে গ্রহণ করেছেন। অবিশ্বস্ততা ইসরাইলকে আল্লাহ্র বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে, তা হতে পারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে (হিজ ২২:২০) কিংবা সামষ্টিক পর্যায়ে (ইউসা

৭:১১-১২; মালাখি ৪:৬; লেবীয় ১৮:২৮)। এই বিচারকে জাতিগত বিচার বলা চলে না, যেহেতু জাতিসত্তা নির্বিশেষে এই বিচার সাধিত হয়েছে।

(৩) উপরন্তু সিনাই পর্বতে সাধিত চুক্তি ইসরাইলকে দান করেছে এক "ঐশতন্ত্র"। এটি হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের "মণ্ডলী" এবং "রাজ্যের" এক অপূর্ব সমন্বয়। এই রাজ্যে জনগণের সদস্যতা একাধারে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়। আর এভাবেই এই রাজ্যের "নাগরিকরা" চুক্তির বাধ্যবাধকতায় উপনীত হন। যারা এই চুক্তি সর্বাত্মকভাবে লঙ্ঘন করবে তাদেরকে চিরতরে বিনাশ করা হবে (যেমনটা আমরা দেখতে পাই দ্বি.বি. ১৩:৫; ১৭:৭ আয়াতে)। ইসরাইলীয়রা যদি কেনানীয়দেরকে তাদের দেশে বসবাস করতে দিত, তাহলে অচিরেই দুটো জাতিই মূর্তিপূজা, গুনাহ্‌গারিতা, অনাচার এবং মন্দতায় ডুবে যেত (দ্বি.বি. ৭:৪; ১২:২৯-৩১)। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, ঠিক সেটাই শেষ পর্যন্ত ঘটেছে। ঈসায়ী ঈমানদারদের এ ধরনের যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়, কারণ আল্লাহ্‌র লোকদেরকে এখন আর কোন নির্দিষ্ট জাতিগত ভূখণ্ডের মাঝে আবদ্ধ রাখা যায় না।

(৪) সবশেষে, যদিও কেনানীয়দেরকে ধ্বংস করার ব্যাপারটি আপোষহীন এবং অলঙ্ঘনীয় হিসেবে কিতাবে প্রকাশ করা হয়েছে (প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের সমসাময়িক যুদ্ধ অভিযান ও বিজয়ের কাহিনীগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা এ ধরনের বক্তব্য অনুমিত আকারে প্রকাশ করতে পারি), তথাপি ইসরাইল জাতি যেভাবে এই আইনের প্রয়োগ ঘটিয়েছে তাতে করে নিশ্চয়ই কেনানীয়দের মধ্যে অনেকেই আত্মসমর্পণ করেছিল ও প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল, বিশেষ করে যদি তারা একমাত্র সত্যিকার আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান আনার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করে (ইউসা ২:৯ আয়াতের নোট দেখুন, যেখানে রাহব ও তার পুরো পরিবারের ঈমান ও উদ্ধারের কথা বলা হয়েছে; ৯:১-২৭ আয়াতের নোট দেখুন, যেখানে গিবিয়োনীয়দের কথা বলা হয়েছে; আরও দেখুন ১১:১৯)। এর অর্থ এই যে, আইনের অলঙ্ঘনীয়তা প্রকৃতপক্ষে আইনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি বাহ্যিক কাঠামো, যার ব্যতিক্রম অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। এখানে পরিষ্কারভাবে আবারও প্রমাণিত হয় যে, ইসরাইলকে আল্লাহ্‌ যে হুকুম দিয়েছিলেন সেখানে কেনানীয় জাতিকে চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়ার কথা বলা হয় নি, যেহেতু জাতিগত সত্তা বা বৈশিষ্ট্য এই ধ্বংসযজ্ঞের কারণ ছিল না।

দুনিয়ার সমস্ত ভূমি ইচ্ছা অনুসারে বণ্টন করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র অধিকার এবং দুনিয়ার বিচার করার ক্ষেত্রে তাঁর অনুপম ন্যায়বিচার; ইসরাইল জাতির ঐশতন্ত্রের শুদ্ধতাকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা; এবং কেনানীয়দেরও যে নাজাতের প্রয়োজন রয়েছে এই প্রত্যাদেশ– এই সমস্ত বিষয়গুলোই সেই ন্যায়বিচারকে প্রকাশ করে, যা এই সকল প্রত্যাদেশের মাঝে অন্তর্নিহিত রয়েছে। একই সাথে এটাও পরিষ্কার যে, গণহত্যা ও জাতিগত বিলুপ্তিকরণ প্রকৃতপক্ষে মন্দ কাজ এবং এই কাজ করার জন্য ইসরাইলীয়দেরকে হুকুম দেওয়া হয় নি। এই সমস্ত বিষয় ইসরাইলদের মিশনের একেকটি অনন্য অংশ। এগুলোকে ব্যবহার করে আজকের যুগের কোন মানুষই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

মূল বিষয়বস্তু: ইউসা কিতাবটি শুধুমাত্র সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক বিষয়ের প্রশ্নেই চমৎকার নয়, বরং সেই সাথে সম্ভবত তা একাধিক ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর কারণে অনন্য সাধারণ: ভূমি, নেতৃত্ব, আইনের কিতাব, চুক্তি, ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র যুদ্ধ (হিব্রু ভাষায় *খেরেম* বা *kherem*), বিচার ও দয়া, বেহেশতী সার্বভৌমত্ব ও মানবীয় দায়িত্ব, প্রতিজ্ঞাত বিশ্রাম, আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততা ও তাঁর লোকদের প্রতিক্রিয়া, এবং এমন আরও অনেক বিষয়। ইউসা কিতাবের প্রতিটি পরতে পরতে বহু ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষা ছড়িয়ে রয়েছে:

১. মাবুদের সর্বময় উপস্থিতিই আমাদের সমস্ত শক্তি ও সাহসের উৎস (১:৫-৯)।
২. সাফল্যের সাথে একজন ব্যক্তির লক্ষ্যে পৌঁছানো এবং অন্তর্দৃষ্টি সহকারে কাজ করার মূলে রয়েছে মাবুদের নির্দেশনা; ভূমি ও বিশ্রাম এক বেহেশতী উপহার (১:৭-৮)।
৩. বহিরাগতদের (রাহব) নাজাত দানের ক্ষেত্রে মাবুদের সক্ষমতা এবং ভেতরের লোকদের অধঃপতিত হওয়ার ঝুঁকি (আখন; ২ ও ৭ অধ্যায় দেখুন)।
৪. মানুষ যখন মন্দতায় পরিপূর্ণ হয় তখন আল্লাহ্‌ বেহেশতী যোদ্ধা হিসেবে অবতীর্ণ হন এবং বেহেশতী বিচার মূর্ত হয়ে ওঠে (আয়াত ১০:৪২; ১১:১৯-২০)।
৫. মাবুদের অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানবীয় অনুমানে স্থির হয়ে থাকা এবং তাতে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি (৯:১৪)।
৬. মাবুদই চুক্তির নিরাপত্তা দানকারী (১০:১-১৫; বিশেষ করে ১১ আয়াত দেখুন)।
৭. আল্লাহ্‌র লোকদের একতা (১৮:১-১০; ২২:৩৪)।
৮. নিজ লোকদেরকে একটি স্থান ও বিশ্রাম দানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব (১:১৩; ১১:২৩; ২১:৪৩-৪৫)।
৯. সমস্ত উত্তম প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততা (১:২; ২১:৪৩-৪৫)।
১০. সমস্ত মিথ্যা দেবতা সরিয়ে ফেলা এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র এবাদত করার প্রয়োজনীয়তা (২৪ অধ্যায়)।

এই তালিকা কেবল বাড়তেই থাকবে। ইউসা এবং ঈসা নাম দুটির সাদৃশ্য যদি আমরা লক্ষ্য করি (দুটো নামেরই

গ্রীক বুৎপত্তিগত অর্থ "ঈসা" [গ্রীক শব্দ *'Iēsous*], যা সেপ্টুয়াজিন্ট এবং ইঞ্জিল শরীফে দেখা যায়), এবং ইবরানী ৪:৮-১১ আয়াতের মত অংশগুলো যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে এই বিষয়টি আর আমাদের কাছে অবাক হওয়ার মত মনে হবে না যে, ইসরাইল জাতির নেতা ইউসা বস্তুত মসীহেরই একজন প্রতিরূপ।

নাজাতের সারসংক্ষিপ্ত ইতিহাস: ইউসা কিতাবের কাহিনী তৌরাতের পর থেকে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে, যেখানে আল্লাহ্ ইউসাকে তাঁর লোকদের নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত করে সেই ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, যে ওয়াদা তিনি তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে করেছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে অ-ইহুদীদের কাছেও আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হয়েছে; যদিও তা ছিল অত্যন্ত সীমিত। বিকশিত হওয়ার জন্য ও তাদের আহ্বান পরিপূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্র লোকদের প্রয়োজন ছিল বিশ্বস্ত নেতৃত্ব এবং বিশ্বস্ত সদস্য। ইউসা কিতাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ঘটেছে (কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদিও এর ব্যতিক্রম ঘটেছে, ৯:১৪)। লোকদের বিশ্বস্ততায় স্থির থাকার কথা বলার মধ্য দিয়ে কিতাবটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এই সময়ের পরে ইসরাইল জাতির কাহিনীতে দেখা যায় যে, তাদের বংশধরেরা আর এই চুক্তি বা ওয়াদার প্রতি বিশ্বস্ত থাকে নি এবং সেই সাথে কিতাবটি পরবর্তী সকল প্রজন্মের কাছে এই সাবধানবাণী তুলে ধরে যে, তাদের প্রত্যেককে অবশ্যই এই ওয়াদা নবায়ন করতে হবে। ("নাজাতের ইতিহাস" এর ব্যাখ্যা জানতে হলে কিতাবুল মোকাদ্দসের পর্যালোচনা দেখুন। সেই সাথে দেখুন পুরাতন নিয়মের নাজাতের ইতিহাস: মসীহের জন্য পথ প্রস্তুতকরণ।)

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ: হিব্রু ক্যাননে ইউসা কিতাবটি (কাজীগণ, ১-২ শামুয়েল এবং ১-২ বাদশাহ্নামা কিতাবের সাথে) "প্রাচীন নবীগণ" বিভাগে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরেজী কিতাবুল মোকাদ্দসগুলোতে এই একই কিতাবগুলোকে অনেক ক্ষেত্রে "ঐতিহাসিক কিতাব" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুটো বিশেষণই যথোপযুক্ত। ইউসা কিতাবটি ঐতিহাসিক কিতাব (ইতিহাসের বর্ণনা) হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু এটি সেই অর্থে তথাকথিক অনাকর্ষণীয় ও বৃহদাকার রাজনৈতিক ইতিহাস নয় যা আধুনিক ইতিহাসবেত্তারা রচনা করে থাকেন। বরং এই কিতাবটি হচ্ছে একজন নবীর দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা নৈতিক শিক্ষামূলক ধর্মতাত্ত্বিক ইতিহাস।

ইউসা কিতাবটিতে রচনার বিভিন্ন ধরনের সমাবেশ ঘটেছে। সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখলে কিতাবটি বর্ণনামূলক বা উপন্যাস আকৃতির। গল্পটি মূলত যুদ্ধের কাহিনী বা বীরগাঁথার সদৃশ – একটি জাতির নিজ ভূখণ্ড অধিকারের প্রচেষ্টা এবং লড়াই। বিভিন্ন ছোট ছোট যুদ্ধ বা লড়াইয়ের গল্পকে এক করে একটি বৃহৎ বীরগাঁথায় রূপ দেওয়া হয়েছে, যা একটি বীরগাঁথার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইউসা কিতাবে এই কাহিনীগুলো এতটা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, তা বীরগাঁথার পাশাপাশি হয়ে উঠেছে এক ঐতিহাসিক দিনলিপি।

ইউসা কিতাবটি পাঠ করার সময় এর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য বিচার করতে গেলে পাঠকের অবশ্যই নিজেকে সেই যুগের ও সেই স্থানের একজন ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে কল্পনা করতে হবে। পাঠককে এমনভাবে চিন্তা করতে হবে যেন তিনি সেই ঘটনাটি ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত রয়েছেন এবং তাকে সমস্ত আক্ষরিক ও কাঠামোগত বর্ণনা খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করতে হবে। রচয়িতা যেভাবে কাহিনীর রোমাঞ্চ, বিপদ এবং ক্রান্তির মুহূর্তগুলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা পাঠককে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। একটি বীরগাঁথায় ভাল ও মন্দ উভয়ের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়। সেভাবেই পুরাতন নিয়মের এই কিতাবেও আল্লাহ্র পবিত্র জাতির সাথে মন্দতার লড়াই লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভাল ও মন্দের প্রতিরূপ তুলে ধরার পাশাপাশি এখানে এমন বীরত্বের নিদর্শন রয়েছে যা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। সবশেষে বলতে হয়, গল্পের ভৌগলিক পটভূমি ও চরিত্রগুলোকে কেবল সোজাসাপ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই চলবে না, বরং প্রত্যেক পাঠকের উচিত হবে গল্পের বাস্তবতাকে বর্তমান জীবনের মতই নিজ অন্তরে জীবন্ত হিসেবে উপলব্ধি করা। গল্পের ঘটনাগুলো পাঠ করে যে কোন ব্যক্তিই খুঁজে পাবেন অপূর্ব মানবীয় অভিজ্ঞতা ও এর অন্তর্নিহিত আদর্শগত শিক্ষার সমাহার, যা আবর্তিত হয়েছে নেতৃত্ব, সমাজ ও রূহানিক লড়াইকে কেন্দ্র করে।

ইউসা কিতাবের অবস্থান: *খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০৬-১২২০।* ইউসা কিতাবে নবী ইউসার অধীনে ইসরাইল জাতি কর্তৃক কেনান দেশ বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কিতাবটি উন্মোচিত হয়েছে শিটিমে, যেখানে ইউসা ইসরাইল জাতির নেতা হিসেবে আল্লাহ্র কাছ থেকে অভিষেক লাভ করেন, কেনানীয় বাদশাহ্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযানে একের পর এক বিজয় লাভ করতে থাকেন এবং দেশ অধিকার করতে থাকেন। লোকদেরকে মাবুদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য ইউসার আদেশ প্রদানের মধ্য দিয়ে এই কিতাবটি সমাপ্তি ঘটেছে।

মূল আয়াত: "তোমরা শিবিরের মধ্য দিয়ে যাও, লোকদের এই কথা বল, তোমরা তোমাদের জন্য পাথেয় সামগ্রী প্রস্তুত কর; কেননা তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদ অধিকার হিসেবে তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন, সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার করার জন্য তিন দিনের মধ্যে তোমাদের এই জর্ডান পার হয়ে যেতে হবে" (১:১১)

প্রধান প্রধান লোক: ইউসা, রাহব, আখন, পিন্‌হস, ইলিয়াসর

কিতাবটির রূপরেখা:

১. জর্ডান নদী পার হয়ে প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ (১:১-৫:১৫)
   ক. হযরত ইউসার নিয়োগ (১:১-১৮)
   খ. ইউসা, রাহব ও গুপ্তচরেরা (২:১-২৪)
   গ. বনি-ইসরাইলদের জর্ডান নদী পার হওয়া (৩:১-৪:২৪)
   ঘ. আচার-অনুষ্ঠান নতুনিকরণ ও ইউসাকে দর্শন দান (৫:১-১৫)

২. দেশ দখল করতে শুরু করা (৬:১-১২:২৪)
   ক. জেরিকোর পতন: যুদ্ধের প্রথম ফল (৬:১-২৭)
   খ. ইসরাইলের ব্যর্থতা: আখনের গুনাহ্‌ (৭:১-২৬)
   গ. ইসরাইলের নতুনিকরণ: অয়ের পরাজয় (৮:১-৩৫)
   ঘ. গিবীয়নিয়দের সঙ্গে চুক্তি ও তাদের ছলনা (৯:১-২৭)
   ঙ. গিবীয়নীয়দেও রক্ষা ও কেনানের দক্ষিণাংশ জয় করে নেওয়া (১০:১-৪৩)
   চ. কেনানের উত্তরাংশ জয় করে নেওয়া ও পরাজিত বাদশাহ্‌দের তালিকা (১১:১-১২:২৪)

৩. দেশ ভাগ করে দেওয়া (১৩:১-২১:৪৫)
   ক. বাকী জায়গা সম্বন্ধে মাবুদের নির্দেশ (১৩:১-৩৩)
   খ. জর্ডানের পশ্চিম পারে দেশ ভাগ (১৪:১-১৯:৫১)
   গ. ন্যায়বিচার ও এবাদতের একটি দেশ (২০:১-২১:৪৫)

৪. দেশে মাবুদের সেবা করা (২২:১-২৪:৩৩)
   ক. আল্লাহ্‌র অধীনে এক জাতি (২২:১-৩৪)
   খ. ইসরাইলের নেতাদের হাতে ইউসার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া (২৩:১-১৬)
   গ. শিখিমে চুক্তির নতুনিকরণ (২৪:১-৩৩)

ইউসা কিতাবে উল্লেখিত প্রধান প্রধান স্থান

আবেল-শিটীম:- জর্ডান নদী পার হবার আগে ইসরাইলীয়রা শেষ বিশ্রামের জন্য এখানে কিছু সময়ের জন্য শিবির স্থাপন করেছিল, (শুমারী ৩৩:৪৯; ২২:১; ২৬:৩; ৩১:১২)। হযরত ইউসার বিজয়ের কাহিনী শিটীমে অবস্থিত ইসরাইলীয়দের শিবির থেকেই শুরু হয়েছিল। ইউসার অধীনে ইসরাইলের সৈন্য বাহিনী কেনান দেশ জয় করার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু পুরো জাতি অগ্রসর হবার আগে ইউসা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিশেষ নির্দেশনা গ্রহণ করেন (ইউসা ১:১-১৮)

জর্ডান:- জর্ডান নদী উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে একটি গভীর উপত্যকার মাধ্যমে দেশের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ইসরাইল জাতি এই নদী পার হবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল যখন বসন্ত কালের বর্ষায় নদীর দু'পার উপ্‌চে পড়ছিল। জেরিকো থেকে যখন গুপ্তচরেরা ভাল খবর এনেছিল তখন ইউসা সমস্ত জাতি ও ইমামদের অলৌকিক কাজের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। যখন ইমামগণ সাক্ষ-সিন্দুক নিয়ে নদীর পানি স্পর্শ করলো তখন নদীর পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেল এবং সমস্ত ইসরাইল নদী পার হয়ে প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করলো।

গিল্‌গল:- বছরের প্রথম মাসের দশম দিনে ইস্রায়েলীয়রা জর্ডান নদী পার হয়ে এখানে শিবির স্থাপন করেন (ইউসা ৪:১৯,২০)। একই মাসের চৌদ্দতম দিনের সন্ধ্যা বেলায় এই স্থানে ইস্রায়েলীয়রা ঈদুল ফেসাখ পালন করে এবং চল্লিশ বছর হিজরত কালে যাদের জন্ম হয়েছিল এখানে তাদের খৎনা করানো হয়। এখান থেকেই ইউসা যখন জেরিকো আক্রমন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তখন ফেরেশতা তাকে দেখা দেন (ইউসা ৫:১-১৫)।

জেরিকো:- এটি ছিল যর্দন উপত্যকায় পশ্চিম প্যালেষ্টাইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং কেনান দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ শহর (শুমারী ২২:১; ৩৪:১৫)। যে কোন শত্রুর জন্য এই শহর দখল করা কষ্টসাধ্য হলেও ইসরাইলীয়রা যখন আল্লাহ্‌র আদেশ মত অগ্রসর হলেন তখন এই শহরের দেওয়াল ভেঙ্গে পড়লে ইসরাইলরা খুব সহজেই তা দখল করে নেয় (ইউসা ৫: ১-১৫)।

অয়:- কেনানীয়দের একটি রাজকীয় শহর (ইউসা ১০: ১)। জয়ের ধারাবাহিকতা চলতে পারে না যদিনা তাঁর লোকেরা তাঁর বাধ্য থাকে। একজন লোকের অবাধ্যতার জন্য অয় শহর দখল করতে গিয়ে তাদের হারতে হয়েছে। কিন্তু তারা যখন সেই গুনাহ্‌গারকে শাস্তি দিয়ে আবার অগ্রসর হয়েছে তখন তারা খুব সহজেই জয় পেয়েছে। এটি ইসরাইলদের অধিকৃত দ্বিতীয় কেনানীয় শহর (ইউসা ৭:২-৫; ৮:১- ২৯)।

এবল ও গরিষম পর্বত:- সিকিম নগরের উত্তরে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩,০৭৬ ফুট ও উপত্যকা থেকে ১,২০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। অয় নগীর দখল করার পর ইউসা এবল পর্বতে একটি কোরবানগাহ্ স্থাপন করেন (ইউসা ৮:৩০-৩৫)। এরপর লোকদের দু'ভাগ করে দুই পর্বতের পাদদেশে রাখেন ও এর মাঝে মাবুদের সাক্ষ্য-সিন্দুক সহ ইমামগণ

অবস্থান নেন। এর পর ইউসা সেখানে লোকদের কাছে আল্লাহ্‌র শরীয়ত পাঠ করেন ও সেখানে তারা আল্লাহ্‌র অনুশাসন মত চলবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন।

গিবিয়োন:- শহরটি ছিল অয় শহরের চেয়েও বড় এবং এখানকার সব পুরুষ লোকই ছিল শক্তিশালী, (ইউসা ১০:২)। গিবিয়োনের লোকেরা চালাকী করে ইসরাইলদের সঙ্গে একটি সন্ধিচুক্তি করে নেয় যদিও এদের চালাকী পরে ধরা পরে যায় কিন্তু যেহেতু তারা মাবুদের নামে কসম করে এই চুক্তি করে তাই তাদের হত্যা করা হয় নি কিন্তু তাদের গোলামীর কাজ করতে বাধ্য হয়। এই শহরটির অবস্থান ছিল বিন্‌ইয়ামীন বংশের এলাকার মধ্যে এবং এটি ক্রমশ ইমামদের একটি শহর হয়ে ওঠে (ইউসা ১৮:২৫; ২১:১৭)।

অয়ালোন উপত্যকা:- গিবিয়োনীরা ইসরাইলদের গোলাম হয়েছে এই কথা জানতে পেরে জেরুশালেমের বাদশাহ্‌ খুব রেগে যান। তিনি আরও চার জন বাদশাহ্‌কে সঙ্গে নিয়ে গিবিয়োন আক্রমণ করতে আসেন। এই কথা জানতে পেরে গিবিয়োনীয়েরা ইউসার সাহায্য চান। ইউসা গিবিয়োনীয়দের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসে অয়ালোন উপত্যকায় এই সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। সেই সময় তিনি শত্রুদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করেন ও চন্দ্র-সূর্যকে আদেশ করে বলেছিলেন, "হে সূর্য, গিবিয়োনের উপর তুমি স্থির হয়ে দাঁড়াও, হে চাঁদ, অয়ালোন উপত্যকায় তুমি গিয়ে দাঁড়াও" (ইউসা ১০:১-৪৩)। এর ফলে তিনি সেই সম্মিলিত বাহিনীর উপর সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করেন ও গিবিয়োনীয়দের রক্ষা করেন।

হাৎসোর:- মেরোম হ্রদের উত্তরে পর্বতের মধ্যে অবস্থিত কেনানীয়দের একটি সুরক্ষিত শহর, (ইউসা ১১:১-৫)। রাজা যাবীন তার মিত্রগোষ্ঠীগুলোর সাথে এখানেই ইউসার সাথে মহাযুদ্ধে লিপ্ত হন। ইউসা এখানে স্মরণীয় বিজয় অর্জন করেন, যা আপেক্ষিকভাবে তাঁর কেনান বিজয় সম্পন্ন করে, (ইউসা ১১:১০-১৩)।

শীলো:- কেনান জয় করার সময় ঈশ্বরের সাক্ষ্য-সিন্দুক গিল্‌গলে ছিল। সব কাজ শেষ করে এটি শীলোতে নিয়ে আসা হয় এবং ইউসা থেকে শামুয়েলের শেষ দিন পর্যন্ত এটি সেখানে থাকে (ইউসা ১৮:১-১০)। এখানে ইউসা গুঁলিবাট করে জর্ডনের পশ্চিম দিকে যে জমি ভাগ করা হয়নি তা ভাগ করেন (ইউসা ১৯:৫১)।

শিখিম:- যিহোশূয় ইফ্রয়িমের পাহাড়ী এলাকায় শিখিম শহর তৈরি করেছিলেন, যা ছিল ছয়টা আশ্রয়-শহরের একটি (ইউসা ২০:৭)। ইউসা মৃত্যুর আগে সমস্ত ইসরাইলকে এখনে ডেকে একত্রিত করেছিলেন তাঁর বিদায়কালীন দায়িত্বের কথা ঘোষণা করেন (ইউসা ২৪: ১-২৫)। ইউসা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন ইসরাইলরা বিশ্রাম ও শান্তি উপভোগ করেন।

প্রতিজ্ঞাত দেশ বিজয়

প্রতিজ্ঞাত দেশের জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা

পয়দায়েশ ১২:১-৩	আল্লাহ হযরত ইব্রাহিমকে দোয়া করেছিলেন এবং তাঁর বংশধরদের দিয়ে একটি মহান জাতি গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।
পয়দায়েশ ১৫:১৬	আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতির জন্য একটি সঠিক সময় বেছে রেখেছিলেন যেন সেই সময় এলে পরে তারা সেই প্রতিজ্ঞাত কেনান দেশে প্রবেশ করতে পারে। সেই দেশে যারা বাস করছিল তারা দুষ্টতায় পূর্ণ হলে পর ও শাস্তি পাবার উপযুক্ত হলে পর ইসরাইলীয়রা সেই দেশ অধিকার করে নেবে।
পয়দায়েশ ১৭:৭,৮	আল্লাহ্‌ হযরত ইব্রাহিমের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন সমস্ত কেনান দেশ ইব্রাহিমের বংশধরদের দেবার জন্য।
হিযরত ৩৩: ১-৩	আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতিকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন যাতে তারা সমস্ত দুষ্ট জাতিদেরকে কেনান দেশ থেকে বিতাড়িত করতে পারে।
দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৫-৮	সমস্ত ইসরাইল জাতিকে ন্যায়ের পথে চলবার জন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে সমস্ত পৃথিবীর সামনে রাখা হয়েছে। কিন্তু যদি তারা ন্যায়ের পথে না চলতে পারে তবে সেই দুষ্ট কেনানীয় জাতিদের শাস্তি দিতে পারবে না।
দ্বিতীয় বিবরণ ৭:১-৫	কেনানীয়দের দুষ্টতার জন্য তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কারণ তাদের দুষ্টতা ছিল ভীষণ আর সেই কারণে ইসরাইলদের পবিত্রভাবে জীবন-যাপন করার জন্য আদেশ করা হয়েছিল।
দ্বিতীয় বিবরণ ১২:২	কেনানীয়দের পূজার সমস্ত বেদী ধ্বংস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন কোন কিছুই বনি-ইসরাইলদের প্রলোভিত করতে না পারে আর এমন কিছুই যেন সেখানে না থাকে যার কারণে ইসরাইল জাতি তাদের আল্লাহ্‌র এবাদত না করে বিপথে যায়।

আল্লাহ্‌ হযরত ইউসাকে বলেছিলেন যেন তিনি ইসরাইলীয়েদের পরিচালনা করে প্রতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে যান ও সেই দেশ জয় করেন। এটা কোন রাজ্য জয় বা সম্রাজ্য বিজয় করা নয় কিন্তু এটা ছিল ন্যায় বিচারের কাজ। এখানে কিছু আয়াত উল্লেখ করা হয়ছে যেখানে আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমের বংশের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা ইসরাইল জাতিকে দেবার জন্য আর এখানে ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা অনুসারে সেই দেশ জয় করে নেয়।

হযরত ইউসার নিয়োগ

১ ১ মাবুদের গোলাম মূসার মৃত্যুর পর মাবুদ
নূনের পুত্র ইউসা নামে মূসার পরিচারককে
বললেন, ২ আমার গোলাম মূসার মৃত্যু হয়েছে;
এখন উঠ, তুমি এ সব লোক নিয়ে এই জর্ডান
নদী পার হও এবং তাদের অর্থাৎ বনি-
ইসরাইলদের আমি যে দেশ দিচ্ছি, সেই দেশে
যাত্রা কর। ৩ যেসব স্থানে তোমরা পদার্পণ
করবে, আমি মূসাকে যেমন বলেছিলাম, সেই
অনুসারে সেসব স্থান তোমাদের দিয়েছি।
৪ মরুভূমি ও এই লেবানন থেকে মহানদী,
ফোরাত নদী পর্যন্ত হিট্টিয়দের সমস্ত দেশ এবং
সূর্যের অস্তগমনের দিকে মহাসমুদ্র পর্যন্ত
তোমাদের সীমা হবে। ৫ তোমার সমস্ত
জীবনকালে কেউ তোমার সম্মুখে দাঁড়াতে পারবে
না; আমি যেমন মূসার সহবর্তী ছিলাম, তেমনি
তোমার সহবর্তী থাকব; আমি তোমাকে ছাড়ব না
ও তোমাকে ত্যাগ করবো না। ৬ বলবান হও ও
সাহস কর; কেননা যে দেশ দিতে এদের
পূর্বপুরুষদের কাছে আমি শপথ করেছি তা তুমি
এই লোকদেরকে অধিকার করাবে। ৭ তুমি
কেবল বলবান হও ও অতিশয় সাহস কর;
আমার গোলাম মূসা তোমাকে যে শরীয়ত হুকুম
করেছে, তুমি সেসব শরীয়ত যত্নপূর্বক পালন
কর; তা থেকে ডানে বা বামে ফিরবে না; যেন
তুমি যে কোন স্থানে যাও, সেই স্থানে বুদ্ধিপূর্বক
চলতে পার। ৮ তোমার মুখ থেকে এই শরীয়ত
কিতাব বিচ্যুত না হোক; তার মধ্যে যা যা লেখা
আছে, যত্নপূর্বক সেসব অনুযায়ী কাজ করার
জন্য তুমি দিনরাত তা ধ্যান কর; কেননা তা
করলে তোমার উন্নতি হবে ও তুমি বুদ্ধিপূর্বক
চলবে। ৯ আমি কি তোমাকে হুকুম দিই নি?
তুমি বলবান হও ও সাহস কর, ভয় কোরো না
কিংবা নিরাশ হোয়ো না; কেননা তুমি যে কোন
স্থানে যাও, সেই স্থানে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ
তোমার সহবর্তী।

কেনান দেশ অধিকারের প্রস্তুতি

১০ তখন ইউসা লোকদের নেতৃবর্গকে হুকুম
করলেন, ১১ তোমরা শিবিরের মধ্য দিয়ে যাও,
লোকদের এই কথা বল, তোমরা তোমাদের
জন্য পাথেয় সামগ্রী প্রস্তুত কর; কেননা
তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ অধিকার হিসেবে

[১:১] হিজ ১৪:৩১; প্রকা ১৫:৩।
[১:২] পয়দা ১২:৭; দ্বি:বি ১:২৫।
[১:৩] পয়দা ৫০:২৪;দ্বি:বি ১:৮।
[১:৪] শুমারী ৩৪:২-১২; উজা ৪:২০।
[১:৫] পয়দা ২৮:১৫; দ্বি:বি ৪:৩১।
[১:৬] ২শামু ২:৭; ১বাদশা ২:২; ইশা ৪১:৬; যেয়েল ৩:৯-১০।
[১:৭] উজা ৭:২৬; জবুর ৭৮:১০; ইশা ৪২:২৪; ইয়ার ২৬:৪-৬।
[১:৮] দ্বি:বি ২৮:৬১; জবুর ১৪৭:১৯।
[১:৯] ২বাদশা ১৯:৬; ইশা ৩৫:৪; ৩৭:৬।
[১:১০] দ্বি:বি ১:১৫।
[১:১১] ১শামু

১:১ মূসার মৃত্যুর পর। হযরত মূসার মৃত্যুর পর দেরি না করে কাজের সময় ও উপলক্ষ ঘোষণা করায় এটা স্পষ্ট যে, মূসার মৃত্যুতে যেখানে দ্বিতীয় বিবরণের শেষ সেখান থেকেই কাহিনী চলতে শুরু করেছে। একইভাবে ইউসার মৃত্যুর পর কাজীগণের বিবরণ শুরু হয়েছে (কাজী ১:১)।

মাবুদের গোলাম। দেখুন হিজরত ১৪:৩১; দ্বি:বি: ৩৪:৫; জবুর ১৮-এর শিরোনাম; ইশাইয়া ৪১:৮-৯; ৪২:১ আয়াত।

মূসার পরিচারক। এই পরিচয়ে ইউসা হযরত মূসার সহকারী হিসেবে বহু বছর সেবা দিয়েছিলেন (দেখুন শুমারী ১১:২৮; আরও দেখুন হিজরত ২৪:১৩; ৩৩:১১ এবং দ্বি. বি. ১:৩৮ আয়াত)।

১:২ জর্ডান নদী। জেরিকোর কাছে জর্ডানের স্রোত বছরের অধিকাংশ সময় চওড়ায় ১০০ ফুটের বেশি হত না, কিন্তু বসন্তের বন্যার সময় তা নদীর দু'তীর প্লাবিত করতো। তখন এর প্রস্থ বেড়ে হত এক মাইল। ফলে এ সময় নদী পার হওয়া ছিল খুবই সর্বনেশে ব্যাপার (দেখুন ৩:১৫ আয়াতের নোট)।

আমি যে দেশ দিচ্ছি। তৌরাত শরীফের কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ (দেখুন পয়দা ১২:১; ৫০:২৪; হিজ ৩:৮; ২৩:৩১; দ্বি. বি. ১:৮)। ইউসার কিতাবটি আল্লাহ্‌র এই প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা বর্ণনা করে।

১:৩ দেখুন দ্বি. বি. ১১:২৪-২৫।

১:৪ তোমাদের সীমা হবে। ইসরাইলের কাছে প্রতিজ্ঞাত দেশের আয়তন একেক স্থানে একেকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে (দ্বি. বি. ৩৪:১-৪ আয়াতের সঙ্গে এই অংশ এবং পয়দা ১৫:১৮ আয়াতের তুলনা করুন), তবে প্রতিজ্ঞাত দেশের আয়তনের এই বিভিন্নতা দেশটির চূড়ান্ত আয়তনের একটি ছবি প্রকাশ করে যা ইসরাইলদের ভবিষ্যত নেতা দাউদ এবং সোলায়মান কর্তৃক অর্জিত হয়েছিল। কেনান দেশকে তখনও বলা হত হিট্টীয়দের দেশ। কয়েক'শ বছর পর সেই হিট্টীয়রা উত্তরে সরে গিয়েছিল। কিন্তু ইউসার সামনে গোটা দেশ জয়ের লক্ষ্য; যেখানে তাঁর পা পড়বে সেটাই হবে তাঁর (৩ আয়াত)। তাঁর জয়গুলো ইসরাইল জাতির বারো গোষ্ঠীকে কেন্দ্রীয় পাহাড়ী দেশের বেশির ভাগ এবং নেগেভের অনেকখানি অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ এনে দিয়েছিল।

১:৫ তোমার সহবর্তী থাকব। তোমাকে পথ দেখাতে, টিকে থাকতে সাহায্য করতে এবং সাফল্যের ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে (দেখুন পয়দা ২৬:৩ আয়াতের নোট; ইয়ারমিয়া ১:৮ আয়াত)।

১:৬ দেশ। আমি তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে দেশ দেবার শপথ করেছিলাম। ইব্রাহিম এবং ইয়াকুবের বংশধরদের কাছে সেই বহু প্রতীক্ষিত উত্তরাধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হল (পয়দা ১৫:৭, ৮-২১ এবং পয়দা ২৮:১৩)।

১:৭ যত্নপূর্বক পালন কর। সাফল্যের নিশ্চয়তা নিঃশর্তভাবে দেওয়া হয়নি (দেখুন দ্বি. বি. ৮:১; ১১:৮-৯, ২২-২৫)।

১:৮ শরীয়ত কিতাব। দেখুন দ্বি. বি. ২৮:৫৮, ৬১; ২৯:১৭, ২০-২১; ৩০:১০; ৩১:২৪ আয়াত।

মুখ থেকে। দেখুন জবুর ১:২। প্রাচীন পৃথিবীতে, পুরোপুরি নিঃশব্দে কিছু পড়া, এমনকি তা নিয়ে ধ্যান করার ঘটনা বিরল (দেখুন হিজরত ১৩:৯; দ্বি. বি. ৩০:১৪; জবুর ১৯:১৪; ১১৯:১৩; প্রেরিত ৮:৩০)।

দিনরাত। দেখুন জবুর ১:২।

১:৯ আমি কি তোমাকে হুকুম দিই নি? একটি আলঙ্কারিক প্রশ্ন যা বক্তার কর্তৃত্ব জোরালভাবে প্রকাশ করে।

১:১০ ইউসা লোকদের নেতৃবর্গকে হুকুম করলেন। স্পষ্টত ইউসা এখানে তার লোকদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। 'নেতৃবর্গকে' বলতে এখানে তাদের কথা বোঝানো হয়েছে যাদের মূসা ইসরাইলের বিভিন্ন দলের উপর নিযুক্ত করেছিলেন (হিজরত ১৮:২১; দ্বি. বি. ১:১৫)।

১:১১ তোমরা তোমাদের জন্য পাথেয় সামগ্রী প্রস্তুত কর। পরবর্তী কদিনের যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য।

তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন, সেই দেশে প্রবেশ
করে তা অধিকার করার জন্য তিন দিনের মধ্যে
তোমাদের এই জর্ডান পার হয়ে যেতে হবে।
[১২] পরে ইউসা রূবেণীয়দের, গাদীয়দের ও
মানশার অর্ধেক বংশকে বললেন, [১৩] মাবুদের
গোলাম মূসা তোমাদের যে হুকুম দিয়েছিলেন, তা
স্মরণ কর; তিনি বলেছিলেন, তোমাদের আল্লাহ্‌
মাবুদ তোমাদের বিশ্রাম দিচ্ছেন, আর এই দেশ
তোমাদের দেবেন। [১৪] মূসা জর্ডানের পূর্বপারে
তোমাদের যে দেশ দিয়েছেন, তোমাদের স্ত্রী, পুত্র
কন্যা ও সমস্ত পশু সেই দেশে থাকবে; কিন্তু
তোমরা, সমস্ত বলবান বীর, যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে
তোমাদের ভাইদের অগ্রবর্তী হিসেবে পার হয়ে
যাবে ও তাদের সাহায্য করবে। [১৫] পরে যখন
মাবুদ তোমাদের মত তোমাদের ভাইদেরকে
বিশ্রাম দেবেন, অর্থাৎ তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ
তাদের যে দেশ দিচ্ছেন, তারাও যখন সেই দেশ
অধিকার করবে, তখন তোমরা জর্ডানের পূর্বপারে
সূর্যোদয়ের দিকে মাবুদের গোলাম মূসার দেওয়া
তোমাদের অধিকারে ফিরে এসে তা ভোগ
করবে।
[১৬] তারা ইউসাকে জবাবে বললো, আপনি
আমাদের যা যা হুকুম করেছেন, সেসব আমরা
পালন করবো; আপনি আমাদের যে কোন স্থানে

১৭:২২; ইশা ১০:২৮।
[১:১২] শুমারী ৩২:৩৩।
[১:১৩] হিজ ৩৩:১৪; জবুর ৫৫:৬; ইশা ১১:১০; ২৮:১২; ৩০:১৫; ৩২:১৮; ৪০:৩১; ইয়ার ৬:১৬; ৪৫:৩; মাতম ৫:৫।
[১:১৪] দ্বি:বি ৩:১৯।
[১:১৫] শুমারী ৩২:২০-২২; ইউসা ২২:১-৪।
[১:১৬] শুমারী ২৭:২০; ৩২:২৫।
[১:১৭] শুমারী ২৭:২০।
[১:১৮] শুমারী ৩২:২৫।
[২:১] শুমারী ২৫:১; ইউসা ৩:১; যেয়েল ৩:১৮।
[২:৩] ইউসা ৬:২৩।

পাঠাবেন সেখানে আমরা যাব। [১৭] আমরা সমস্ত
বিষয়ে যেমন মূসার কথা মেনে চলতাম, তেমনি
আপনার কথা মেনে চলবো; কেবল আপনার
আল্লাহ্‌ মাবুদ যেমন মূসার সহবর্তী ছিলেন,
তেমনি আপনারও সহবর্তী হোন। [১৮] যে কেউ
আপনার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং
আপনার নির্দেশিত সমস্ত কথা না শুনবে, তার
প্রাণদণ্ড হবে; আপনি কেবল বলবান হোন ও
সাহস করুন।

কেনান দেশ দেখবার জন্য দু'জন গোয়েন্দা পাঠানো

২ [১] আর নূনের পুত্র ইউসা শিটীম থেকে
দু'জন গোয়েন্দাকে গোপনে এই কথা বলে
পাঠিয়ে দিলেন, তোমরা যাও, ঐ দেশ ও
জেরিকো নগর নিরীক্ষণ কর। তখন তারা গিয়ে
রাহব নাম্নী এক জন পতিতার বাড়িতে প্রবেশ
করে সেই স্থানে রাত্রি যাপন করলো। [২] আর
লোকেরা জেরিকোর বাদশাহ্‌কে বললো, দেখুন,
দেশ অনুসন্ধান করতে বনি-ইসরাইলদের মধ্যে
কয়েকজন লোক আজ রাতে এই স্থানে এসেছে।
[৩] তখন জেরিকোর বাদশাহ্‌ রাহবের কাছে এই
কথা বলে পাঠালেন, যে লোকেরা তোমার কাছে
এসে তোমার বাড়িতে প্রবেশ করেছে, তাদের
বের করে আন, কেননা তারা সমস্ত দেশ

১:১২-১৫ রূবেণীয়দের, গাদীয়দের ও মানশার অর্ধেক বংশ। সামরিকভাবে মোয়াবের উত্তরাঞ্চল এবং জর্ডান নদীর পূর্বাঞ্চল দখল করায় সীহোন এবং উজের হুমকি পরাভূত হয়েছিল (দেখুন শুমারী ২১:২১-৩৫)। গাদ-গোষ্ঠী, রুবেন-গোষ্ঠী এবং মানশা-গোষ্ঠীর অর্ধেক লোক চেয়েছিল থেকে যেতে, কিন্তু মূসা তাদের হুকুম দিয়েছিলেন যাতে তারা বাকিদের সঙ্গে নদী পার হয়ে কেনান দেশ জয় করতে তাদের বলবান বীরদের পাঠায়। প্রতিজ্ঞাত দেশ-জয় গোটা ইসরাইলের অংশগ্রহণেই হবে (শুমারী ২১:২১-৩৫; ৩২:১-২৭)।

১:১৩, ১৫ বিশ্রাম লাভ। পুরাতন নিয়মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা (OT concept) যার গূঢ় অর্থ হচ্ছে– সুরক্ষিত সীমান্ত, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সদ্ভাব, প্রাণ হারানোর ভয় নেই, সর্বোপরি দেশের ভেতর ভাল থাকা (দেখুন ১ বাদশা ৫:৪; ৮:৫৬ এবং নোটসমূহ)।

১:১৪ সমস্ত বলবান বীর। যাদের বয়স বিশ বা তার বেশি (দেখুন শুমারী ১:৩, ১৮-৪৫) যারা যুদ্ধের কঠোরতার জন্য মানানসই ছিল।

১:১৮ যে কেউ আপনার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করবে। ইউসার কাছে সদ্যই অনুগত থাকার শপথ নিয়ে, এখন তারা যে কেনো বিরুদ্ধাচরণের জন্য মৃত্যুদণ্ড কবুল করলো (উদাহরণ: আখনের গুনাহ্‌, ৭:১৫)।

বলবান হোন ও সাহস করুন। ইউসার উদ্দেশে লোকদের বলা এই উৎসাহপূর্ণ কথা মাবুদের সেই কথারই পুনরাবৃত্তি (৬ থেকে ৭ এবং আয়াত)।

২:১-১৪ এই অধ্যায়ে রয়েছে দুই গোয়েন্দার অভিযান এবং রাহবের বিবরণ। সামরিক অভিযানের পূর্বে শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ এবং গুপ্তচরবৃত্তি যুদ্ধের মতই পুরনো একটি প্রথা (কাজী ৭:১০-১১; ১ শামু ২৬:৬-১২)। রাহব ইসরাইলের আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনে ইসরাইলীয়দের কাছে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তার ঈমান (ইবরানী ১১:৩১) এবং ভাল কাজের (ইয়াকুব ২:২৫) জন্য ইঞ্জিল শরীফে সম্মানিত হয়েছেন। ইসরাইলদের (দুই গোয়েন্দা) এবং কেনানীয়দের (রাহব এবং জেরিকোর বাদশাহ্‌র পাঠানো লোকেরা) এই প্রথম মোকাবেলায়, আল্লাহ্‌ যে লক্ষ্যে ইউসার নেতৃত্বে তাঁর সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন (১ অধ্যায়) তা পূর্ণ হবার ইশারা মিলল এবং অভিযান সফল হবার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র দেয়া আশ্বাস (দেখুন ১:৫ এবং নোট) বাস্তব ভিত্তি পেল।

২:১ শিটীম থেকে দু'জন গোয়েন্দাকে গোপনে এই কথা বলে পাঠিয়ে দিলেন। ইসরাইলীয়রা জেরিকোর উল্টো দিকে জর্ডান নদীর ধারে মোয়াবের সমভূমিতে ছাউনি ফেলেছিল (শুমারী ৩৩:৪৮-৪৯)। 'শিটিম' শব্দটি হিব্রু যার অর্থ 'বাবলা গাছ' (Acacia Trees) যা মরুভূমির অর্ধশুষ্ক পরিবেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

জেরিকো। গোয়েন্দাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। এটি ছিল একটি সুরক্ষিত নগর। এখানে পানিপ্রবাহের অসংখ্য নালা ছিল। ফলে সেচের জন্য পানির অভাব হত না। শহরটি জর্ডান থেকে ঠিক পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছিল (৬:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

পতিতা। যোসেফাসের লেখায় এবং প্রাচীন পুথিতে রাহবকে 'হোটেল-মালিক' বলা হয়েছে, কিন্তু দেখুন ইবরানী ১১:৩১; ইয়াকুব ২:২৫ আয়াত।

২:২ জেরিকোর বাদশাহ্‌। কেনানের মূল নগরগুলো ছিল আসলে ছোট ছোট রাজ্য। স্থানীয় রাজারাই এগুলো শাসন করতেন (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর অমর্না (Amarna) লিপিতেও এর সপক্ষে প্রমাণ মেলে)।

অনুসন্ধান করতে এসেছে। ৪ তখন সেই
স্ত্রীলোকটি ঐ দু'জনকে নিয়ে লুকিয়ে রাখল, আর
বললো, সত্যি, সেই লোকেরা আমার কাছে
এসেছিল বটে; কিন্তু তারা কোথাকার লোক তা
আমি জানতাম না। ৫ অন্ধকার হলে নগর-দ্বার
বন্ধ করার একটু আগে সেই লোকেরা চলে
গেছে; তারা কোথায় গেছে, আমি জানি না; শীঘ্র
তাদের পিছনে পিছনে যান, গেলে তাদের ধরতে
পারবেন। ৬ কিন্তু স্ত্রীলোকটি তাদের ছাদের
উপরে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার মেলে দেওয়া
মসিনার ডাঁটার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। ৭ ঐ
লোকেরা তাদের পিছনে জর্ডানের পথে পারঘাটা
পর্যন্ত দৌড়ে গেল। সেই লোকেরা তাদের পিছনে
দৌড়ে গেল এবং তারা বের হওয়া মাত্র নগর-দ্বার
বন্ধ হয়ে গেল।
৮ সেই দু'জন গোয়েন্দা শয়ন করার আগে ঐ
স্ত্রীলোকটি ছাদের উপরে তাদের কাছে এল,
৯ আর তাদের বললো, আমি জানি, মাবুদ
তোমাদের এই দেশ দিয়েছেন, আর তোমাদের
কাছ থেকে আমাদের উপরে মহাভয় উপস্থিত
হয়েছে ও তোমাদের সম্মুখে এই দেশবাসী সমস্ত
লোক মহা ভয়ে ভীত হয়েছে। ১০ কেননা মিসর
থেকে তোমরা বের হয়ে আসলে মাবুদ তোমাদের
সম্মুখে কিভাবে লোহিত সাগরের পানি শুকিয়ে
ফেলেছিলেন এবং তোমরা জর্ডানের ওপারস্থ
সীহোন ও উজ নামে আমোরীয়দের দুই বাদশাহ্‌র
প্রতি যা করেছ, তাদের যে নিঃশেষে বিনষ্ট
করেছ, তা আমরা শুনেছি; ১১ আর এসব কথা
শুনে আমাদের অন্তর ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে;

[২:৫] কাজী ৫:৮।
[২:৬] কাজী ১৫:১৪; মেসাল ৩১:১৩; ইশা ১৯:৯।
[২:৭] শুমারী ২২:১; কাজী ৩:২৮; ইশা ১৬:২।
[২:৮] দ্বিঃবি ২২:৮; কাজী ১৬:২৭; ২শামু ১৬:২২; নহি ৮:১৬; ইশা ১৫:৩; ২২:১; ইয়ার ৩২:২৯।
[২:৯] পয়দা ৩৫:৫; হিজ ১৫:১৪।
[২:১০] পয়দা ৮:১; হিজ ১৪:২১; জবুর ৭৪:১৫।
[২:১১] ২শামু ৪:১; জবুর ২২:১৪; ইশা ১৩:৭; ১৯:১; ইয়ার ৫১:৩০; নহূম ২:১০।
[২:১২] ১শামু ২:৩৪; ২বাদশা ১৯:২৯।
[২:১৪] ১বাদশা ২০:৩৯, ৪২; ২বাদশা ১০:২৪।
[২:১৫] পয়দা ২৬:৮; কাজী ৫:২৮।
[২:১৬] ইব ১১:৩১।
[২:১৭] পয়দা ২৪:৮।

তোমাদের কারণে কারো মনে সাহস নেই,
কেননা তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ উপরিস্থ
বেহেশতের ও নিচস্থ দুনিয়ার আল্লাহ্‌।
১২ অতএব এখন, আরজ করি, তোমরা আমার
কাছে মাবুদের নামে শপথ কর; আমি তোমাদের
উপরে রহম করলাম, এজন্য তোমরাও আমার
পিতৃকুলের উপরে রহম করবে। তোমরা
আমাকে এমন একটি চিহ্ন দাও যাতে আমি
বিশ্বাস করতে পারি যে, ১৩ তোমরা আমার
পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও তাদের সমস্ত
পরিজনকে বাঁচাবে ও মৃত্যু থেকে আমাদের প্রাণ
উদ্ধার করবে। ১৪ সেই দু'জন তাকে বললো,
তোমাদের পরিবর্তে আমাদের প্রাণ যাক!
তোমরা যদি আমাদের এই কাজ প্রকাশ না কর
তবে যে সময় মাবুদ আমাদের এই দেশ দেবেন,
সেই সময় আমরা তোমার প্রতি রহম ও বিশ্বস্ত
ব্যবহার করবো।
১৫ পরে সে জানালা দিয়ে দড়ির সাহায্যে তাদের
নামিয়ে দিল, কেননা তার বাড়ি নগর প্রাচীরের
সঙ্গে যুক্ত ছিল, সে প্রাচীরের উপরে বাস
করতো। ১৬ আর সে তাদের বললো, যারা
পিছনে দৌড়ে গেছে তারা যেন তোমাদের সন্ধান
না পায় সেজন্য তোমরা পর্বতে যাও। তোমরা
তিন দিন সেই স্থানে লুকিয়ে থাক, তারপর যারা
পিছনে দৌড়ে গেছে তারা ফিরে আসলে পর
তোমরা তোমাদের পথে চলে যেও। ১৭ সেই
লোকেরা জবাবে বললো, তুমি আমাদের যে
শপথ করিয়েছ, সেই বিষয়ে আমরা নির্দোষ
হবো। ১৮ দেখ, তুমি যে জানালা দিয়ে আমাদের

২:৬ মসিনার ডাঁটা। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোয় এখনও ছাদে শস্যকণা বা ডাঁটা শুকানো হয়। রাহবের চালাকি দুই ইসরাইলীয় গোয়েন্দার প্রাণ বাঁচালেও তার পরিবারকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

২:৭ জর্ডানের পথে পারঘাটা পর্যন্ত। জর্ডান নদীর এই স্থানগুলোর গভীরতা ছিল গড়ে মাত্র তিন ফুট যা সহজেই হেঁটে পার হওয়া যেত।

২:৯-১১ তাদের বললো। রাহবের স্বীকারোক্তিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার বক্তব্য একটি বিষয় ঘিরে আবর্তিত হয়েছে, আর তা হল 'কেনানীয়রা ভয় পাচ্ছে'। ব্যাপারটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

২:১২ তোমরাও আমার পিতৃকুলের উপরে রহম করবে। রহম শব্দটির এর অর্থ পরদুঃখকাতরতা, অনুকম্পা, অনুগ্রহ প্রভৃতি। 'Kindness' দয়ার ইংরেজি প্রতিশব্দ। এর প্রচলিত হিব্রু প্রতিশব্দটির অর্থ 'প্রেম' বা 'অটল প্রেম'। পুরাতন নিয়মে 'অটল প্রেম'-এর দুটো অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে: প্রথমত, আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের অনুগ্রহ করার যে পরম্পরা বজায় রেখেছেন; দ্বিতীয়ত, একজনকে অন্যজনের প্রতি যে প্রেম দেখাতে হবে (দেখুন জবুর ৬:৪ আয়াতের নোট)। রাহব সেই গোয়েন্দাদের সঙ্গে ইসরাইলদের একজন বন্ধুর মতো ব্যবহার করেছিলেন, আর এখন তিনি চাইলেন যেন ইসরাইলীয়রাও তার ও তার পরিবারের সঙ্গে একইরকম ব্যবহার করে।

চিহ্ন দাও। গোয়েন্দারা রাহবের কাছে শপথ করলেন যে তার পুরো পরিবার রক্ষা পাবে (১৪ আয়াত)।

২:১৪ যে সময় মাবুদ আমাদের এই দেশ দেবেন। রাহবের কথা তাদের আশাবাদী করে তুলল যে, জেরিকোর উপর ইসরাইলদের বিজয় কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

তোমার প্রতি রহম ও বিশ্বস্ত ব্যবহার করবো। রাহবের চাওয়া অনুসারেই গোয়েন্দারা তাকে একটি চিহ্ন দিলেন (১২ আয়াত)।

২:১৫ তার বাড়ি নগর প্রাচীরের সংগে যুক্ত ছিল। জেরিকোর লোকেরা নগর-প্রাচীরে অস্থায়ী ঘরদোর নির্মাণ করে বাস করতো; এ ব্যাপারে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ রয়েছে। এই প্রমাণ ইউসার আগের আমল থেকে সংগৃহীত হলেও এই আয়াত বুঝতে তা যথেষ্টই সাহায্য করে। তাম্রযুগের শেষ ভাগে শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ফাঁপা, পার্টিশন-দেওয়া নগর-প্রাচীর নির্মাণ করা হত, সম্ভবত জেরিকোতেও তাই করা হয়েছিল, আর রাহব হয়তো এরই দু-একটি ঘরে বাস করতো।

২:১৬ তোমরা পর্বতে যাও। রাহব গোয়েন্দাদের বললেন, 'আপনারা পাহাড়ের দিকে যান।' তাদের সন্ধানে লোকেরা যেদিকে গিয়েছিল এটা ছিল ঠিক তার বিপরীত। গোয়েন্দাদের ধরার জন্য লোকেরা গিয়েছিল জর্ডান নদীর অগভীর হাঁটাপথের দিকে (দেখুন ৭ আয়াত)।

রাহব ছিলেন জেরিকো নগরের একজন বেশ্যা (ইউসা ২ অধ্যায়)। একজন বেশ্যা হিসাবে সে সমাজের শেষ প্রান্তে বাস করতো। তার বাড়ী শহরের প্রাচীরের সঙ্গে যুক্ত একটি বাসগৃহ ছিল, যেখানে সে নিজে থাকতো ও যারা শহরে ভ্রমণকারী তাদের জন্য থাকবার ব্যবস্থাও ছিল। সেজন্য ইসরাইলের গোয়েন্দাদের সেখানে আশ্রয় নেওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল যাতে সেখানকার লোকেরা তাদের আসল পরিচয় অনুসন্ধান না করে রাহবের খদ্দের বলে ভাবে।

রাহব

ইসরাইলদের আগমনের ঘটনা বেশ কিছু দিন আগে থেকেই সেখানকার জনগণের মধ্যে জানাজানি হয়ে পড়েছিল এবং তাদের মধ্যে সাংঘাতিক ভীতির সৃষ্টি করেছিল। আর এখন তারা জানে যে, যে কোন সময়ে ইসরাইল জাতি তাদের নগর আক্রমণ করতে পারে। প্রাচীরের সঙ্গে যুক্ত বাসগৃহে বাস করা রাহব আরও বেশী বিপদের সম্মুখীন ছিল কারণ তারাই প্রথমে আক্রমণের মুখে পড়বে। যখন সে সমস্ত জেরিকো বাসীর মতই ভয়ে কাঁপছিল, তখন মাত্র সে-ই তার উদ্ধারের জন্য ইসরাইলের আল্লাহ্‌র প্রতি মন ফিরিয়েছিল। সে হযরত ইউসার গোয়েন্দাদের তার বাড়িতে আশ্রয় দেয় এবং তাদেরকে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। তার ঈমান তাকে সাহস যুগিয়েছিল ইসরাইলের গোয়েন্দাদের লুকিয়ে রেখে নগর কতৃপক্ষের কাছে মিথ্যে বলতে। রাহব জানতো যে, এর জন্য যে কোন সময়ে সে চরম বিপদের মুখোমুখি হতে পারে– ইসরাইলদের গোয়েন্দাদের আশ্রয় দেবার অপরাধে তার জীবন চলে যেতে পারে। কিন্তু রাহব এই ঝুঁকি নিয়েছিল। সে ইসরাইলের আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল ও তাঁর উপর নির্ভর করেছিল। সম্ভবত পরবর্তীতে সে সল্‌মোন নামে এক যুবককে বিয়ে করে এবং মসীহের পূর্বপুরুষ বোয়সের জন্ম দেয় (রূত ৪:২১)।

আল্লাহ্ লোকদের মধ্য দিয়ে – রাহবের মত লোকদের মধ্য দিয়ে কাজ করে থাকেন– যে লোকদের আমরা প্রায়ই অগ্রাহ্য করে থাকি। আল্লাহ্ রাহবকে স্মরণ করেছিলেন তার ঈমানের কারণে, সে কি কাজ করতো তার জন্য নয়। যদি সব সময় আপনি নিজেকে একজন ব্যর্থ হিসাবে ভাবতে থাকেন, মনে রাখবেন আল্লাহ্ তাকে তুলে ধরেছিলেন কারণ সে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করেছিল। আপনি যত নীচু ও ছোটই হোন না কেন আল্লাহ্ একই ভাবে আপনাকে তুলে ধরতে পারেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- বোয়াসের পূর্বপুরুষ, এভাবে তিনি দাউদ ও ঈসা মসীহের পূর্বপুরুষ।
- ইবরানী কিতাবে ১১ অধ্যায়ে ঈমানের বীর নামে খ্যাত দুই স্ত্রীলোকের মধ্যে তিনি একজন।
- নিজের ক্ষতি হতে পারে এ কথা জেনেও অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসেন।
- তার ঈমানের কারণে শুধু সে নয় কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজনও মৃত্যুর হাত থেকে জীবন ফিরে পেয়েছিল।

তাঁর জীবনে যেসব দুর্বলতা ও ভুল দেখা যায়:

- সে একজন বেশ্যা ছিল যে কারণে সে সমাজের একপ্রান্তে বাস করতো।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- সে ভয়কে তার ঈমানের উপর বিজয় লাভ করতে দেয় নি। সে বিশ্বাস করেছিল যে, আল্লাহ্ তাকে উদ্ধার করতে সমর্থ।
- তার ঈমান তাকে ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌র ডানার নীচে আশ্রয় দিয়েছিল।
- মানুষ যতই তুচ্ছ হোক না কেন, আল্লাহ্‌র কাছে সে মূল্যবান।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** কোথায়: জেরিকো
- **কাজ:** একজন বেশ্যা/ একজন হোটেল মালিক, পরবর্তীতে একজন স্ত্রী
- **আত্মীয়-স্বজন:** বাদশাহ্ দাউদ ও ঈসা মসীহের পূর্বপুরুষ
- **সমসাময়িক:** ইউসা, কালুত

মূল আয়াত: “ঈমানের জন্যই পতিতা রাহব শান্তির সঙ্গে গুপ্তচরদের অভ্যর্থনা করাতে, অবাধ্যদের সঙ্গে বিনষ্ট হল না” (ইবরানী ১১:৩১)।

ইউসা ২ অধ্যায়; ৬:২২,২৩ আয়াতে বলা হয়েছে। তার কথা মথি মথি ১:৫; ইবরানী ১১;৩১ এবং ইয়াকুব ২:২৫ আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে।

BACIB International Bible CHURCH

নামিয়ে দিলে, আমাদের এই দেশে আসার সময়ে
সেই জানালায় এই লাল রংয়ের সুতায় তৈরি দড়ি
বেঁধে রাখবে এবং তোমার পিতা-মাতা ও
ভাইয়েরা আর তোমার সমস্ত পিতৃকুলকে তোমার
বাড়িতে একত্র করবে। [১৯] তখন এরকম হবে, যে
কেউ তোমার বাড়ি থেকে বের হয়ে পথে যাবে
তার রক্তপাতের অপরাধ তার মাথায় বর্তাবে এবং
আমরা নির্দোষ হব; কিন্তু যে কেউ তোমার সঙ্গে
বাড়ির মধ্যে থাকে তার উপরে যদি কেউ হাত
তোলে, তবে তার রক্তপাতের অপরাধ আমাদের
মাথায় বর্তাবে। [২০] কিন্তু তুমি যদি আমাদের এই
কাজ প্রকাশ কর, তবে তুমি আমাদের দিয়ে যে
শপথ করিয়েছ তা থেকে আমরা নির্দোষ হবো।
[২১] তখন সে বললো, তোমরা যেমন বললে
তেমনি হোক। পরে সে তাদের বিদায় করলে
তারা প্রস্থান করলো এবং সে ঐ লাল রংয়ের দড়ি
জানালায় বেঁধে রাখল।
[২২] আর তারা গিয়ে পর্বতে উপস্থিত হল এবং
যারা তাদের পিছনে দৌড়ে গিয়েছিল তারা ফিরে
না আসা পর্যন্ত তিন দিন সেখানে রইলো; তাতে
যারা পিছনে দৌড়ে গিয়েছিল, তারা সমস্ত পথে
সন্ধান করেও তাদের উদ্দেশ পেল না।
[২৩] পরে ঐ দুই ব্যক্তি ফিরে পর্বত থেকে নেমে
এসে জর্ডান নদী পার হয়ে নূনের পুত্র ইউসার

[২:১৯] মথি ২৭:২৫।
[২:২০] পয়দা ২৪:৮; ৪৭:৩১।
[২:২৪] ইউসা ১০:৮; ১১:৬; কাজী ৩:২৮; ৭:৯, ১৪; ২০:২৮; ১শামু ১৪:১০।
[৩:১] পয়দা ১৩:১০; আইউ ৪০:২৩।
[৩:২] পয়দা ৪০:১৩; ইউসা ২:১৬।
[৩:৩] শুমারী ৪:১৫; দ্বি:বি ৩১:৯; ১বাদশা ৮:৩।
[৩:৪] শুমারী ৩৫:৫।
[৩:৫] কাজী ৬:১৩; ১খান্দান ১৬:৯,২৪; জবুর ২৬:৭;

কাছে আসল এবং তাদের প্রতি যা যা ঘটেছিল,
তার সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁকে বললো। [২৪] তারা
ইউসাকে বললো, সত্যিই মাবুদ এ সব দেশ
আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন; এছাড়া, দেশের
সমস্ত লোক আমাদের সম্মুখে মহা ভয়ে ভীত
হয়ে পড়েছে।

বনি-ইসরাইলদের জর্ডান নদী পার হওয়া

৩ [১] পরে ইউসা প্রত্যুষে উঠে সমস্ত বনি-
ইসরাইলদের সঙ্গে শিটীম থেকে যাত্রা
করে জর্ডান সমীপে উপস্থিত হলেন, কিন্তু তখন
পার না হয়ে সেই স্থানে রাত্রি যাপন করলেন।
[২] তিন দিন পর নেতৃবর্গ শিবিরের মধ্য দিয়ে
গেলেন; [৩] তাঁরা লোকদের এই হুকুম করলেন;
তোমরা যে সময়ে তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের
শরীয়ত-সিন্দুক লেবীয় ইমামদের বহন করতে
দেখবে, তখন নিজ নিজ স্থান থেকে যাত্রা করে
তার পিছনে পিছনে গমন করবে। [৪] তবুও
শরীয়ত-সিন্দুক ও তোমাদের মধ্যে অনুমান দুই
হাজার হাত দূরত্ব বজায় থাকবে, তার আর
কাছে যাবে না; যেন তোমরা তোমাদের গন্তব্য
পথ জানতে পার, কেননা ইতোপূর্বে তোমরা এই
পথ দিয়ে যাও নি। [৫] পরে ইউসা লোকদের
বললেন, তোমরা নিজেদের পবিত্র কর, কেননা

২:১৮ সেই জানালায় এই লাল রংয়ের সুতায় তৈরি দড়ি বেঁধে রাখবে। লাল রঙের এমন ব্যবহার আমরা অতীতেও দেখি যখন মাবুদ মিসরের প্রথমজাতদের আঘাত করেছিলেন; সেবার মিসরীয়দের উপর মাবুদের গজব থেকে রক্ষা পেতে ইসরাইলীয়রা তাদের দরজার চৌকাঠে ঈদুল ফেসাখের ভেড়ার বাচ্চার রক্ত লাগিয়েছিল (দেখুন হিজরত ১২:১৩, ২২-২৩ আয়াত)। প্রাথমিক যুগের চার্চ রক্তলাল দড়িকে মসীহের প্রায়শ্চিত্তের একটা চিহ্ন হিসেবে দেখত।

২:১৯ তার রক্তপাতের অপরাধ আমাদের মাথায় বর্তাবে। গোয়েন্দারা আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে অন্যের মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকার শপথ নিলেন, অর্থাৎ শপথের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে তারা এবং তাদের রাষ্ট্র দায়ী থাকবেন।

২:২২ তারা গিয়ে পর্বতে উপস্থিত হল। প্রাচীন জেরিকোর সোজা পশ্চিমে ছিল কেনানের মূল পাহাড়সারির উঁচু ও চোখা পাহাড়। এই পাহাড়গুলোয় মৌচাকের মতো ফাটল বা গুহা ছিল যা গোয়েন্দাদের গা ঢাকা দেওয়ার জন্য আদর্শ ছিল।

২:২৪ সত্যিই ... ভীত হয়ে পড়েছে। গোয়েন্দারা ফিরে এসে ইউসাকে যা বললেন তাতে তিনি সাফল্যের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হলেন। আর এর মধ্য দিয়ে গোয়েন্দাদের অভিযান সফলভাবে শেষ হল (দেখুন শুমারী ১৩:২৬-৩৩)।

৩:১-৪:২৪ এখানে ইসরাইলদের জর্ডান নদী পার হওয়া এবং ঘটনাটি স্মরণীয় করে রাখতে গিল্‌গল-শিবিরে বারোটি পাথর স্থাপনের বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এই ঘটনাটি এত বড় যে কোনও বিশেষণই এর জন্য যথেষ্ট নয়, কারণ তা প্রতিজ্ঞাত দেশের সীমানায় পার হওয়ার চিহ্ন বহন করে এবং একইসঙ্গে তা অতীতে অলৌকিকভাবে লোহিত সাগর পার হওয়ার ইতিহাসও (হিজরত ১৪:১৫) স্মরণ করিয়ে দেয়। পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌তে ইসরাইলদের ঈমান এমন এক সময়ে পুনরুজ্জীবিত ও দৃঢ়তর হল যখন তা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছিল, যেখানে একই সময়ে কেনানীয়দের ভয় ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছিল (৫:১)। লক্ষ্য করুন, ঘটনাটির বর্ণনায় লেখক এক রকম কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন; যেমন জর্ডান নদী পার হওয়ার বর্ণনা দিয়ে তৃতীয় অধ্যায় শেষ করে তিনি পেছনে ফিরে তিনটি বিষয়ের আলোকে ঘটনার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন: ঘটনাটি স্মরণীয় করে রাখতে বারোটি পাথর স্থাপন (৪:১-৯), প্রত্যেক ইসরাইলীয়ের সফলভাবে জর্ডান নদী পার হওয়া (৪:১০-১৪) এবং ইসরাইলদের নদী পার হওয়া শেষ হলে নদীর স্বাভাবিক চেহারা ফিরে পাওয়া (৪:১৫-১৮)। চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদের (১৯-২৪ আয়াত) শুরু কাহিনীর পুনর্বয়ানে (৩:১৭ থেকে) আর শেষ গিল্‌গলে ইসরাইলীয় শিবির এবং স্মারক পাথর স্থাপনের উল্লেখে।

৩:৩ মাবুদের শরীয়ত-সিন্দুক। শরীয়ত-তাঁবুর সবচেয়ে পবিত্র বস্তুটি হল শরীয়ত-সিন্দুক (দেখুন হিজরত ২৫:১০-২২)। মাবুদ নিজে অতীতে যেভাবে তাঁর লোকদের পথ দেখিয়ে বিশ্রাম-স্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন (দেখুন শুমারী ১০:৩৩-৩৬; দ্বি. বি. ৩১:৭) সেভাবে তিনি তাদের আগে জর্ডানে গেলেন, যেহেতু শরীয়ত-সিন্দুক ছিল মাবুদের সিংহাসনের প্রতীক।

৩:৪ দুই হাজার হাত দূরত্ব বজায় থাকবে। স্পষ্টত, ইসরাইলদের অগ্রবর্তী দলে ছিলেন ইমামেরা এবং সিন্দুকটি। মাবুদের পবিত্র উপস্থিতির প্রতীক শরীয়ত-সিন্দুকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেই সিন্দুকবাহক ইমামদের এবং লোকদের মধ্যে এই ব্যবধান রাখা হয়েছিল।

৩:৫ তোমরা নিজেদের পবিত্র কর। সিনাই পাহাড়ে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে ইসরাইলদের বলা হয়েছিল যেন তারা

আগামীকাল মাবুদ তোমাদের মধ্যে অলৌকিক
কাজ করবেন। ৬ পরে ইউসা ইমামদের বললেন,
তোমরা শরীয়ত-সিন্দুক তুলে নিয়ে লোকদের
আগে আগে চল; তাতে তারা শরীয়ত-সিন্দুক
তুলে নিয়ে লোকদের আগে আগে চলতে লাগল।
৭ তখন মাবুদ ইউসাকে বললেন, আজ আমি
সমস্ত ইসরাইলের সাক্ষাতে তোমাকে মহিমান্বিত
করতে আরম্ভ করবো, যেন তারা জানতে পারে
যে, আমি যেমন মূসার সহবর্তী ছিলাম, তেমনি
তোমার সহবর্তী থাকব। ৮ তুমি নিয়ম-সিন্দুক
বহনকারী ইমামদের এই হুকুম দাও, জর্ডানের
পানির ধারে উপস্থিত হলে তোমরা জর্ডানে
দাঁড়িয়ে থাকবে।
৯ তখন ইউসা বনি-ইসরাইলদের বললেন,
তোমরা এখানে এসো, তোমাদের আল্লাহ্
মাবুদের কালাম শোন। ১০ আর ইউসা বললেন,
জীবন্ত আল্লাহ্ যে তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান এবং
কেনানীয়, হিট্টিয়, হিব্বীয়, পরিষীয়, গির্গাশীয়,
আমোরীয় ও যিবুষীয়দের তোমাদের সম্মুখ থেকে
নিশ্চয়ই অধিকারচ্যুত করবেন, তা তোমরা এর
মধ্য দিয়ে জানতে পারবে। ১১ দেখ, সমস্ত
ভূমণ্ডলের প্রভুর শরীয়ত-সিন্দুক তোমাদের আগে
আগে জর্ডনে যাচ্ছে। ১২ এখন তোমরা
ইসরাইলের এক এক বংশ থেকে এক এক জন,
এভাবে বারো বংশ থেকে বারো জনকে গ্রহণ
কর। ১৩ পরে এরকম হবে, সমস্ত দুনিয়ার
মালিক মাবুদের নিয়ম-সিন্দুক-বহনকারী
ইমামেরা যেই জর্ডানের পানিতে পা দেবে অমনি
জর্ডান নদীর পানি, অর্থাৎ উপর থেকে যে পানি
বয়ে আসছে তা ছিন্ন হবে এবং একরাশি হয়ে
দাঁড়িয়ে থাকবে।
১৪ তখন লোকেরা জর্ডান নদী পার হবার জন্য
নিজ নিজ তাঁবু থেকে যাত্রা করলো, আর শরীয়ত-
সিন্দুক বহনকারী ইমামেরা লোকদের অগ্রবর্তী
হল। ১৫ আর সিন্দুক-বহনকারীরা যখন জর্ডান
সমীপে উপস্থিত হল এবং পানির ধারে সিন্দুক-
বহনকারী ইমামদের পা পানি স্পর্শ
করলো– বাস্তবিক ফসল কাটার সব সময়
জর্ডানের পানি সমস্ত তীরের উপরে থাকে,
১৬ –তখন উপর থেকে আগত সমস্ত পানি
দাঁড়িয়ে রইল, অতিদূরে সর্তনের নিকটবর্তী
আদম নগরের কাছে এক রাশি হয়ে উঠে রইলো
এবং অরাবা সমভূমির সমুদ্রে অর্থাৎ লবণ সমুদ্রে
যে পানি নেমে যাচ্ছিল, তা সম্পূর্ণ পৃথক হল;
তাতে লোকেরা জেরিকোর সম্মুখেই পার হল।
১৭ আর যে পর্যন্ত সমস্ত লোক নিঃশেষে জর্ডান
নদী পার না হল, সেই পর্যন্ত মাবুদের নিয়ম-
সিন্দুক বহনকারী ইমামেরা জর্ডান নদীর মধ্যে
শুকনো ভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকলো; এবং সমস্ত
ইসরাইল ক্রমশ শুকনো ভূমি দিয়ে পার হয়ে

৭৫:১। [৩:৭] ১খান্দান ২৯:২৫। [৩:১০] দ্বি:বি ৫:২৬; ১শামু ১৭:২৬, ৩৬; ২বাদশা ১৯:৪, ১৬; জবুর ১৮:৪৬; ৪২:২; ৮৪:২; ইশা ৩৭:৪, ১৭; ইয়ার ১০:১০; ২৩:৩৬; দানি ৬:২৬; হোশেয় ১:১০; মথি ১৬:১৬। [৩:১১] হিজ ১৯:৫; দ্বি:বি ১০:১৪; আইউ ৯:১০; ২৮:২৪; ৪১:১১; জবুর ৫০:১২; ৯৭:৫; জাকা ৬:৫। [৩:১৩] হিজ ১৪:২২; ইশা ১১:১৫। [৩:১৪] জবুর ১৩২:৮। [৩:১৫] ১খান্দান ১২:১৫; ইশা ৮:৭। [৩:১৬] আইউ ৩৮:৩৭; জবুর ৩৩:৭।

তাদের গোটা দেহ এবং সব কাপড়চোপড় ধুয়ে নিয়ে এবং যৌন-সঙ্গম থেকে বিরত থেকে নিজেদের পবিত্র করে (দেখুন হিজরত ১৯:১০, ১৪-১৫)।

৩:৭ তোমাকে মহিমান্বিত করতে আরম্ভ করবো। জর্ডানে এই প্রকার বেহেশতী হস্তক্ষেপের মূল লক্ষ্য ছিল ইউসার নেতৃত্ব বৈধ করা। লোহিত সাগর পার হওয়ার মতো একটি অলৌকিক ঘটনা দিয়ে মাবুদের গোলাম হিসেবে ইউসা মূসার সঙ্গে তুলনায় এসে যাবেন।

৩:১০ কেনানীয়, ... যিবুষীয়দের। পয়দা ৯:২৫; ১০:৬, ১৫-১৬; ১৩:৭; ১৫:১৬; ২৩:৩; হিজ ৩:৮; কাজী ৩:৩; ৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

তোমরা এর মধ্য দিয়ে জানতে পারবে। যে অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ ইসরাইলদের জর্ডান নদী তথা প্রতিজ্ঞাত দেশের জলসীমা অতিক্রম করাতে যাচ্ছেন তা তাদের এই আশ্বাস দেবে যে, এক সত্য আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন এবং নিশ্চয়ই তিনি কেনানের বর্তমান অধিবাসীদের তাড়িয়ে দেবেন। এখানে দুটো মৌলিক বিষয় এসে গেছে: (১) কে সত্য ও শক্তিশালী– ইসরাইলের আল্লাহ্ না কেনানীয়রা যার উপর নির্ভর করতো সেই বাল দেবতা (Baal) (বাল দেবতাকে মানা হত ‘দেবরাজ’ হিসেবে, কারণ তিনি সাগর-দেবতার উপর বিজয়ী হয়েছিলেন)? (২) দেশটির উপর কার ন্যায্য অধিকার রয়েছে– মাবুদের না কেনানীয়দের? (এমন যুদ্ধের বিচারিক দৃষ্টিকোণ থেকে, দেখুন কাজী ১১:২৭)। মাবুদ তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে জর্ডান পার হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে দেশটির উপর তাঁর দাবি তুলে ধরেছেন।

৩:১২ বারো জনকে গ্রহণ কর। ইউসাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি স্মৃতিস্তম্ভের বিষয়ে মাবুদের নির্দেশনাটি আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন (দেখুন ৪:২-৩)।

৩:১৩ জর্ডান নদীর জলরাশি আলাদা হবে। শরীয়ত-সিন্দুক বহনকারী ইমামেরা বয়ে চলা জর্ডান নদীতে পা দেওয়া মাত্র এর প্রবাহ বাধা পেয়ে থেমে যাবে।

একরাশি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এখানে (১৬ আয়াত) এবং লোহিত সাগর পার হওয়ার কাব্যিক বর্ণনাটিতেও (হিজ ১৫:৮; জবুর ৭৮:১৩) ‘ঢিবি’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। হতে পারে আল্লাহ্ জব্বোক নদীর প্রবেশপথের কাছে আদম নামক স্থানে জর্ডানে বাঁধ দিতে ভূমিধসের মত কোনো বস্তুগত উপায় ব্যবহার করেছিলেন। (সাম্প্রতিক কালে ১৯২৭ সালে এই এলাকায় পানির এমন অবরুদ্ধ অবস্থার একটি ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছিল যা ২০ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলেছিল।) কিন্তু যদি তা হয়ও তবু এতে অলৌকিকতার উপাদান নষ্ট হয়ে যায় না (দেখুন হিজ ১৪:২১)।

৩:১৫ জর্ডানের পানি সমস্ত তীরের উপরে থাকে। বসন্তবৃষ্টি এবং হার্মন পাহাড়ের বরফ গলার প্রভাবে এই বন্যা হত।

ফসল কাটার। এপ্রিল এবং মে মাসে ফসল কাটা হত।

পানি স্পর্শ করলো। শরীয়ত-সিন্দুক বয়ে চলা ইমামেরা যে মুহূর্তে জর্ডান নদীতে পা রাখলেন সে মুহূর্তে প্রায় কুড়ি মাইল উজানে এর প্রবাহ বাধা পেয়ে থেমে গেল (১৬ আয়াত)। জলপ্রবাহের এই নিশ্চল অবস্থা ইসরাইলদের নদী পার হওয়া অবধি কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল।

৩:১৭ ইমামেরা জর্ডান নদীর মধ্যে শুকনো ভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকলো। ইমামেরা, যারা সিন্দুকটি বহন করছিলেন, শুকনো মাটিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। অর্থাৎ মাবুদ নিজে বিপদের স্থানে

ইউসা

ইউসা নামের অর্থ, ইয়াহ্‌ওয়েহ্ তাঁর সাহায্যকারী অথবা ইয়াহ্‌ওয়েহ্ নাজাতদাতা। নূনের পুত্র, আফরাহীম বংশীয়, হযরত মূসার উত্তরসূরি হিসেবে তিনি ছিলেন ইসরাইলের নেতা (শুমারী ১৩:১৬)। তিনি মিসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্ভবত তিনি কালুতের সমবয়সী ছিলেন। তিনি মিসর থেকে কেনানে যাত্রার পুরো সময় জুড়ে অংশগ্রহণ করেন এবং রফীদীমে আমালেকীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি ইসরাইল সেনাদলের সেনাপতি ছিলেন (হিজ ১৭:৮-১৬)। তিনি ছিলেন হযরত মূসার সহকারী; যখন হযরত মূসা তুর পাহাড়ে দু'টি প্রস্তর ফলক আনতে যান তখন তিনি তাঁর সহগামী হন (হিজ ৩২:১৭)। কেনান দেশের তথ্য সংগ্রহের জন্য হযরত মূসা যাদের পাঠান সেই ১২ জনের মধ্যে তিনিও ছিলেন (হিজ ১৩:১৬,১৭)। শুধুমাত্র ইউসা এবং কালুত উৎসাহব্যঞ্জক খবর আনেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশনায় হযরত মূসা তাঁর মৃত্যুর আগে হযরত ইউসাকে জনগণের সামনে নিয়ে যান এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে নিজের স্থলে সমস্ত ইসরাইল জাতির পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করেন (দ্বি.বি. ৩১:২৩)। যখন তিনি দলের দায়িত্ব নেন এবং জর্ডান নদী অতিক্রম করেন, তখন বনি-ইসরাইলরা শিটীমে অবস্থান করছিল, (ইউসা ১:১)। পরে তারা গিলগলে বসতি স্থাপন করে, সেখানে লোকদের খৎনা করানো হয় এবং মিসরীয়দের গোলামী থেকে মুক্তির জন্য উৎসবে মেতে ওঠে। আল্লাহ্‌র সেনাদলের সেনাপতি তাঁর সাথে দেখা করে তাঁকে উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলেন (ইউসা ১:১-৯)। এরপর শুরু হয় বিজয়ের যুদ্ধ, যা হযরত ইউসা অনেক বছর যাবত চালিয়ে যান। ৬টি জাতি এবং ৩১ জন বাদশাহ্ তাঁর কাছে পরাজিত হয় (ইউসা ১১:১৮-২৩; ১২:২৪)। কেনানীয়দের পরাজিত করে হযরত ইউসা তাদের দেশ ভাগ করে বনি-ইসরাইলদের মধ্যে বণ্টন করেন। আফরাহীম পর্বতে অবস্থিত তিম্নৎ-সেরহ তাঁর নিজের এবং তাঁর বংশের লোকদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। তাঁর কাজ সম্পন্ন হলে ১১০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। জর্ডান অতিক্রম করার ২৫ বছর পর তিনি তাঁর নিজের শহর তিম্নৎ-সেরহে কবর প্রাপ্ত হন (ইউসা ২৪:১)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- মূসার সাহায্যকারী ও উত্তরাধিকারী।
- তিনিই দুই যুবকের একজন যারা মিসর দেশে গোলামীর অভিজ্ঞতা ছিল এবং যারা প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করতে পেরেছেন।
- আল্লাহ্ যে দেশ দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই দেশে তিনিই বনি-ইসরাইলদের নিয়ে গিয়েছিলেন।
- মেধাবী সামরিক পরিকল্পনাবিদ ও সামরিক প্রধান।
- যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ তাঁর জীবনে এসেছিল সেই সময় আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনায় অত্যন্ত বিশ্বস্ত একজন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- কার্যকর নেতৃত্ব প্রায়ই ভাল প্রস্তুতি ও উৎসাহের ফলে পাওয়া যায়।
- যে লোককে আমরা আমাদের জীবনের আদর্শ বলে মনে করি তিনি আমাদের জীবনে অনেক প্রভাব বিস্তার করেন।
- যে লোক সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র কাছে নিবেদিত তিনিই আমাদের জীবনের মডেল হতে পারেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** মিসর, সম্পূর্ণ সিনাই মরুভূমি, কেনান দেশ (প্রতিজ্ঞাত দেশ)
- **কাজ:** হযরত মূসার সহকারী, একজন যোদ্ধা, একজন নেতা
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: নূন
- **সমসাময়িক:** মূসা, কালুত, মরিয়ম, হারুন

মূল আয়াত: "পরে মূসা মাবুদের হুকুম অনুযায়ী কাজ করলেন। তিনি ইউসাকে নিয়ে ইমাম ইলিয়াসরের ও সমস্ত মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করলেন; এবং তাঁর মাথায় হস্তার্পণ করে তাঁকে হুকুম দিলেন; যেমন মূসার মাধ্যমে মাবুদ বলেছিলেন" (শুমারী ২৭: ২২, ২৩)।

ইউসার কথা হিজ ১৭:৯-১৪; ২৪:১৩; ৩২:১৭; ৩৩:১১; শুমারী ১১:২৮; ১৩-১৪ অধ্যায়; ২৬:৬৫;২৭:১৮-২৩;৩২:১১, ১২, ২৮;৩৪:১৭; দ্বিতীয় বিবরণ, ইউসা ও বিচারকর্তৃকগণ ও ১ বাদশাহ্‌নমার বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

গেল।

গিল্‌গলে বারোটি স্মরণার্থক পাথর স্থাপন

৪ ১ এভাবে সমস্ত লোক সম্পূর্ণরূপে জর্ডান
নদী পার হবার পর মাবুদ ইউসাকে
বললেন, ২ তোমরা এক এক বংশের মধ্য থেকে
এক এক জন, এভাবে মোট বারো জন লোককে
গ্রহণ কর, ৩ আর তাদের এই হুকুম দাও, তোমরা
জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী ঐ স্থান থেকে, যে স্থানে
ইমামেরা দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকে বারোটি
পাথর গ্রহণ করে তোমাদের সঙ্গে পারে নিয়ে
যাও, আজ যে স্থানে রাত্রি যাপন করবে সেগুলো
সেই স্থানে রেখো। ৪ তাতে ইউসা বনি-
ইসরাইলদের প্রত্যেক বংশ থেকে এক এক জন
করে যে বারো জনকে বেছে নিয়েছিলেন তাদের
ডাকলেন; ৫ আর ইউসা তাদের বললেন, তোমরা
তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের সিন্দুকের সম্মুখে
জর্ডান নদীর মধ্যে গিয়ে বনি-ইসরাইলদের বংশ-
সংখ্যানুসারে প্রত্যেকজন এক একটি পাথর তুলে
কাঁধে নাও; ৬ যেন তা চিহ্নরূপে তোমাদের মধ্যে
থাকতে পারে; ভাবী কালে যখন তোমাদের
সন্তানেরা জিজ্ঞাসা করবে, এই পাথরগুলোর
তাৎপর্য কি? ৭ তখন তোমরা তাদের বলবে,
মাবুদের নিয়ম-সিন্দুকের সম্মুখে জর্ডানের পানি
পৃথক হয়েছিল, সিন্দুক যখন জর্ডান নদী পার
হয়, সেই সময়ে জর্ডান নদীর পানি পৃথক
হয়েছিল; তাই এই পাথরগুলো চিরকাল বনি-
ইসরাইলদের স্মরণার্থে থাকবে।
৮ আর বনি-ইসরাইলরা ইউসার হুকুম
অনুসারে কাজ করলো, মাবুদ ইউসাকে যেমন
বলেছিলেন, তেমনি বনি-ইসরাইলদের বংশ-সংখ্যা
অনুসারে জর্ডান নদীর মধ্য থেকে বারোটি পাথর
তুলে নিল; এবং তাদের সঙ্গে পরে রাত্রি যাপনের
স্থানে নিয়ে গিয়ে সেখানে রাখল। ৯ আর যে স্থানে
নিয়ম-সিন্দুক বহনকারী ইমামদের দাঁড়িয়ে ছিল
জর্ডান নদীর সেই স্থানেও ইউসা বারোখানি
পাথর স্থাপন করলেন; সেসব আজও সেই স্থানে
আছে।
১০ ইউসার প্রতি মূসার হুকুম অনুযায়ী যে সমস্ত
কথা লোকদের বলবার হুকুম মাবুদ ইউসাকে
দিয়েছিলেন, তা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সিন্দুক-
বাহক ইমামেরা জর্ডান নদীর মধ্যে দাঁড়িয়ে
থাকলো এবং লোকেরা তাড়াতাড়ি পার হয়ে
গেল। ১১ এভাবে সমস্ত লোক সম্পূর্ণরূপে পার
হবার পর মাবুদের সিন্দুক ও ইমামেরা লোকদের
সাক্ষাতে পার হয়ে গেল। ১২ আর রূবেণ-বংশের
লোকেরা, গাদ-বংশের লোকেরা ও মানশার
অর্ধেক বংশ তাদের প্রতি মূসার কথা অনুসারে
অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বনি-ইসরাইলদের সম্মুখে
পার হয়ে গেল; ১৩ যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত
অনুমান চল্লিশ হাজার লোক যুদ্ধের জন্য মাবুদের
সম্মুখে পার হয়ে জেরিকোর সমভূমিতে গেল।
১৪ সেই দিনে মাবুদ সমস্ত ইসরাইলের সাক্ষাতে
ইউসাকে মহিমান্বিত করলেন; তাতে লোকেরা
যেমন মূসাকে ভয় করতো, তেমনি ইউসার
জীবনকালে তাঁকেও ভয় করতে লাগল।
১৫ মাবুদ ইউসাকে বলেছিলেন, ১৬ তুমি শরীয়ত-
সিন্দুক বহনকারী ইমামদের জর্ডান নদী থেকে
উঠে আসতে হুকুম কর। ১৭ তাতে ইউসা
ইমামদের এই হুকুম করলেন, তোমরা জর্ডান
নদী থেকে উঠে এসো। ১৮ পরে জর্ডান নদীর
মধ্য থেকে মাবুদের নিয়ম-সিন্দুক বহনকারী
ইমামদের উঠে আসার সময়ে যখন ইমামদের পা
শুকনো ভূমি স্পর্শ করলো, তখনই জর্ডান নদীর
পানি স্বস্থানে ফিরে এসে আগের মত সমস্ত
তীরের উপরে উঠলো।
১৯ এভাবে লোকেরা প্রথম মাসের দশম দিনে
জর্ডান থেকে উঠে এসে জেরিকোর পূর্ব-সীমায়,
গিল্‌গলে শিবির স্থাপন করলো। ২০ আর তারা
যে বারোখানি পাথর জর্ডান নদী থেকে এনেছিল

[৪:১] দ্বি:বি ২৭:২।
[৪:৬] হিজ ১০:২।
[৪:৭] হিজ ২৮:১২।
[৪:৮] হিজ ২৮:২১।
[৪:৯] পয়দা ২৮:১৮; ইউসা ২৪:২৬; ১শামু ৭:১২।
[৪:১২] পয়দা ২৯:৩২।
[৪:১৩] হিজ ১৩:১৮।
[৪:১৬] হিজ ২৫:২২।
[৪:১৮] হিজ ১৪:২৭।
[৪:১৯] দ্বি:বি ১১:৩০।

রইলেন– বিচারের জলরাশির হুমকির মুখে– যতক্ষণ না সব ইসরাইলীয় জর্ডান নদী পার হল।

৪:৬ যেন তা চিহ্নরূপে। এই পাথরগুলো কী বোঝায়? সাধারণত কোনো বিশেষ স্থানে যা ঘটেছিল তা ভবিষ্যত প্রজন্মকে মনে করিয়ে দিতে পাথর দিয়ে এমন স্মারক নির্মাণ করা হত (২৪:২৬; ১ শামু ৭:১২)।

৪:৯ ইউসা বারোখানি পাথর স্থাপন করলেন। ইউসা বারোটি পাথর স্থাপন করলেন। স্মৃতিস্তম্ভের জন্য প্রতিটি গোষ্ঠী নদীর তলদেশ থেকে একটি করে পাথর গিল্‌গলে নতুন শিবিরে নিয়ে এসেছিল, আর ইউসা সেখানেই স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণ করলেন (দেখুন ২০ আয়াত)। অপর এক অনুবাদ থেকে ধারণা করা যায়, ইউসা নদীর মাঝখানে আরেকটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। ইসরাইলদের কেনান-জয়ের স্মারক হিসেবে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলো স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল, যার মধ্যে গিল্‌গলেরটি ছিল প্রথম; দেখুন ৬:২৬; ৭:২৬; ৮:২৯, ৩০-৩১; ১০:২৭; ২২:২৬-২৮; ২৪:২৬-২৭ আয়াত।

৪:১৩ অনুমান চল্লিশ হাজার লোক। দৃশ্যত এই সংখ্যাটি শুমারী ২৬ অধ্যায়ে উল্লিখিত রুবেন গোষ্ঠী, গাদ গোষ্ঠী এবং মানশা গোষ্ঠীর অর্ধেক লোকের সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। গিলিয়দে যারা ছিল তাদের সেখানে অরক্ষিত অবস্থায় ছেড়ে আসাটা বুদ্ধিমানের কাজ হত না ফলে প্রত্যাশিতভাবেই ইসরাইলীয় সেনাদলগুলো ছিল প্রতিনিধিত্বমূলক (২২:৮, 'তোমাদের স্বজাতি ইসরাইলীয়রা', শুমারী ৩২:১৭)।

৪:১৪ দেখুন ৩:৭ এবং নোট।

৪:১৯ প্রথম মাসের দশম দিনে। এই দিনটি ঈদুল ফেসাখের দিন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল (হিজ ১২:৩)।

গিল্‌গল। জেরিকোর উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত খিরবেত এল-মাফযারের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে গিল্‌গলকে শনাক্ত করা হয় (মানচিত্র দেখুন)।

BACIB International Bible CHURCH

সেগুলো ইউসা গিল্‌গলে স্থাপন করলেন। ২১ আর
তিনি বনি-ইসরাইলদের বললেন, ভবিষ্যতে যখন
তোমাদের সন্তানেরা তাদের পিতাদেরকে
জিজ্ঞাসা করবে, এই পাথরগুলোর তাৎপর্য কি?
২২ তখন তোমরা তোমাদের সন্তানদের জানাবে,
বলবে, ইসরাইল শুকনো ভূমি দিয়ে এই জর্ডান
নদী পার হয়ে এসেছিল। ২৩ কারণ তোমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদ লোহিত সাগরের প্রতি যেমন
করেছিলেন, আমাদের পার না হওয়া পর্যন্ত যেমন
তা শুকনো অবস্থায় রেখে ছিলেন, তেমনি
তোমাদের পার না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের আল্লাহ্‌
মাবুদ তোমাদের সম্মুখে জর্ডানের পানি শুকিয়ে
ফেললেন; ২৪ যেন দুনিয়ার সমস্ত জাতি জানতে
পায় যে, মাবুদের হাত শক্তিশালী এবং তারা যেন
সব সময় তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদকে ভয় করে।

ইসরাইলদের নতুন বংশধরদের খৎনা করানো

৫ ১ আর যখন জর্ডান নদীর পশ্চিম পারস্থ
আমোরীয়দের সকল বাদশাহ্‌ ও সমুদ্রের
নিকটস্থ কেনানীয়দের সকল বাদশাহ্‌ শুনতে
পেলেন যে, আমরা যতক্ষণ পার না হলাম,
ততক্ষণ মাবুদ বনি-ইসরাইলদের সম্মুখে জর্ডানের
পানি শুকিয়ে ফেললেন, তখন তাঁদের অন্তর গলে
গেল ও বনি-ইসরাইলদের কারণে তাঁদের আর
সাহস রইলো না।

[৪:২২] হিজ ১৪:২২।
[৪:২৩] হিজ ১৪:১৯-২২।
[৪:২৪] ১বাদশা ৮:৬০; ১৮:৩৬; ২বাদশা ৫:১৫; জবুর ৬৭:২; ৮৩:১৮; ১০৬:৮; ইশা ৩৭:২০; ৫২:১০।
[৫:১] শুমারী ১৩:২৯।
[৫:২] পয়দা ১৭:১০, ১২, ১৪।
[৫:৪] দ্বিঃবি ২:১৪।
[৫:৬] শুমারী ৩২:১৩; ইউসা ১৪:১০; জবুর ১০৭:৪।

২ সেই সময়ে মাবুদ ইউসাকে বললেন, তুমি
চকমকি পাথরের কতগুলো ছুরি প্রস্তুত করে
দ্বিতীয়বার বনি-ইসরাইলদের খৎনা করাও।
৩ তাতে ইউসা চকমকি পাথরের ছুরি প্রস্তুত করে
গিবিয়োৎ হারালোতে (খৎনা-পর্বতে) বনি-
ইসরাইলদের খৎনা করালেন। ৪ ইউসা যে খৎনা
করালেন, তার কারণ হচ্ছে: মিসর থেকে যে
সমস্ত পুরুষ লোক, যত যোদ্ধা বের হয়ে
এসেছিল, তারা মিসর থেকে বের হবার পর
পথের মধ্যে মরু-ভূমিতে মারা গিয়েছিল। ৫ যারা
বের হয়ে এসেছিল, তাদের সকলেরই খৎনা
করানো হয়েছিল বটে, কিন্তু মিসর থেকে বের
হবার পর যেসব সন্তান পথের মধ্যে মরুভূমিতে
জন্মেছিল তাদের খৎনা করানো হয় নি। ৬ ফলত
যে সমস্ত লোক, যে যোদ্ধারা মিসর থেকে বের
হয়ে এসেছিল, তারা মাবুদের কথামত চলতো
না, সেজন্য তাদের সংহার না হওয়া পর্যন্ত বনি-
ইসরাইল চল্লিশ বছর মরুভূমিতে ভ্রমণ করেছিল;
কেননা আমাদের দুগ্ধ-মধু-প্রবাহী যে দেশ দেবার
বিষয়ে মাবুদ তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে শপথ
করেছিলেন, মাবুদ তাদের সেই দেশ দেখতে
দেবেন না, এমন শপথ ওদের কাছে
করেছিলেন। ৭ তাদের স্থানে তাদের যে
সন্তানদের তিনি উৎপন্ন করলেন, ইউসা তাদেরই
খৎনা করালেন; কেননা তারা খৎনা-না-করানো

৪:২২ ইসরাইল শুকনো ভূমি দিয়ে এই জর্ডান নদী পার হয়ে এসেছিল। ইউসা আগেই ইসরাইলদের জানিয়ে রেখেছিলেন যে জর্ডান নদীর জলরাশি আলাদা হবে যাতে মাবুদের শরীয়ত সিন্দুক জর্ডান নদী পার হতে পারে (৬-৭ আয়াত)। সেটাই ছিল স্মর্তব্য মূল বিষয়: আল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্ট কেনান দেশের দখল নিতে জর্ডান নদী পার হলেন যেখানে তিনি তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন– এবং তিনি তাঁর সঙ্গে তাঁর লোকদের (সেনাবাহিনী) নিয়ে এসেছিলেন।

৪:২৩ জর্ডানের পানি শুকিয়ে ফেললেন। জর্ডানের অলৌকিক ঘটনাটির বর্ণনায় কয়েকটি অভিব্যক্তি ইতোমধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন:- 'জলরাশি আলাদা হল', 'নদীর পানি একটি ঢিবির মত দাঁড়িয়ে রইল', 'জলপ্রবাহ থেমে গেল' প্রভৃতি (৩:১৬)। তথাপি এখানে আরেকটি অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হল, 'আল্লাহ্‌ জর্ডানকে শুকিয়ে ফেললেন'।

৪:১৪ যেন দুনিয়ার সমস্ত জাতি জানতে পায়। ইসরাইলদের কাছে মাবুদের ক্ষমতা প্রকাশের ঘটনাটি ঘটেছিল প্রকাশ্যে যাতে সব কেনানীয় তা জানতে পারে (দেখুন ৫:১ আয়াত), ঠিক যেভাবে তারা 'লোহিত সাগর' পেরোনো এবং ইসরাইলদের হাতে সীহান ও উজের পরাজয়ের কথা শুনেছিল (২:১০ আয়াত)।

আল্লাহ্‌ মাবুদকে ভয় করে। তাঁর অনুশাসন মেনে মাবুদের সেবা ও এবাদত করো।

৫:১ আমোরীয়দের ... কেনানীয়দের। এই নাম দুটো কখনও কখনও বিনিময়যোগ্য (দেখুন ১০:৫ এবং নোট), এসব সাধারণ নামের মধ্যে দেশটির বহু ক্ষুদ্রতর জাতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'আমোরীয়' বলতে বোঝাত পশ্চিমাদের, এবং কেনানীয় বলা হত তাদের যারা আরও পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের তীর-সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করতো। হতে পারে এই আয়াতে নদী পার হবার বর্ণনার সমাপ্তি টানা হয়েছে কারণ এতে কেনানের লোকদের উপর সেই ঘটনার প্রভাব বর্ণনা করা হয়েছে (দেখুন ৩:১০ আয়াতের নোট)।

৫:২-১০ খৎনা করাও... ঈদুল ফেসাখ পালন করলো। গিল্‌গলে অনুগ্রহ-চুক্তির দুই প্রধান অনুষ্ঠান খৎনাকরণ এবং ঈদুল ফেসাখ পালনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হল। প্রতিজ্ঞাত দেশ জয়ের জন্য দুটোই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তুতি। শুধু একটি জাতি যারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে নিজেদের পবিত্র করেছিল (খৎনাকরণ; পয়দা ১৭:১০ আয়াতের নোট দেখুন) এবং যারা মনে রেখেছিল যে, আল্লাহ্‌ তাঁর লোক হিসেবে তাদের মিসরীয় গোলামী থেকে উদ্ধার করেছেন (ঈদুল ফেসাখ; হিজ ১২:১১, ১৭) সেই ইসরাইলই কেনান দেশ দখলের প্রত্যাশা করতে পারত।

৫:২ চকমকি পাথরের কতগুলো ছুরি। ধাতব ছুরি সুপ্রাপ্য ছিল, তবে কাটা-ছেঁড়ার জন্য চকমকি পাথরের ছুরি আরও বেশি উপযোগী ছিল, যেটা বর্তমানে প্রমাণিত।

দ্বিতীয়বার। ৪-৮ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

খৎনা। খৎনা প্রত্যেক পুরুষকে ইব্রাহিমের একজন সন্তান হিসেবে চিহ্নিত করে (পয়দা ১৭:১০-১১), মাবুদের সেবায় বাধ্য করে, আর ঈদুল ফেসাখের আগে তা করতেই হত (হিজ ১২:৪৮)।

৫:৬ চল্লিশ বছর। ইসরাইলদের মিসর ত্যাগ এবং জর্ডান নদী পার হবার মাঝে চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল। শুধু কাদেশ বর্ণেয় ছেড়ে সেরদ উপত্যকা পার হয়ে আসতে তাদের ৩৮

BACIB International Bible CHURCH

অবস্থায় ছিল; কারণ পথের মধ্যে তাদের খৎনা
করানো হয় নি।
৮ লোকদের খৎনা করার কাজ সমাপ্ত হবার পর
যতক্ষণ মরুভূমিতে তারা সুস্থ না হল, ততক্ষণ
শিবিরের মধ্যে নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করলো।
৯ পরে মাবুদ ইউসাকে বললেন, আজ আমি
তোমাদের কাছ থেকে মিসরের দুর্নাম গড়িয়ে দূর
করে দিলাম। আর আজ পর্যন্ত সেই স্থানের নাম
গিল্‌গল [গড়ানো] বলে আখ্যাত হয়েছে।

গিল্‌গলে ঈদুল ফেসাখ পালন

১০ বনি-ইসরাইল গিল্‌গলে শিবির স্থাপন
করলো; আর সেই মাসের চতুর্দশ দিনের
সন্ধ্যাবেলা জেরিকোর সমভূমিতে ঈদুল ফেসাখ
পালন করলো। ১১ সেই ঈদুল ফেসাখের পরের
দিন তারা দেশে উৎপন্ন শস্য ভোজন করতে
লাগল, সেই দিনে খামিহীন রুটি ও ভাজা শস্য
ভোজন করলো। ১২ আর সেই দিন তাদের দেশে
উৎপন্ন শস্য ভোজনের পর থেকে মান্না নিবৃত্ত
হল; সেই সময় থেকে বনি-ইসরাইল আর মান্না
পেল না, কিন্তু সেই বছরে তারা কেনান দেশের
ফল ভোজন করলো।

হযরত ইউসার দর্শন

১৩ জেরিকোর কাছাকাছি অবস্থান করার সময়
ইউসা চোখ তুলে চাইলেন, আর দেখ, এক জন
পুরুষ তার সম্মুখে দণ্ডায়মান, তাঁর হাতে
একখানা কোষমুক্ত তলোয়ার; ইউসা তাঁর কাছে
গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমাদের পক্ষের
না আমাদের দুশমনদের পক্ষের লোক? ১৪ তিনি
বললেন, আমি কারও পক্ষের লোক নই। কিন্তু
আমি মাবুদের সৈন্য দলের সেনাপতি, এখনই
এলাম। তখন ইউসা ভূমিতে উবুড় হয়ে পড়ে
সম্মান জানিয়ে বললেন, হে আমার প্রভু,
আপনার এই গোলামকে কি হুকুম করেন?
১৫ মাবুদের সৈন্যদলের নেতা ইউসাকে বললেন,
তোমার পা থেকে জুতা খুলে ফেল, কেননা যে
স্থানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, ঐ স্থান পবিত্র। তখন
ইউসা তা-ই করলেন।

জেরিকো শহরের পতন ও ধ্বংস

৬ ১ সেই সময়ে বনি-ইসরাইলদের কারণে
জেরিকো নগর শক্তভাবে রুদ্ধ ছিল, কেউ

[৫:৮] পয়দা ৩৪:২৫।
[৫:৯] দ্বি:বি ১১:৩০।
[৫:১০] হিজ ১২:৬।
[৫:১১] শুমারী ১৫:১৯।
[৫:১২] হিজ ১৬:৩৫।
[৫:১৩] শুমারী ২২:২৩।
[৫:১৪] পয়দা ১৭:৩।
[৫:১৫] পয়দা ২৮:১৭; হিজ ৩:৫; প্রেরিত ৭:৩৩।

বছর সময় লেগেছিল (শুমারী ১৪:২০-২২; দ্বি. বি. ২:১৪)।
দুগ্ধ-মধু-প্রবাহী। হিজ ৩:৮ এবং দ্বি. বি. ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন।
৫:৯ মিসরের দুর্নাম। যদিও এখানে হয়তো মিসরীয়দের হাতে ইসরাইলদের বন্দীত্ববরণের বিষয়টিই টানা হয়েছে, তবুও এটাও অনেক বেশি সম্ভব যে, মিসরীয়রা ইসরাইলদের এবং তাদের আল্লাহ্‌র দুর্নাম করে যা বলেছিল তা লেখকের মাথায় ছিল; মিসরীয়রা বলেছিল যে, তারা ঊষর ও নির্জন প্রান্তরে ধ্বংস হবে (দেখুন হিজ ৩২:১২; শুমারী ১৪:১৩; দ্বি. বি. ৯:২৮)। এখন, ইসরাইলদের মরুযাত্রা শেষ হওয়ায় এবং খৎনার মধ্য দিয়ে তাঁর উদ্দেশে পবিত্র হওয়া আল্লাহ্‌র বিশেষ জাতি হিসেবে ইসরাইলের প্রতিজ্ঞাত দেশে নিরাপদে পা রাখায় 'মিসরের দুর্নাম' গড়িয়ে দূর হল।
৫:১০ ঈদুল ফেসাখ পালন। বছরের প্রথম মাস 'আবিব'-এ উদ্ধার-ঈদ পালিত হত (হিজ ১২:২)। মাসের চতুর্দশ দিনে গোধূলিবেলায় ঈদুল ফেসাখের ভেড়ার বাচ্চা জবেহ করা হত, তারপর তা আগুনে ঝলসে সেই রাতে খাওয়া হত (হিজ ১২:৫-৮)। ইসরাইলীয়রা মিসর থেকে বের হয়ে আসার এক বছর পর সিনাইয়ে সেই যে ঈদুল ফেসাখ পালন করেছিল তারপর আর করেনি (শুমারী ৯:১-৫)। পরবর্তী মৌসুমের আগে তারা কনানের সীমান্তে বিদ্রোহ করেছিল এবং হিজরতের প্রজন্ম মরুভূমিতে মৃত্যুর সাজা পেয়েছিল (শুমারী ১৪:২১-২৩, ২৯-৩৫)। সেই প্রজন্মের কাছে ঈদুল ফেসাখ (মিসরের উপর আল্লাহ্‌র আনা বিচার থেকে পাওয়া উদ্ধার; দেখুন হিজ ১২:১২-১৩; ২৩) উদ্‌যাপনের অল্পই গুরুত্ব ছিল।
৫:১১ খামিহীন রুটি। খামি ছাড়া সেঁকা রুটি। উৎসবের সাত দিন তাদের এই রুটি খেতে হত (হিজ ১২:১৫; লেবীয় ২৩:৬)।
৫:১২ মান্না নিবৃত্ত হল। মান্না খাওয়া থেকে ভূমিতে উৎপন্ন শস্য খাওয়ার এই বিবর্তনে আল্লাহ্‌র বিশেষ যোগানের প্রতি ইসরাইলদের চল্লিশ বছরের নির্ভরতা শেষ হল। মান্না ছিল মরুযাত্রার জন্য আল্লাহ্‌র উপহার; এখন থেকে তিনি তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশের মাটি থেকে খাদ্য যোগাবেন।
৫:১৩ ইউসা চোখ তুলে চাইলেন। ইউসা ছিলেন জেরিকোর কাছে। আল্লাহ্‌র সেনাদলের নেতা সবচেয়ে কাছের কেনানীয় দুর্গের খবরাখবর আনতে গিয়েছেন, কিন্তু আরেক যোদ্ধা ইতোমধ্যে দৃশ্যপটে আবির্ভূত।
এক জন পুরুষ তার সম্মুখে দণ্ডায়মান। মানবরূপী আল্লাহ্ বা মসীহের সঙ্গে সাক্ষাতের এমন অভিজ্ঞতা অনেকে বর্ণনা করেছেন বটে, কিন্তু এই রূপে ফেরেশতাদেরও কাজের ভার দিয়ে পাঠানো হয়েছিল (কাজী ৬:১১; ১৩:৩), যাদের কেউ কেউ বেহেশতী সেনাদলের ক্যাপ্টেন বলেও চিহ্নিত হয়েছিলেন (দানি ১০:৫, ২০; ১২:১)।
৫:১৪ সেনাপতি। একটি বেহেশতী চেহারার হঠাৎ আবির্ভাবের ঘটনা দিয়ে জেরিকো-জয়ের বর্ণনা শুরু, যিনি নিজেকে বললেন 'মাবুদের সেনাদলের সেনাপতি' (৫:১৩-৬:২৭; ৫:১৪)।
আমি কারও পক্ষের লোক নই। ইউসা এবং ইসরাইলদের জানা উচিত তাদের স্থান কোথায়। আল্লাহ্ তাদের পক্ষে আছেন কী না– এমন হাস্যকর প্রশ্ন তাদের কাছে প্রত্যাশিত নয়। এর কারণ তাদের আল্লাহ্‌র যুদ্ধগুলো লড়তে হবে।
মাবুদের সেনাদলের সেনাপতি। আল্লাহ্ পার্থিব যুদ্ধের ভার গ্রহণের জন্য তাঁর বেহেশতী সেনাদলের সেনাপতিকে পাঠিয়েছেন। ইউসাকে তার কাছ থেকে নির্দেশ পেতে হবে (৬:২-৫), এবং তিনি এও জানুন যে, এই যুদ্ধে বেহেশতী সেনাদলকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে– যা পরবর্তী ঘটনাবলি নিশ্চিত করে।
৫:১৫ তোমার পা থেকে জুতা খুলে ফেল। কেনানের জন্য মাবুদের যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ইউসা কমিশনপ্রাপ্ত হলেন, ঠিক যেভাবে মূসা ফেরাউনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য কমিশনপ্রাপ্ত হয়েছিলেন (হিজ ৩:৫)।
সেই স্থান... পবিত্র। দেখুন হিজ ৩:৫ এবং নোট।
৬:১ জেরিকো নগর। আধুনিক নাম 'আস-সুলতান' (Es-Sultan)। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত তথ্য থেকে অনুমান করা

ভিতরে আসত না, কেউ বাইরে যেত না। ২ আর
মাবুদ ইউসাকে বললেন, দেখ, আমি জেরিকো,
এর বাদশাহ্‌ ও বলবান বীর সকলকে তোমার
হাতে তুলে দিলাম। ৩ তোমরা সমস্ত যোদ্ধারা
মিলে এই নগর বেষ্টন করে এক এক বার
প্রদক্ষিণ করবে; এরকম ছয় দিন করবে। ৪ আর
সাত জন ইমাম সিন্দুকের অগ্রভাগে মহাশব্দকারী
সাত তূরী বহন করবে; পরে সপ্তম দিনে তোমরা
সাতবার নগর প্রদক্ষিণ করবে ও ইমামেরা তূরী
বাজাবে। ৫ আর তারা উচ্চৈঃস্বরে মহাশব্দকারী
শিঙ্গা বাজালে তোমরা যখন সেই তূরীধ্বনি
শুনবে, তখন সমস্ত লোক অতি উচ্চৈঃস্বরে
সিংহনাদ করে উঠবে। তাতে নগরের প্রাচীর
স্বস্থানে পড়ে যাবে এবং লোকেরা প্রত্যেকজন
সামনের পথ দিয়ে উঠে যাবে।
৬ পরে নূনের পুত্র ইউসা ইমামদের ডেকে
বললেন, তোমরা শরীয়ত-সিন্দুক তোল এবং
সাত জন ইমাম মাবুদের সিন্দুকের অগ্রভাগে
মহাশব্দকারী সাত তূরী বহন করুক। ৭ আর
তিনি লোকদের বললেন, তোমরা অগ্রসর হয়ে
নগর বেষ্টন কর এবং সৈন্যরা সসজ্জে সজ্জিত
হয়ে মাবুদের সিন্দুকের অগ্রভাগে গমন করুক।
৮ তখন লোকদের কাছে ইউসার কথা বলা শেষ
হলে পর সেই সাত জন ইমাম মাবুদের অগ্রভাগে
মহাশব্দকারী সাত তূরী বহন করে তূরী বাজাতে
বাজাতে চলতে লাগল ও মাবুদের শরীয়ত-
সিন্দুক তাদের পিছনে পিছনে চললো। ৯ আর
সসজ্জ সৈন্যরা তূরীবাদক ইমামদের আগে আগে
চললো এবং পিছনের দিকের সৈন্য সিন্দুকের
পিছনে পিছনে গমন করলো, আর ইমামেরা
তূরীধ্বনি করতে করতে চললো। ১০ আর ইউসা
লোকদের বললেন, তোমরা সিংহনাদ করো না,
নিজ নিজ ধ্বনি শুনো না, তোমাদের মুখ থেকে
কোন কথা বের না হোক। পরে আমি যেদিন
সিংহনাদ করতে তোমাদের হুকুম করবো সেদিন
তোমরা তা করবে। ১১ এভাবে তিনি নগরের
চারদিকে একবার মাবুদের সিন্দুক প্রদক্ষিণ
করালেন; আর তারা শিবিরে এসে সেখানে রাত্রি

[৬:২] দ্বিঃবি ৭:২৪; ইউসা ৮:১।
[৬:৪] হিজ ১৯:১৩।
[৬:৫] ১শামু ৪:৫; ২শামু ৬:১৫; উজা ৩:১১; ১০:১২; জবুর ৪২:৪; ৯৫:১; ইশা ৮:৯; ৪২:১৩।
[৬:৭] শুমারী ১০:৩৫; ১শামু ৪:৩; ৭:১।
[৬:৯] শুমারী ২:৩১; ইশা ৫২:১২।
[৬:১০] ১শামু ৪:৫; উজা ৩:১১।

হয়, কেনান দেশে জেরিকোতেই প্রথম গ্রাম-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। (প্রাচীন যাযাবর জনগোষ্ঠী যারা শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতো তারা এই অঞ্চলে হাজার হাজার বছর বাস করেছে।) এখানে প্রথম মানববসতিটি গড়ে উঠেছিল খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৭০০০ বছর আগে। সেই থেকে ইউসার কাল পর্যন্ত ৫০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এখানে একের পর এক দুই ডজনেরও বেশি নগর নির্মিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। যার মধ্যে অনেক নগরের দ্বি-স্তর বিশিষ্ট মজবুত দেয়াল ছিল। ‘জেরিকো’ শব্দটির সম্ভাব্য অর্থ ‘চাঁদ নগর’, যা থেকে ধারণা করা হয় চাঁদ দেবতার উপাসনার জন্য জেরিকোতে একটি ঘাঁটি ছিল (দেখুন পয়দা ১১:৩১ এবং নোট)। তাই যদি হয়, তবে বলা চলে যে, আল্লাহ্‌ শুধু কেনানীয় নগরগুলোই নয়, বরং কেনানীয় ধর্মও ধ্বংস করছিলেন।

৬:২ মাবুদ। নিঃসন্দেহে, ‘তাঁর সেনাদলের সেনাপতি’-এর মধ্য দিয়ে ইউসা মাবুদের নির্দেশ পেলেন (৫:১৪ আয়াত), যিনি প্রথমবারের মত কেনানের কোনো নগর জয় করার আদেশ দিলেন।

৬:৩ প্রদক্ষিণ করবে। এটি নগর ঘেরাওয়ের একটি প্রচলিত রীতি, যা ছয় দিন ধরে পুনঃ পুনঃ করতে হবে।

৬:৪ সিন্দুকের অগ্রভাগে। শরীয়ত-সিন্দুক নিয়ে নগর প্রদক্ষিণ করার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছিল যে, মাবুদ নগরটি অবরোধ করছেন।

সপ্তম দিনে। সাত দিনের এই অবরোধ চলাকালে সাব্বাথ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু হতে পারে এই দিনেই মাবুদ প্রতিজ্ঞাত বিশ্রাম-স্থানের প্রথম কিস্তি হিসেবে ইসরাইলদের নগরটি দিয়েছিলেন। পৃথিবীর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত দেশগুলোর প্রাচীন সাহিত্যে ‘দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সপ্তম দিনে লক্ষ্যে পৌঁছানো’ একটি মোটিফ বা সাহিত্যিক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যে কোনো ঘটনায়, সাতের ক্রমিক ও লক্ষণীয় উপস্থিতি (শিঙাসহ সাত জন ইমাম, সাত দিন, সপ্তম দিনে সমাপ্ত সাত দিনের নগর প্রদক্ষিণ) ঘটনাটির পবিত্র গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলে এবং এর মাধ্যমে হয়তো ‘সাত দিনে পৃথিবীর সৃষ্টি’-এর ইতিহাস কথা কয়ে ওঠে যা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র নতুন বিধানের সূচনার কথা ঘোষণা করে।

ইমামেরা তূরী বাজাবে। ধর্মীয় ও সামরিক উভয় ক্ষেত্রে এই যন্ত্রের প্রয়োগ সাঙ্গীতিক নয়, বরং সাংকেতিক। যার নমুনা এখানে দৃশ্যমান। মাবুদের উপস্থিতি ঘোষণা করতে (দেখুন ২ শামু ৬:১৫; ১ খান্দা ১৫:২৮; জাকা ৯:১৪) সপ্তম দিনে এই তূরী বেজে উঠবে (৮ আয়াত)।

৬:৫ উচ্চৈঃস্বরে মহাশব্দকারী শিঙ্গা বাজালে... সিংহনাদ করে উঠবে। আক্রমণ শুরুর সংকেত। এটা এক ধরনের মনোস্তাত্ত্বিক লড়াই যার উদ্দেশ্য আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি ছড়ানো (দেখুন কাজী ৭)। ‘অন্ধকারের পুত্রদের বিরুদ্ধে আলোর পুত্রদের যুদ্ধ’-এর ডেড সি স্ক্রোলে শত্রুর বুক কাঁপিয়ে দিতে লেবীয়দের সমতানে মহারণতূর্যে ফুঁ দিতে বলা হয় (ডেড সি স্ক্রোলে উক্ত রচনাটি দেখুন)।

প্রত্যেকজন সামনের পথ দিয়ে উঠে যাবে। তারা নগরের ভেতর বিক্ষিপ্তভাবে ঢুকবে না। নগরের দেয়ালগুলো ধ্বসে পড়ায় এতে সব দিক দিয়ে ঢোকা যাবে।

৬:৭ সৈন্যরা সসজ্জে সজ্জিত হয়ে। এর স্থানে ব্যবহৃত হিব্রু শব্দের সঙ্গে ৩ আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু দুটো শব্দ সমার্থকও হতে পারে। প্রত্যাশা অনুযায়ী এই অভিযানে শরীয়ত-সিন্দুকের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা। যদি তা-ই হয় অর্থাৎ সশস্ত্র রক্ষীরা শরীয়ত-সিন্দুকের অগ্রভাগে থাকেনও, তবে তারা হয়তো রয়্যাল গার্ডের মত কোনো দলের সদস্য ছিলেন (৯ আয়াত ও তার নোট দেখুন)।

৬:৭ মাবুদের সিন্দুকের অগ্রভাগে। এই অংশে মাবুদের শরীয়ত -সিন্দুকই বেশি মনোযোগ পেয়েছে (জর্ডান নদী পেরোনোর বিবরণের মত), যা মূল বিষয়টির উপর আলোকপাত করে যে মাবুদ নিজে নগরটি অবরোধ করেছেন।

৬:৯ পিছনে পিছনে গমন করলো। পেছনের রক্ষীদলটি সেনাবাহিনীর সর্বশেষ অংশগুলো থেকে গঠিত হলে (দেখুন শুমারী ১০:২৫) ৭ ও ৯ আয়াতে বর্ণিত সশস্ত্র রক্ষীদের দলটি গঠিত হয়েছিল সেনাদলগুলোর মূল অংশ থেকে।

যাপন করলো।
১২ আর ইউসা প্রত্যুষে উঠলেন এবং ইমামেরা
মাবুদের সিন্দুক তুলে নিল। ১৩ আর সেই সাত
জন ইমাম মাবুদের সিন্দুকের আগে আগে
মহাশব্দকারী সাতটি তূরী বহন করতে করতে,
বিরামহীনভাবে চলতে লাগল ও তূরী বাজাতে
লাগল। আর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যরা তাদের
আগে আগে চললো এবং পিছন দিকের সৈন্যরা
মাবুদের সিন্দুকের পিছনে পিছনে চলতে লাগল,
ইমামেরা তূরীধ্বনি করতে করতে চললো।
১৪ আর তারা দ্বিতীয় দিনে এক বার নগর
প্রদক্ষিণ করে শিবিরে ফিরে এল; তারা ছয় দিন
এরকম করলো।
১৫ পরে সপ্তম দিনে তারা প্রত্যুষে অরুণোদয়
কালে উঠে সাতবার সেইভাবে নগর প্রদক্ষিণ
করলো; কেবল সেই দিনে সাতবার নগর প্রদক্ষিণ
করলো। ১৬ পরে ইমামেরা সপ্তমবার তূরী
বাজালে ইউসা লোকদের বললেন, তোমরা
সিংহনাদ কর, কেননা মাবুদ তোমাদের এই নগর
দিয়েছেন। ১৭ আর নগর ও সেই স্থানের সমস্ত
বস্তু মাবুদের উদ্দেশে বর্জিত হবে; কেবল পতিতা
রাহব ও তার সঙ্গে যারা বাড়িতে আছে, সমস্ত
লোক বাঁচবে, কেননা সে আমাদের প্রেরিত
দূতদেরকে লুকিয়ে রেখেছিল। ১৮ আর তোমরা
সেই বর্জিত দ্রব্য থেকে নিজেদের সাবধানে রক্ষা
করো, নতুবা বর্জন করার পর বর্জিত দ্রব্য কিছু
নিলে তোমরা ইসরাইলের শিবির বর্জিত করে
ব্যাকুল করবে। ১৯ কিন্তু সমস্ত রূপা ও সোনা
এবং ব্রোঞ্জের ও লোহার সমস্ত পাত্র মাবুদের
উদ্দেশে পবিত্র; সেসব মাবুদের ভাণ্ডারে যাবে।
২০ পরে ইমামেরা তূরী বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে
লোকেরা সিংহনাদ করলো। আর লোকেরা
তূরীধ্বনি শুনে যখন অতি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ
করে উঠলো তখন প্রাচীর স্বস্থানে পড়ে গেল;

[৬:১৫] ১বাদশা ১৮:৪৪; ২বাদশা ৪:৩৫; ৫:১৪।
[৬:১৭] লেবীয় ২৭:২৮; দ্বি:বি ২০:১৭; ইশা ১৩:৫; ২৪:১; ৩৪:২, ৫; মালা ৪:৬।
[৬:১৮] ১খান্দান ২:৭।
[৬:১৯] শুমারী ৩১:২২।
[৬:২০] লেবীয় ২৫:৯; কাজী ৬:৩৪; ৭:২২; ১বাদশা ১:৪১; ইশা ১৮:৩; ২৭:১৩; ইয়ার ৪:২১; ৪২:১৪; আমোস ২:২।
[৬:২১] দ্বি:বি ২০:১৬।
[৬:২২] পয়দা ৪২:৯; ইউসা ২:৪।
[৬:২২] ইউসা ২:১৪; ইব ১১:৩১।
[৬:২৪] শুমারী ৩১:১০।
[৬:২৪] দ্বি:বি ১৩:১৬।
[৬:২৫] কাজী ১:২৫।
[৬:২৬] ১শামু ১৪:২৪।
[৬:২৬] ১বাদশা ১৬:৩৪।
[৬:২৭] পয়দা ৩৯:২; শুমারী ১৪:৪৩।
[৭:১] ১খান্দান ২:৭।

পরে লোকেরা প্রত্যেকজন সম্মুখের পথ দিয়ে
নগরে উঠে গিয়ে নগর হস্তগত করলো। ২১ আর
তারা তলোয়ারের আঘাতে নগরের স্ত্রী পুরুষ
আবালবৃদ্ধ এবং গরু, ভেড়া ও গাধা সকলই
নিঃশেষে বিনষ্ট করলো।
২২ কিন্তু যে দুই ব্যক্তি দেশ নিরীক্ষণ করেছিল,
ইউসা তাদের বললেন, তোমরা সেই পতিতার
বাড়িতে গমন কর এবং তার কাছে যে শপথ
করেছ সেই অনুসারে সেই স্ত্রীলোক ও তার সমস্ত
লোককে বের করে আন। ২৩ তাতে সেই দুই
যুবক গোয়েন্দা প্রবেশ করে রাহব, তার পিতা-
মাতা, ভাইদের ও তার সমস্ত লোককে বের করে
আনলো; তার সমস্ত গোষ্ঠীকেও বের করে এনে
ইসরাইলের শিবিরের বাইরে তাদের রাখল।
২৪ আর লোকেরা নগর ও সেই স্থানের সমস্ত বস্তু
আগুনে পুড়িয়ে দিল, কেবল রূপা ও সোনা এবং
ব্রোঞ্জের ও লোহার সমস্ত পাত্র মাবুদের গৃহের
ভাণ্ডারে রাখল। ২৫ কিন্তু ইউসা পতিতা রাহব,
তার পিতৃকুল ও তার স্বজন সকলকে জীবিত
রাখলেন। সে আজও ইসরাইলের মধ্যে বসতি
করছে; কারণ জেরিকো নিরীক্ষণ করার জন্য
ইউসার প্রেরিত দুই দূতকে সে লুকিয়ে
রেখেছিল।
২৬ সেই সময়ে ইউসা শপথ করে লোকদেরকে
বললেন, যে কেউ উঠে এই জেরিকো নগর
পুনঃনির্মাণ করবে, সে মাবুদের সাক্ষাতে
বদদোয়াগ্রস্ত হোক; নগরের ভিত্তিমূল স্থাপনের দণ্ড
হিসেবে সে নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ও সমস্ত নগর-
দ্বার স্থাপনের দণ্ড হিসেবে নিজের কনিষ্ঠ পুত্রকে
দেবে।
২৭ এভাবে মাবুদ ইউসার সহবর্তী ছিলেন, আর
তাঁর যশ সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়লো।

আখনের লোভ ও তার দণ্ড

৬:১২-১৪ তারা ছয় দিন এরকম করলো। মানুষের কর্মের পৌনঃপুনিকতা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত দেশগুলোর প্রাচীন সাহিত্যে এটা সচরাচর দেখা যায়।

৬:১৭ কেবল পতিতা রাহব। রাহব এবং তার বাড়ি বাদ যাবে। এর মধ্য দিয়ে ঐ দুই গোয়েন্দা রাহবকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণ হবে (২:১৪ আয়াত)।

কেননা সে আমাদের প্রেরিত দূতদেরকে লুকিয়ে রেখেছিল। জেরিকোর সব বাসিন্দাকে মৃত্যুর অভিশাপ দেওয়া হল এবং নগরের সব সম্পদ ধ্বংস না করে মাবুদের ঘরে পাঠাতে বলা হল (১৯ আয়াত)। মূসার শরীয়ত মতে, দখল করা নগরের পশুগুলো কোরবানির জন্য রেখে দেওয়া হত, ধনসম্পদ মাবুদের ঘরে পাঠানো হত, আর কোন লোককে পেলে মৃত্যুর সাজা দেওয়া হত (লেবীয় ২৭:২৮-২৯)। মূসা নিজে এই আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে প্রতিমাপূজা ও নৈতিক অবক্ষয়ের দায়ে কেনানের সব অধিবাসীকে মৃত্যুর সাজা দিতে হবে (দ্বি. বি. ২০:১৬-১৮)। এ ছাড়া দ্বিতীয় বিবরণ ২:৩৪ আয়াতের নোটও দেখুন।

৬:১৮ বর্জিত করে ব্যাকুল করবে। ১৭ আয়াতের নোট দেখুন। আল্লাহ্‌র নিষেধ করা জিনিসপত্রের মধ্য থেকে ইসরাইলরা যদি কিছু নেয় তবে তারা নিজেরাই নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

৬:২৫ সে আজও ইসরাইলের মধ্যে বসতি করছে। ইঞ্জিল শরীফে দু'বার রাহবের বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (ইবরানী ১১:৩১; ইয়াকুব ২:২৫)।

৬:২৬ বদদোয়াগ্রস্ত হোক। মন্দ কেনানীয়দের উপর আল্লাহ্‌র বিচারের একটি স্থায়ী চিহ্ন (কেনান দেশে স্থাপিত দ্বিতীয় স্মৃতিস্তম্ভ; ৪:৯ আয়াতের নোট দেখুন) এবং দেশটির অর্পিতব্য প্রথম ফল হিসেবে জেরিকোকে মাবুদের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হল। এইভাবে 'জয় করা দেশ মাবুদের' বলে জানানো হল। অভিশাপটি বাদশাহ্‌ আহাবের বিদ্রোহের সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল (দেখুন ১ বাদশা ১৬:৩৪ এবং নোট)।

৭:১-২৬ এতে আছে রাহবের কাহিনীর পুরো বিপরীত মেরুতে দাঁড়ানো আখনের বিয়োগান্ত কাহিনী। প্রথম ঘটনায় এক কেনানীয় পতিতাকে ইসরাইলের প্রতি তার সাহসী আনুগত্য এবং মাবুদের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার জন্য রক্ষা করে ইসরায়েলে

৭ ১ কিন্তু বনি-ইসরাইল বর্জিত বস্তু সম্বন্ধে
সত্য লঙ্ঘন করলো; ফলত এহুদা-বংশীয়
সেরহের সন্তান সব্দির সন্তান কর্মির পুত্র আখন
বর্জিত বস্তুর কিছু নিজের জন্য নিয়েছিল; তাতে
বনি-ইসরাইলদের প্রতি মাবুদের ক্রোধ প্রজ্বলিত
হল।
২ আর ইউসা জেরিকো থেকে বেথেলের পূর্ব
দিকে অবস্থিত বৈৎ-আবনের পাশে অবস্থিত অয়ে
লোক প্রেরণ করলেন, তাদের বললেন, তোমরা
উঠে গিয়ে দেশ নিরীক্ষণ কর। তাতে তারা গিয়ে
অয় নিরীক্ষণ করলো। ৩ পরে তারা ইউসার কাছে
ফিরে এসে বললো, সেই স্থানে সকল লোক না
গেলেও হয়, দুই কিংবা তিন হাজার লোক উঠে
গিয়ে অয় পরাজিত করুক। সেই স্থানে সকল
লোক কষ্ট না করলেও হয়, কেননা সেই স্থানের
লোক অল্প। ৪ অতএব লোকদের মধ্য থেকে
অনুমান তিন হাজার জন সেই স্থানে যাত্রা
করলো, কিন্তু তারা অয়ের লোকদের সম্মুখ থেকে
পালিয়ে গেল। ৫ আর অয়ের লোকেরা তাদের
মধ্যে প্রায় ছত্রিশ জনকে আঘাত করলো; নগর-
দ্বার থেকে শবারীম পর্যন্ত তাদের তাড়া করে
অবরোহণের পথে আঘাত করলো, তাতে
লোকদের মনোবল একেবারে ভেঙে গেল।
৬ তখন ইউসা ও ইসরাইলের প্রাচীনবর্গরা নিজ
নিজ কাপড় ছিঁড়ে মাবুদের সিন্দুকের সম্মুখে
অধোমুখ হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভূমিতে পড়ে রইলেন
এবং নিজ নিজ মাথায় ধুলা ছড়ালেন। ৭ আর
ইউসা বললেন, হায় হায়, হে সার্বভৌম মাবুদ,
বিনাশ করার উদ্দেশ্যে আমোরীয়দের হাতে
আমাদেরকে তুলে দেবার জন্য তুমি কেন এই
লোকদের জর্ডান পার করে আনলে? হায় হায়,
আমরা কেন সন্তুষ্ট হয়ে জর্ডানের ওপারে থাকি
নি! ৮ হে প্রভু, ইসরাইল তার দুশমনদের সম্মুখে
হটে যাওয়ার পর আমি কি বলবো? ৯ কেনা-
নীয়েরা এবং সমস্ত দেশবাসী এই কথা শুনবে,
আর আমাদের বেষ্টন করে দুনিয়া থেকে
আমাদের নাম উচ্ছেদ করবে, তা হলে তুমি
তোমার মহানামের জন্য কি করবে?
১০ তখন মাবুদ ইউসাকে বললেন, তুমি উঠ,
কেন তুমি অধোমুখ হয়ে পড়ে আছ?
১১ ইসরাইল গুনাহ্ করেছে, এ ছাড়াও তারা
আমার নির্দেশিত নিয়ম লঙ্ঘন করেছে; এমন
কি, তারা সেই বর্জিত দ্রব্যের কিছু নিয়েছে; কিছু
চুরি করেছে, আবার প্রতারণা করেছে এবং
নিজেদের সামগ্রীর মধ্যে তা রেখেছে। ১২ এজন্য
বনি-ইসরাইল তার দুশমনদের সম্মুখে দাঁড়াতে
পারে না, দুশমনদের সম্মুখ থেকে হটে যায়,
কেননা তারা বর্জিত হয়েছে; তোমাদের মধ্য

[৭:২] ১শামু ৩০:২৭; ২বাদশা ২৩:১৫; ইয়ার ৪৮:১৩; আমোস ৩:১৪; ৪:৪; ৫:৫-৬; ৭:১০, ১৩।
[৭:৪] লেবীয় ২৬:১৭।
[৭:৫] জবুর ২২:১৪; ইশা ১৩:৭; ইহি ২১:৭; নহূম ২:১০।
[৭:৬] ১খান্দান ২১:১৬; ইহি ৯:৮।
[৭:৬] ১শামু ৪:১২; ২শামু ১৩:১৯; ১৫:৩২; নহি ৯:১; আইউ ২:১২; মাতম ২:১০; ইহি ২৭:৩০; প্রকা ১৮:১৯।
[৭:৯] হিজ ৩২:১২; দ্বি:বি ৯:২৮।
[৭:১১] হিজ ৯:২৭; দ্বি:বি ২৯:২৭; ২বাদশা ১৭:৭; হোশেয় ১০:৯।
[৭:১২] জবুর ১৮:৪০; ২১:১২।
[৭:১৩] লেবীয় ১১:৪৪।

গ্রহণ করা হয়েছিল। তিনি মাবুদ এবং ইসরাইলের জন্য কেনান এবং এর দেবতাদের পরিত্যাগ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি কেনানে তার অতীতকে ফেলে এসেছিলেন। অন্যদিকে বর্তমান ঘটনায় একজন ইসরাইলকে মাবুদ এবং স্বজাতির প্রতি তার অবিশ্বস্ততার জন্য কেনানীয়দের মতো মৃত্যুর সাজা দেওয়া হয়েছিল। সে বর্জিত দ্রব্যেও কয়েকটি কেনান দেশীয় সম্পদ থেকে কয়েকটি নিজের জন্য নিয়ে প্রতিজ্ঞাত দেশে তার অধি-কার হারিয়েছিল। একজন ব্যক্তির গুনাহ্ কীভাবে পুরো জাতিকে ভোগান্তিতে ফেলে এই কাহিনিটি তারও একটি উদাহরণ। এই বর্ণনার সর্বত্র (পুরাতন নিয়মে যেটা প্রায়ই দেখা যায়) ইসরাইলকে মাবুদের সাথে অনুগ্রহ-চুক্তিতে এবং তাঁর সেবায় একটি মিলিত ঐক্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এইভাবে একজন (আখন) বা একাধিক লোকের (অয় নগরে পরাজিত ৩০০০ জন) কাজে পুরো ইসরাইল সম্পৃক্ত থাকে (দেখুন ১:১১; ২২:২০)।

৭:২ জেরিকো থেকে ... অয়ে। গিরিখাদের ভেতর দিয়ে কেনানের কেন্দ্রীয় পাহাড়সারির চূড়ার দিকে কয়েকজনের একটা দল ১৫ মাইলের এক দুর্গম যাত্রায় অংশ নিল। কৌশলগত কারণে, গিল্‌গল থেকে অয়ে যেতে ইসরাইলদের জর্ডান উপত্যকা পার হয়ে কেন্দ্রীয় পাহাড়ি এলাকায় পা রাখতে হতো। হিব্রু ভাষায় ‘অয়’ বলতে বোঝায় ‘ধ্বংস’। এটা বেথেলের ঠিক দুই মাইল পূর্বে অবস্থিত ‘আত-তেল’ (আরবী শব্দ, যার অর্থ ধ্বংস) দিয়ে সাধারণভাবে চিহ্নিত করা হয়। অয়ের আরেকটি সম্ভাব্য অবস্থান জানতে মানচিত্র দেখুন।

বৈৎ-আবনের। ‘বেথ অবেন’ অর্থ মন্দতার বাড়ি। এমন বদনাম হয় বেথেলের নাহলে নিকটস্থ অ-ইহুদী মন্দিরের (দেখুন ১ শামু ১৩:৫; হোসিয়া ৪:১৫; আমোস ৫:৫)।

দেশ নিরীক্ষণ কর। দেখুন ২:১-২৪ আয়াতের নোট।

৭:৬ ইউসা ও ইসরাইলের প্রাচীনবর্গরা নিজ নিজ কাপড় ছিঁড়ে। মহাকষ্টের একটি চিহ্ন (দেখুন পয়দা ৩৭:৩৪ এবং নোট; ৪৪:১৩; কাজী ১১:৩৫)। ইউসার মুনাজাত থেকে বোঝা যায়, তিনি এবং সেই লোকেরা এই ভেবে আতঙ্কিত হয়েছিলেন যে, মাবুদ যুদ্ধক্ষেত্রে ইসরাইলীয় বাহিনীর সঙ্গে থাকবেন না। কেনানীয়রা এখন ভাবতে পারে যে, ইসরাইল এবং এর আল্লাহ্ অজেয় নয়। তারা তাদের সুরক্ষিত নগরগুলো থেকে বেরিয়ে এসে জর্ডান উপত্যকায় ইসরাইলদের আক্রমণ করবে।

নিজ নিজ মাথায় ধুলা ছড়ালেন। দেখুন আইউব ২:১২; মাতম ২:১০ এবং নোটসমূহ।

৭:৯ তোমার মহানামের জন্য। ইউসা মিনতি করলেন, যেভাবে মূসা করেছিলেন (শুমারী ১৪:১৩-১৬; দ্বি. বি. ৯:২৮-২৯), যে তাঁর লোকদের অদৃষ্টের সঙ্গে পুরো পৃথিবীর লোকদের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র সম্মান জড়িয়ে আছে।

৭:১১ ইসরাইল গুনাহ্ করেছে। বর্জিত জিনিসপত্র থেকে কয়েকটা জিনিস একজন সেনা চুরি করায় সমষ্টিগতভাবে পুরো জাতি দোষী সাব্যস্ত হল (দেখুন ২২:২০)।

আমার নির্দেশিত নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। দেখুন ১৫ আয়াত। এটা হচ্ছে মূল অভিযোগ; আর বাকিটা এর বর্ণনা।

৭:১২ কেননা তারা বর্জিত হয়েছে। দেখুন ৬:১৮ আয়াতের নোট।

৭:১৩ লোকদের পবিত্র কর। আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে প্রত্যেক ইসরাইলকে ক্রমিক পবিত্রীকরণ অনুসরণ করতে হবে, যেভাবে কোনো পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা মাবুদ কর্তৃক আহূত কোনো বিশেষ সমাবেশের আগে করা হয় (দেখুন ৩:৫ আয়াতের নোট)। এখানে আল্লাহ্

BACIB
International Bible CHURCH

থেকে সেই বর্জিত বস্তু উৎপাটন না করলে আমি
আর তোমাদের সঙ্গে থাকব না। ১৩ উঠ,
লোকদের পবিত্র কর, বল তোমরা আগামীকালের
জন্য পবিত্র হও, কেননা ইসরাইলের আল্লাহ্
মাবুদ এই কথা বলেন, হে ইসরাইল, তোমার
মধ্যে বর্জিত বস্তু আছে; তোমাদের মধ্য থেকে
সেই বর্জিত বস্তু দূর না করলে তুমি তোমার
দুশমনদের সম্মুখে দাঁড়াতে পারবে না।
১৪ অতএব সকালবেলা নিজ নিজ বংশ অনুসারে
তোমরা এগিয়ে আসবে; তাতে মাবুদের হাতে যে
বংশ ধরা পড়বে সেই বংশের এক এক গোষ্ঠী
এগিয়ে আসবে; ও মাবুদের হাতে যে গোষ্ঠী ধরা
পড়বে তার এক এক কুল এগিয়ে আসবে; ও
মাবুদের হাতে যে কুল ধরা পড়বে তার এক এক
পুরুষ এগিয়ে আসবে। ১৫ আর যে ব্যক্তি বর্জিত
দ্রব্য রেখেছে বলে ধরা পড়বে, তাকে ও তার
সম্পর্কীয় সকলকেই আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে,
কেননা সে মাবুদের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে ও
ইসরাইলের মধ্যে মূঢ়তার কাজ করেছে।
১৬ পরে ইউসা প্রত্যুষে উঠে ইসরাইলকে নিজ
নিজ বংশ অনুসারে কাছে আনালেন; তাতে
এহুদা-বংশ ধরা পড়লো; ১৭ পরে তিনি এহুদার
গোষ্ঠী সকলকে কাছে আনালে সেরহীয় গোষ্ঠী
ধরা পড়লো; পরে তিনি সেরহীয় গোষ্ঠীকে
পুরুষানুসারে কাছে আনালে সব্দি ধরা পড়লো।
১৮ পরে তিনি তার কুলকে পুরুষানুসারে আনালে
এহুদা-বংশীয় সেরহের সন্তান সব্দির সন্তান কর্মির
পুত্র আখন ধরা পড়লো। ১৯ তখন ইউসা
আখনকে বললেন, হে আমার সন্তান, আরজ
করি, তুমি ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদের মহিমা

[৭:১৪] ১শামু ১০:১৯।
[৭:১৫] দ্বি:বি ৭:২৫; ২বাদশা :৯; ১খান্দান ১৪:১২; ইশা ৩৭:১৯; ইয়ার ৪৩:১২; ইহি ৩০:১৬।
[৭:১৭] শুমারী ২৬:২০।
[৭:১৮] ইউ ১:৭।
[৭:১৯] হিজ ১৪:১৭; ১শামু ৬:৫; জবুর ৯৬:৮; ইশা ৪২:১২; ইয়ার ১৩:১৬; ইউ ৯:২৪।
[৭:২১] দ্বি:বি ৭:২৫; ইফি ৫:৫; ১তীম ৬:১০।
[৭:২৪] ইশা ৬৫:১০; হোশেয় ২:১৫।
[৭:২৫] লেবীয় ২০:২; দ্বি:বি ১৭:৫; ১বাদশা ১২:১৮; ২খান্দান ১০:১৮; ২৪:২১; নহি ৯:২৬।
[৭:২৬] ২শামু ১৮:১৭।

স্বীকার কর, তাঁর প্রশংসা কর এবং তুমি কি
করেছ আমাকে বল; আমার কাছ থেকে তা
গোপন করো না। ২০ আখন জবাবে ইউসাকে
বললো, সত্যি, আমি ইসরাইলের আল্লাহ্
মাবুদের বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছি, আমি এই-এই
কাজ করেছি; ২১ আমি লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে উত্তম
একখানি ব্যাবিলনীয় শাল, দুই শত শেকল রূপা
ও পঞ্চাশ শেকল পরিমিত এক থান সোনা দেখে
লোভে পড়ে সেগুলো নিয়েছি; আর দেখুন,
সেসব আমার তাঁবুর মধ্যে ভূমিতে লুকান
রয়েছে, আর নিচে রূপা আছে।
২২ তখন ইউসা দূত প্রেরণ করলে তারা তার
তাঁবুতে দৌড়ে গেল, আর দেখ, তার তাঁবুর
মধ্যে তা লুকান রয়েছে, আর নিচে রূপা ছিল।
২৩ আর তারা তাঁবুর মধ্য থেকে সেসব নিয়ে
ইউসা ও সমস্ত বনি-ইসরাইলের কাছে আনলো
এবং মাবুদের সম্মুখে তা বিছিয়ে রাখল। ২৪ পরে
ইউসা ও সমস্ত ইসরাইল সেরহের সন্তান
আখনকে ও সেই রূপা, শাল, সোনার থান ও তার
পুত্রকন্যাদের এবং তার গরু, গাধা, ভেড়া ও তাঁবু
এবং তার যা কিছু ছিল, সমস্তই নিলেন; আর
আখোর উপত্যকাতে আনলেন। ২৫ পরে ইউসা
বললেন, তুমি আমাদেরকে কেন বিপদে
ফেললে? আজ মাবুদ তোমাকে বিপন্ন করবেন।
পরে সমস্ত ইসরাইল তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা
করলো; এরপর তারা তার পরিবারের লোকদের
পাথর ছুড়ে হত্যা করে আগুনে পুড়িয়ে দিল।
২৬ পরে তারা তার উপরে পাথরের বড় রাশি
করলো, তা আজও রয়েছে। এভাবে মাবুদ তাঁর
প্রচণ্ড ক্রোধ থেকে নিবৃত্ত হলেন। অতএব সেই

তাঁর বিচারের জন্য তাঁর লোকদের তাঁর সামনে উপস্থিত হতে ডেকে পাঠালেন।

৭:১৪ মাবুদ কর্তৃক যে কুল নির্ণীত হবে। ভাগ্য গণনার সময় মাবুদ গোষ্ঠীগুলোর মধ্য থেকে একটি গোষ্ঠী বেছে নিলেন যেন তিনি অপরাধী ব্যক্তিকে দেখিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত অনুসন্ধানের বৃত্তটি ছোট হয়ে আসে। এ কাজে সম্ভবত মহা-ইমামের এফোদের উপর গাঁথা ঊরিম ও তুম্মিমের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল (দেখুন হিজ ২৮:৩০; ১ শামু ২:২৮; আরও দেখুন ১শামু ১৪:৪১ আয়াতের নোট)।

৭:১৫ ইসরাইলের মধ্যে মূঢ়তার কাজ করেছে। মাবুদের অনুগ্রহপ্রাপ্ত জাতি হিসেবে ইসরাইলদের একটা কাজ তাদের জন্য চূড়ান্ত অধঃপতনের লজ্জা বয়ে আনে (দেখুন দ্বি. বি. ২২:২১; কাজী ১৯:২৩-২৪ এবং নোট; ২০:৬, ১০; ২ শামু ১৩:১২)।

৭:১৮ আখন ধরা পড়লো। 'তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো... তোমার গুনাহ তোমাকে ধরিয়ে দেবে' (শুমারী ৩২:২৩)।

৭:১৯ হে আমার সন্তান। ইউসা আখনের প্রতি পিতৃসুলভ ব্যবহার করলেন।

৭:২১ একখানি ব্যাবিলনীয় শাল। একটি মূল্যবান আমদানিকৃত পণ্য।

৭:২৩ মাবুদের সম্মুখে। যিনি এখানে বিচারক।

৭:২৪ ইউসা ও সমস্ত ইসরাইল। কেনানীয় এবং এই চুক্তি লঙ্ঘনকারী উভয়ের উপর তাঁর বিচার কার্যকর করার জন্য ইউসা এবং গোটা ইসরাইল ছিল আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি।

তার যা কিছু ছিল। তার পরিবারের কর্তা হিসেবে আখন তার পুরো পরিবারকে তার দোষ এবং শাস্তির ভাগী করেছিল যা মিলিত ঐক্যের নীতিটি মনে করিয়ে দেয়, আর তা হল:- 'একজনকে (বিশেষত তিনি যদি সম্প্রদায়ের নেতা হন) দিয়ে পুরো সম্প্রদায়ের চরিত্র বোঝা যায়।' 'লোভী লোক তার পরিবারের জন্য ধ্বংস আনে' (মেসাল ১৫:২৭; এর নোট দেখুন)।

৭:২৫ তার পরিবারের লোকদের পাথর ছুঁড়ে। কারণ সে পবিত্র মাবুদের চুক্তি লঙ্ঘনের দায়ী হয়েছিল (দেখুন হিজ ১৯:১৩; লেবীয় ২৪:২৩; শুমারী ১৫:৩৬)। তারপর দেশ থেকে মন্দতা দূর করতে লাশগুলো পুড়িয়ে ফেলা হল।

৭:২৬ পাথরের বড় রাশি করলো। কেনান জয়ের ঘটনার স্মরণে এই নিয়ে তিনটি স্তম্ভ নির্মিত হল (দেখুন ৪:৯ আয়াতের নোট)।

আখোর। আখোর, আখনের নামের আরেকটি রূপ (দেখুন ১ খান্দন ২:৭, 'আখর')।

স্থান আজও আখোর (বিপদ) উপত্যকা নামে
আখ্যাত রয়েছে।

অয় নগর অধিকার করা ও ধ্বংস করা

৮ [১] পরে মাবুদ ইউসাকে বললেন, তুমি ভয়
কোরো না কিংবা নিরাশ হোয়ো না; সমস্ত
সৈন্যকে সঙ্গে নাও, উঠ, অয় নগরে যাত্রা কর;
দেখ, আমি অয়ের বাদশাহ্‌কে ও তার লোকদের
এবং তার নগর ও তার দেশ তোমার হাতে তুলে
দিয়েছি। [২] তুমি জেরিকোর ও সেই স্থানের
বাদশাহ্‌র প্রতি যা করলে, অয়ের ও সেই স্থানের
বাদশাহ্‌র প্রতিও তা-ই করবে, কিন্তু তার লুটদ্রব্য
ও পশু তোমরা তোমাদের জন্য নেবে। তুমি
নগরের বিরুদ্ধে পিছনের দিকে তোমার এক দল
সৈন্য গোপনে রাখবে।
[৩] তখন ইউসা ও সমস্ত যোদ্ধা উঠে অয়ের
বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন; ইউসা তিন হাজার বলবান
বীর মনোনীত করলেন এবং তাদেরকে রাতে
পাঠিয়ে দিলেন। [৪] তিনি এই হুকুম করলেন,
দেখ, তোমরা নগরের পিছনে নগরের বিরুদ্ধে
লুকিয়ে থাকবে; নগর থেকে বেশি দূরে যাবে না,
কিন্তু সকলেই প্রস্তুত থাকবে। [৫] পরে আমি ও
আমার সঙ্গী সমস্ত লোক নগরের কাছে উপস্থিত
হব; আর তারা যখন আগের মত আমাদের
বিরুদ্ধে বের হয়ে আসবে, তখন আমরা তাদের
সম্মুখ থেকে পালিয়ে যাব। [৬] আর তারা বের হয়ে
আমাদের পিছনে পিছনে আসবে, শেষে আমরা
তাদের নগর থেকে দূরে আকর্ষণ করবো; কেননা
তারা বলবে, এরা আগের মত আমাদের সম্মুখ
থেকে পালিয়ে যাচ্ছে; এভাবে আমরা তাদের
সম্মুখ থেকে পালিয়ে যাব; [৭] আর তোমরা গুপ্ত
স্থান থেকে উঠে নগর অধিকার করবে; কেননা
তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ তা তোমাদের হাতে
তুলে দিবেন। [৮] নগর আক্রমণ করামাত্র তোমরা
নগরে আগুন লাগিয়ে দেবে; তোমরা মাবুদের
হুকুম অনুসারে কাজ করবে; দেখ, আমি
তোমাদের এই হুকুম দিলাম।
[৯] এভাবে ইউসা তাদের প্রেরণ করলেন; আর
তারা গিয়ে অয়ের পশ্চিমে বেথেল ও অয়ের
মধ্যস্থানে লুকিয়ে থাকলো; কিন্তু ইউসা
লোকদের মধ্যে সেই রাত যাপন করলেন।
[১০] পরে ইউসা প্রত্যূষে উঠে লোক সংগ্রহ
করলেন, আর তিনি ও ইসরাইলের প্রাচীনবর্গরা
লোকদের আগে আগে অয়ের দিকে যাত্রা
করলেন। [১১] আর তাঁর সঙ্গী সমস্ত যোদ্ধা চললো
এবং এগিয়ে গিয়ে নগরের সম্মুখে উপস্থিত হল,
আর অয় নগরের উত্তর দিকে শিবির স্থাপন
করলো; তাঁর ও অয়ের মধ্যস্থানে একটি
উপত্যকা ছিল। [১২] আর তিনি অনুমান পাঁচ
হাজার লোক নিয়ে নগরের পশ্চিম দিকে বেথেল
ও অয়ের মধ্যস্থানে লুকিয়ে রাখলেন। [১৩] এভাবে
লোকেরা নগরের উত্তর দিকস্থ সমস্ত শিবিরকে ও
নগরের পশ্চিম দিকে তাদের গুপ্ত দলকে নিযুক্ত
করলো এবং ইউসা ঐ রাতে উপত্যকার মধ্যে
গমন করলেন।
[১৪] পরে যখন অয়ের বাদশাহ্‌ তা দেখলেন, তখন
নগরস্থ লোকেরা, বাদশাহ্‌ ও তাঁর সকল লোক,
তাড়াতাড়ি প্রত্যূষে উঠে ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ
করতে বের হয়ে নিরূপিত স্থানে অরাবা
উপত্যকার সম্মুখে গেলেন; কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে
এক দল সৈন্য নগরের পিছনে লুকিয়ে আছে তা
তিনি জানতেন না। [১৫] ইউসা ও সমস্ত ইসরাইল
তাদের সম্মুখে নিজেদের পরাজিতের মত ভান
করে মরুভূমির পথ দিয়ে পালিয়ে গেলেন।
[১৬] তাতে নগরে অবস্থিত সমস্ত লোককে ডাকা
হল, যেন তারা তাদের পিছনে দৌড়ে যায়। আর
তারা ইউসার পিছনে পিছনে গমন করতে করতে
নগর থেকে দূরে আকর্ষিত হল; [১৭] বের হয়ে
ইসরাইলের পিছনে গেল না এমন এক জনও
অয়ে বা বেথেলে অবশিষ্ট থাকলো না; সকলেই
নগরের দ্বার খোলা রেখে ইসরাইলের পিছনে
পিছনে দৌড়ে গেল।
[১৮] তখন মাবুদ ইউসাকে বললেন, তুমি তোমার
হাতে থাকা বর্শাটি অয়ের দিকে বাড়িয়ে দাও;
কেননা আমি সেই নগর তোমার হাতে দেব।

[৮:১] পয়দা ২৬:২৪; দ্বি:বি ৩১:৬।
[৮:১] ইউসা ৬:২।
[৮:২] কাজী ৯:৪৩; ২০:২৯।
[৮:৭] কাজী ৭:৭; ১শামু ২৩:৪।
[৮:৮] কাজী ২০:২৯-৩৮।
[৮:৯] ২খান্দান ১৩:১৩।
[৮:১০] পয়দা ২২:৩।
[৮:১৪] দ্বি:বি ১:১।
[৮:১৫] কাজী ২০:৩৬।
[৮:১৬] কাজী ২০:৩১।
[৮:১৮] আইউ ৪১:২৬; জবুর ৩৫:৩।
[৮:১৯] কাজী ২০:৩৩।

৮:১ তুমি ভয় কোরো না। ইসরাইল এখন দোষমুক্ত হওয়ায় মাবুদ ইউসাকে পুনরায় আশ্বস্ত করলেন (দেখুন ১:৩-৫; ৩:১১-১৩; ৬:২-৫)।

অয় নগরে যাত্রা কর; ... তুলে দিয়েছি। জয়ের ধারাবাহিকতায় অয় দখল।

৮:২ লুটদ্রব্য ও পশু তোমরা তোমাদের জন্য নেবে। মাবুদ এখন কেনানের সম্পদ তাঁর সেনাদের জন্য হালাল করলেন যারা তাঁর জন্য লড়াই করবে।

তোমার এক দল সৈন্য গোপনে রাখবে। মাবুদ এবারও কমান্ডার হিসেবে আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করলেন।

৮:১২ পাঁচ হাজার লোক। ৩ আয়াত বলছে, শত্রুদের অ্যাম্বুশ করার জন্য ৩০,০০০ সেনার একটা দল নিযুক্ত করা হয়েছিল। হতে পারে, ইউসা বিজয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর বাইরেও আরেকটি ইউনিট নিযুক্ত করেছিলেন। আবার হতে পারে, অয় আক্রমণের লক্ষ্যে মূল দল থেকে ৫,০০০ সেনার একটি ইউনিট বেছে নেওয়া হয়েছিল; অর্থাৎ তারা যখন অয় আক্রমণ করবে তখন বাকি ২৫,০০০ সেনা বেথেলের দিক থেকে সম্ভাব্য আঘাত মোকাবিলায় প্রস্তুত থেকে তাদের সাহায্য করবে (দেখুন ১৭ আয়াত)।

৮:১৩ উত্তর দিকস্থ সমস্ত শিবিরকে ... নিযুক্ত করলো। সবার চোখের সামনে ইউসার মূল বাহিনী নগরের উত্তর দিকে এগিয়ে গেল, তারপর শত্রুর পুরো সেনাবাহিনী বের করে আনতে তারা পূর্ব দিকে পালানোর ভান করলো।

৮:১৪ অরাবা। দেখুন দ্বি. বি. ১:১ আয়াতের নোট।

৮:১৭ অয়ে বা বেথেলে। অয় ও বেথেলের যৌথ অভিযানের অর্থ দুটো নগর একে অপরের ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিল, যদিও বলা হয়

BACIB International Bible CHURCH

তখন ইউসা তাঁর হাতে থাকা বর্শাটি নগরের
দিকে বাড়িয়ে দাও। ১৯ তিনি হাত বিস্তার করার
সঙ্গে সঙ্গে গোপনে স্থাপিত সৈন্যদল অমনি স্বস্থান
থেকে উঠে বেগে গমন করলো ও নগরে প্রবেশ
করে তা অধিকার করলো এবং দ্রুত নগরে আগুন
লাগিয়ে দিল। ২০ পরে অয়ের লোকেরা পিছনে
ফিরে চেয়ে দেখলো, আর দেখ, নগরের ধোঁয়া
আসমানে উঠছে, কিন্তু তারা এদিকে কি ওদিকে
কোন দিকেই পালাবার উপায় পেল না; আর
মরুভূমিতে পলায়মান লোকেরা তাদের পিছনে
ধাবমান লোকদের দিকে ফিরে আক্রমণ করতে
লাগল। ২১ ফলত গোপনে স্থাপিত সৈন্যদল নগর
অধিকার করেছে ও নগরে ধোঁয়া উঠছে, এটা
দেখে ইউসা ও সমস্ত ইসরাইল ফিরে অয়ের
লোকদের সংহার করতে লাগলেন; ২২ আর অন্য
দলও নগর থেকে তাদের বিরুদ্ধে আসছিল;
সুতরাং তারা ইসরাইলের মধ্যে পড়লো,
কতগুলো এপাশে কতগুলো ওপাশে; আর তারা
তাদের এমন আঘাত করলো যে, তাদের অবশিষ্ট
বা রক্ষাপ্রাপ্ত কেউ রইলো না। ২৩ আর তারা
অয়ের বাদশাহ্‌কে জীবিত ধরে ইউসার কাছে
আনলো।
২৪ এভাবে ইসরাইল তাদের সকলকে মাঠে,
অর্থাৎ যে মরুভূমিতে অয় নিবাসীরা তাদের
পিছনে ধাবমান হয়েছিল সেখানে তাদের
সম্পূর্ণভাবে সংহার করলো; তারা সকলে
নিঃশেষে তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়লো,
পরে সমস্ত ইসরাইল ফিরে অয়ে এসে
তলোয়ারের আঘাতে সেই স্থানের লোকদেরও
আঘাত করলো। ২৫ সেই দিনে অয়-নিবাসী সমস্ত
লোক অর্থাৎ স্ত্রী, পুরুষ মোট বারো হাজার লোক
মারা পড়লো। ২৬ কেননা অয়-নিবাসী সকলে
যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হল, ততক্ষণ
ইউসা তাঁর প্রসারিত শল্যধারী হাত সংকুচিত
করলেন না। ২৭ ইউসার প্রতি মাবুদের হুকুম
করা কালাম অনুসারে ইসরাইল কেবল ঐ
নগরের পশু ও সমস্ত লুটদ্রব্য নিজেদের জন্য
গ্রহণ করলো। ২৮ আর ইউসা অয় নগর পুড়িয়ে
দিয়ে চিরস্থায়ী ঢিবি এবং উৎসন্ন স্থান করলেন,
তা আজও সেরকম আছে। ২৯ আর তিনি অয়ের
বাদশাহ্‌কে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত গাছে টাঙ্গিয়ে
রাখলেন। পরে সূর্যাস্ত সময়ে লোকেরা ইউসার
হুকুমে তার লাশ গাছ থেকে নামিয়ে নগরের দ্বার
-প্রবেশের স্থানে ফেলে তার উপরে পাথরের
একটি বড় ঢিবি করলো; তা আজও রয়েছে।

হযরত ইউসা শরীয়ত কিতাব পাঠ করেন

৩০ সেই সময় ইউসা এবল পর্বতে ইসরাইলের
আল্লাহ্‌ মাবুদের উদ্দেশে একটি কোরবানগাহ্‌
তৈরি করলেন। ৩১ মাবুদের গোলাম মূসা বনি-
ইসরাইলদের যেমন হুকুম করেছিলেন, তেমনি
তারা মূসার শরীয়ত-কিতাবে লেখা হুকুম
অনুসারে যন্ত্রপাতি দ্বারা মসৃণ করা হয় নি এমন
পাথরে, অর্থাৎ যার উপরে কেউ লোহা উঠায় নি,
এমন পাথর দ্বারা ঐ কোরবানগাহ্‌ তৈরি করলো
এবং তার উপরে মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-
কোরবানী ও মঙ্গল-কোরবানী দিল। ৩২ আর
সেখানে পাথরগুলোর উপরে বনি-ইসরাইলদের
সম্মুখে তিনি মূসার লেখা শরীয়তের একটি
অনুলিপি লিখলেন। ৩৩ আর ইসরাইল

[৮:২০] কাজী ২০:৪০।
[৮:২১] কাজী ২০:৪১।
[৮:২২] দ্বি:বি ৭:২; ইউসা ১০:১।
[৮:২৩] ১শামু ১৫:৮।
[৮:২৫] দ্বি:বি ২০:১৬-১৮।
[৮:২৬] শুমারী ২১:২।
[৮:২৮] ইয়ার ৪৯:৩।
[৮:২৯] ২শামু ১৮:১৭।
[৮:৩০] হিজ ২০:২৪।
[৮:৩১] দ্বি:বি ২৭:৬-৭।
[৮:৩২] দ্বি:বি ২৭:৮।
[৮:৩৩] দ্বি:বি ১১:২৯; ইউ ৪:২০।

যে এদের একজন করে বাদশাহ্‌ ছিল (১২:৯, ১৬)।

৮:২৬ যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হল। ইউসা দ্বিতীয়বারের মত কেনানের একটি নগরের অধিবাসীদের মৃত্যুর সাজা দেবার নির্দেশ দিলেন।

৮:২৮ অয় নগর পুড়িয়ে দিয়ে। ইউসা অয় নগরটি পুড়িয়ে দিলেন যা জেরিকোর ভাগ্যে ঘটেছিল (৬:২৪) এবং পরবর্তী কালে হাৎসোরের ভাগ্যে ঘটবে (১১:১১)।

৮:২৯ অয়ের বাদশাহ্‌কে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত গাছে টাঙ্গিয়ে রাখলেন। ইসরাইলরা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতো না (দ্বি. বি. ২১:২২ আয়াতের নোট)।

সূর্যাস্ত সময়ে। মূসার নির্দেশনা অনুসারে তা করা হল (দেখুন দ্বি. বি. ২১:২২-২৩)।

পাথরের একটি বড় ঢিবি করলো। কেনান-জয়ের স্মরণে এই নিয়ে চারটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হল (৪:৯ আয়াতের নোট)।

৮:৩০ এবল পর্বতে। এবল পাহাড়ের উপর শিখিমের সুরক্ষিত নগর ছিল, যেখানে ইব্রাহিম একটি কোরবানগাহ্‌ তৈরি করেছিলেন (পয়দা ১২:৬-৭ আয়াত)।

৮:৩০-৩৫ আল্লাহ্‌ মাবুদের উদ্দেশে একটি কোরবানগাহ্‌ তৈরি করলেন। মূসার আদেশ অনুসারে (দ্বি. বি. ১১:২৬-৩০; ২৭:১-৮) মাবুদের সঙ্গে চুক্তির নবায়ন প্রারম্ভিক যুদ্ধগুলোর বর্ণনার ইতি টানে। এই অন্তিম ঘটনায় (আনুষ্ঠানিকভাবে ইউসার শেষ কাজটিও দেখুন, ২৪ অধ্যায়) মাবুদের সঙ্গে ইসরাইলদের মনিব ও দাসের সম্পর্কটি ফুটে ওঠে। এবল ও গরিসিম পাহাড়ের মধ্যে আর কোনো বিজয় ছাড়া কীভাবে ইসরাইলরা শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হতে পেরেছিল সেটা একটা কঠিন প্রশ্ন। হতে পারে এই ঘটনাটির বর্ণনায় ঠিকভাবে ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হয়নি কিংবা তা ঘটেছিল আরও কয়েকটি বিজয় অর্জনের পর। অথবা হতে পারে, গিবিয়োনীয়দের সঙ্গে ইসরাইলদের সন্ধির ফলে তারা দুটো পাহাড়ের মধ্যে বসবাসকারী শিখিমের লোকদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিল।

৮:৩১ পোড়ানো-কোরবানী। দেখুন লেবীয় ১:১-১৭।

মঙ্গল-কোরবানী দিল। দেখুন লেবীয় ৩:১-১৭; ৭:১১-১৮; এ ছাড়াও চার্ট দেখুন।

৮:৩২ তিনি মূসার লেখা শরীয়তের একটি অনুলিপি লিখলেন। মূসা প্রথম লোকদের পাথরগুলো চুনকাম করে তার উপর শরীয়তের কথাগুলো লেখার আদেশ দিয়েছিলেন (দ্বি. বি. ২৭:২-৪)। এই পাথরগুলো ছিল সেই দেশে নির্মিত পঞ্চম স্মৃতিস্তম্ভ (দেখুন ৪:৯ আয়াতের নোট)।

৮:৩৩ স্বজাতীয় বা প্রবাসী সমস্ত লোক। ইসরাইলের মধ্যে তখন ‘অন্য লোকেরাও’ ছিল (হিজ ১২:২৮) যারা মিসর থেকে বের হয়ে এসেছিল এবং যারা গন্তব্যহীন মরুযাত্রার সময়

লোকদেরকে সর্বপ্রথমে দোয়া করার জন্য,
মাবুদের গোলাম মূসা যেমন হুকুম করেছিলেন,
তেমনি সমস্ত ইসরাইল, তাদের প্রাচীনবর্গরা,
কর্মচারীরা ও বিচারকরা, স্বজাতীয় বা প্রবাসী
সমস্ত লোক সিন্দুকের এদিকে ওদিকে মাবুদের
শরীয়ত-সিন্দুক-বাহক লেবীয় ইমামদের সম্মুখে
দাঁড়াল; তাদের অর্ধেক গরিষীম পর্বতের সম্মুখে,
বাকী অর্ধেক এবল পর্বতের সম্মুখে রইলো।
৩৪ পরে শরীয়ত-কিতাবে যা যা লেখা আছে, সেই
অনুসারে তিনি শরীয়তের সমস্ত কথা, দোয়া ও
বদদোয়ার কথা পাঠ করলেন। ৩৫ মূসা যা যা
হুকুম করেছিলেন, ইউসা ইসরাইলের সমস্ত
সমাজ এবং স্ত্রীলোকদের, বালক-বালিকা ও
তাদের মধ্যবর্তী প্রবাসীদের সম্মুখে সেসব পাঠ
করলেন, একটি কথাও বাদ দিলেন না।

বনি-ইসরাইলের সঙ্গে গিবিয়োনীয়দের চালাকী

৯ ১ আর জর্ডানের পারস্থ সমস্ত বাদশাহ্‌,
পর্বতময় প্রদেশ ও নিম্নভূমিবাসী এবং
লেবাননের সম্মুখস্থ মহাসমুদ্রের সমস্ত তীরে
বসবাসকারী হিট্টিয়, আমোরীয়, কেনানীয়,
পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয় বাদশাহ্‌রা এই কথা
শুনতে পেয়ে, ২ একযোগে ইউসার ও ইসরাইলের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একত্র হলেন।
৩ কিন্তু জেরিকোর প্রতি ও অয়ের প্রতি ইউসা
যা করেছিলেন তা যখন গিবিয়োন-নিবাসীরা
শুনতে পেল, ৪ তখন তারাও চতুরতার সঙ্গে কাজ
করলো; ফলত তারা গিয়ে রাজদূতের বেশ ধারণ
করে নিজ নিজ গাধার উপরে পুরানো ছালা এবং
আঙ্গুর-রস রাখার পুরানো, ফেটে যাওয়া ও তালি
দেওয়া চামড়ার থলি চাপাল। ৫ আর পায়ে
পুরানো ও তালিযুক্ত জুতা ও শরীরে পুরানো
পোশাক পরলো এবং পাথেয় হিসেবে সমস্ত
শুকনো ও ছাতাপড়া রুটি নিল। ৬ পরে তারা
গিলগলে অবস্থিত শিবিরে ইউসার কাছে গিয়ে
তাঁকে ও বনি-ইসরাইলদের বললো, আমরা
দূরদেশ থেকে এলাম; অতএব এখন আপনারা
আমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থির করুন। ৭ তখন
ইসরাইল লোকেরা সেই হিব্বীয়দের বললো, কি
জানি, তোমরা আমাদেরই মধ্যে বাস করছো; তা
হলে আমরা তোমাদের সঙ্গে কিভাবে সন্ধি স্থির
করতে পারি? ৮ তারা ইউসাকে বললো, আমরা
আপনার গোলাম। তখন ইউসা জিজ্ঞাসা
করলেন, তোমরা কারা? কোথা থেকে আসলে?
৯ তারা বললো, আপনার গোলাম আমরা
আপনার আল্লাহ্‌ মাবুদের নাম শুনে অতি দূরদেশ
থেকে এলাম, কেননা তাঁর কীর্তি এবং তিনি
মিসর দেশে যে কাজ করেছেন, ১০ আর জর্ডানের
ওপারস্থ দুই আমোরীয় বাদশাহ্‌র প্রতি,
হিষবোনের বাদশাহ্‌ সীহোন ও বাশনের বাদশাহ্‌
অষ্টারোৎ-নিবাসী উজের প্রতি যে কাজ করেছেন,
সমস্তই আমরা শুনেছি। ১১ আর আমাদের
প্রাচীনবর্গরা ও দেশবাসী সকলে আমাদের
বললো, তোমরা যাত্রার জন্য হাতে পাথেয় দ্রব্য
নিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাও এবং
তাদের বল, আমরা আপনাদের গোলাম; অতএব
এখন আপনারা আমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থির করুন।
১২ আপনাদের কাছে আসার জন্য যেদিন যাত্রা
করি, সেদিন আমরা বাড়ি থেকে যে গরম রুটি
পাথেয় এনেছিলাম, এই দেখুন, আমাদের সেই
রুটি এখন শুকনো ও ছাতাপড়া। ১৩ আর যেসব
কুপা আঙ্গুর-রসে পূর্ণ করেছিলাম, সেগুলো নতুন
ছিল, এই দেখুন, সেসব ছিঁড়ে গেছে। আর
আমাদের এসব কাপড়-চোপড় ও জুতা পুরানো
হয়েছে, কেননা পথ অতি দূর। ১৪ তাতে

[৮:৩৪] দ্বিঃবি ২৮:৬১; ৩১:১১।
[৮:৩৫] হিজ ১২:৩৮; দ্বিঃবি ৩১:১২ ঊড়ংযঁধ ৯।
[৯:১] শুমারী ১৩:১৭।
[৯:৩] ইউসা ১০:১০; ১১:১৯; ১৮:২৫; ২১:১৭; ২শামু ২:১২; ৫:২৫; ২০:৮; ১বাদশা ৩:৪; ৯:২; ১খান্দান ৮:২৯; ১৪:১৬; ১৬:৩৯; ২১:২৯; ২খান্দান ১:৩; নহি ৩:৭; ইশা ২৮:২১; ইয়ার ২৮:১; ৪১:১২।
[৯:৬] দ্বিঃবি ১১:৩০।
[৯:৭] হিজ ২৩:৩২; ১বাদশা ৫:১২।
[৯:৮] ২বাদশা ১০:৫।
[৯:১০] শুমারী ২১:২৪, ৩৫।
[৯:১৪] হিজ ১৬:২৮; শুমারী ২৭:২১।
[৯:১৫] ইউসা

ইসরাইলদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল (৩০-৩৫ দেখুন)।

৮:৩৪ দোয়া ও বদদোয়ার কথা। দেখুন দ্বি. বি. ২৭-২৮ অধ্যায় এবং এর নোটসমূহ।

৯:১-২৭ গিবিয়োনীয়রা কীভাবে গোষ্ঠীপতিদের ঠকিয়ে ইসরাইলের প্রতি অনুগত থাকার ব্যাপারে একটা চুক্তি করেছিল এখানে তার বর্ণনা রয়েছে। কীভাবে ইসরাইলরা দেশের বেশির ভাগ এলাকা দখল করে নিয়েছিল তা তিনটি ধাপে বর্ণনা করা হবে, আর এটি হচ্ছে প্রথম ধাপ। ১-২ আয়াত সেই ধাপ তিনটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

৯:১ জর্ডানের পারস্থ সমুদয় ... বাদশাহ্‌রা এই কথা শুনতে পেয়ে। কেনানের বুকে তখন ছোট ছোট স্বাধীন নগর-রাজ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বাইরে থেকে আসা বিচিত্র জাতির লোক এসব রাজ্যে বাস করতো (পয়দা ১৫:১৯-এর সাথে ১-২-এর তুলনা করুন; হিজ ৩:৮-এর নোটও দেখুন)।

৯:৩ গিবিয়োন। জেরুশালেমের ঠিক উত্তরে (মানচিত্র দেখুন): বর্তমানে এ স্থানটি 'আল-জিব' বলে পরিচিত। এখানে তাম্রযুগের শেষ ভাগের একটি নগরের অবশেষ দেখা যায়। এতে পানি সরবরাহের চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে।

গিবিয়োন-নিবাসীরা। পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি নগরের সাথে গিবিয়োনীয়রা মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ ছিল (১৭ আয়াত), কিন্তু দেখা যাচ্ছে তারা মৈত্রী জোটের অধীন ছিল।

৯:৪ তারাও চতুরতার সঙ্গে কাজ করলো। ইসরাইলের আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তারা ইউসার সঙ্গে সন্ধি করার কৌশল অবলম্বন করলো।

৯:৬ আমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থির করুন। এই অনুরোধের মধ্য দিয়ে তারা ইসরাইলদের বশ্যতা স্বীকার করছিল (দেখুন ১১ আয়াত, যেখানে তারা নিজেদের বলছে 'আমরা আপনাদের গোলাম', সন্দেহ নেই, এটা ছিল তদানীন্তন আন্তর্জাতিক কূটনীতির ভাষা)। নিশ্চিত মৃত্যুর চেয়ে তাদের কাছে আত্মসমর্পণই শ্রেয় বলে বিবেচিত হয়েছিল (২৪ আয়াত)।

৯:৭ সেই হিব্বীয়দের। সম্ভবত হোরীয় (Horites); এরা দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার হুরিয়ান-সংলগ্ন কেনানে বাসকারী এক প্রাচীন নৃগোষ্ঠী (দেখুন ১১:১৯; পয়দা ১০:১৭; ৩৪:২; ৩৬:২; হিজ ২৩:২৩; কাজী ৩:৩; ইউসা ৮:৩০-৩৫)।

৯:৯ আল্লাহ্‌ মাবুদের নাম শুনে। জেরিকোবাসীরাও একই কথা শুনেছিল (দেখুন ২:১০)।

৯:১৪ মাবুদের অভিমত জিজ্ঞাসা করলো না। ইসরাইলরা তাদের বাদশাহ্‌র কাছে পরামর্শ চাইল না যাঁর মিশন তারা

BACIB International Bible CHURCH

লোকেরা তাদের খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলো, কিন্তু মাবুদের অভিমত জিজ্ঞাসা করলো না। [১৫] আর ইউসা তাদের সঙ্গে সন্ধি করে যাতে তারা বাঁচে, এমন নিয়ম করলেন এবং মণ্ডলীর নেতৃবর্গ তাদের কাছে শপথ করলেন ও কসম খেলেন।

[১৬] এভাবে তাদের সঙ্গে নিয়ম স্থির করার পরে তিন দিন গত হলে ওরা শুনতে পেল, তারা আমাদের নিকটস্থ এবং আমাদের মধ্যে বাস করছে। [১৭] পরে বনি-ইসরাইলরা যাত্রা করে তৃতীয় দিনে তাদের নগরগুলোর কাছে উপস্থিত হল। সেসব নগরের নাম গিবিয়োন, কফীরা, বেরোৎ ও কিরিয়ৎ-যিয়ারীম। [১৮] মণ্ডলীর নেতৃবর্গ ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের নামে তাদের কাছে শপথ করেছিলেন বলে বনি-ইসরাইল তাদের আঘাত করলো না, কিন্তু সমস্ত মণ্ডলী নেতাদের বিরুদ্ধে বচসা করতে লাগল। [১৯] তাতে নেতৃবর্গরা সকলে সমস্ত মণ্ডলীকে বললেন, আমরা ওদের কাছে ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের নামে শপথ করেছি, অতএব এখন ওদের স্পর্শ করতে পারি না। [২০] আমরা ওদের প্রতি এ-ই করবো, ওদের জীবিত রাখবো, নতুবা ওদের কাছে যে শপথ করেছি তার জন্য আমাদের উপর গজব উপস্থিত হবে। [২১] অতএব নেতৃবর্গ তাদের বললেন, ওরা জীবিত থাকুক; কিন্তু নেতাদের কথানুসারে তারা সমস্ত মণ্ডলীর জন্য কাঠ কাটবার এবং পানি আনবার লোক হল।

[২২] আর ইউসা তাদের ডেকে এনে বললেন, তোমরা তো আমাদেরই মধ্যে বাস করছো; তবে আমরা তোমাদের থেকে অতি দূরে থাকি, এই কথা বলে কেন আমাদের প্রবঞ্চনা করলে? [২৩] এজন্য তোমরা শাপগ্রস্ত হলে; আমার আল্লাহ্‌র গৃহের জন্য কাঠ কাটবার ও পানি আনবার কাজ করবে, এই গোলামীর কাজ থেকে তোমরা কখনও মুক্তি পাবে না। [২৪] তারা ইউসাকে জবাবে বললো, আপনাদেরকে এ সমস্ত দেশ দেবার ও আপনাদের সম্মুখ থেকে এই দেশবাসী সমস্ত লোককে বিনাশ করার জন্য আপনার আল্লাহ্‌ মাবুদ যে তাঁর গোলাম মূসাকে হুকুম করেছিলেন তার নিশ্চিত সংবাদ আপনার গোলাম আমরা পেয়েছিলাম, সেজন্য আমরা আপনাদের বিষয়ে সব কথা শুনে প্রাণের ভয়ে এই কাজ করেছি। [২৫] এখন দেখুন, আমরা আপনারই অধিকারভুক্ত, আমাদের প্রতি যা করা আপনার ভাল ও ন্যায্য মনে হয় তা-ই করুন। [২৬] পরে তিনি তাদের প্রতি তা-ই করলেন; তিনি বনি-ইসরাইলদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করলেন, তাতে তারা তাদের হত্যা করলো না। [২৭] আর মাবুদের মনোনীত স্থানে মণ্ডলী ও মাবুদের কোরবানগাহ্‌র জন্য কাঠ কাটবার ও পানি আনবার কাজ করার জন্য ইউসা সেই দিনে তাদের নিযুক্ত করলেন; তারা আজ পর্যন্ত তা করছে।

সূর্য থেমে রইল

১০ [১] জেরুশালেমের বাদশাহ্‌ অদোনী-সিদ্দিক যখন শুনতে পেলেন, ইউসা অয় অধিকার করে নিঃশেষে বিনষ্ট করেছেন, জেরিকো ও সেই স্থানের বাদশাহ্‌র প্রতি যেমন করেছিলেন, অয়ের ও সেই স্থানের বাদশাহ্‌র প্রতিও তেমনি করেছেন এবং গিবিয়োন-নিবাসীরা ইসরাইলের সঙ্গে সন্ধি করে তাদের

১০:১, ৪; ১১:১৯; ২শামু ২১:২; ২৪:১।
[৯:১৭] ইউসা ১৫:৯, ৬০; ১৮:১৪, ১৫; কাজী ১৮:১২; ১শামু ৬:২১; ৭:২; জবুর ১৩২:৬; ইয়ার ২৬:২০।
[৯:১৮] কাজী ২১:১, ৭, ১৮; ১শামু ২০:১৭; জবুর ১৫:৪।
[৯:২০] পয়দা ২৪:৮।
[৯:২১] দ্বি:বি ২৯:১১।
[৯:২৩] পয়দা ৯:২৫।
[৯:২৫] ইয়ার ২৬:১৪।
[৯:২৭] দ্বি:বি ২৯:১১।
[১০:১] দ্বি:বি ২০:১৬; ইউসা ৮:২২।

বাস্তবায়ন করছিল।

৯:১৫ সন্ধি করে। গোষ্ঠীপতিরা আল্লাহ্‌র পবিত্র নামে শপথ করলেন যে, ইসরাইলরা তাদের প্রাণে মারবে না। ইসরাইলে এমন সব শপথ করা হতো (দেখুন হিজ ২০:৭; লেবীয় ১৯:১২; ১ শামু ১৪:২৪)।

৯:১৮ সমস্ত মণ্ডলী নেতাদের বিরুদ্ধে বচসা করতে লাগল। হতে পারে, লোকেরা সব কেনানীয়কে ধ্বংস করার বেহেশতী আদেশটি না মানার ফলের কথা ভেবে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু খুব সম্ভব তারা অসন্তোষ প্রকাশ করলো কারণ তারা গিবিয়োনীয়দের নগরগুলো দখল করতে পারেনি।

৯:২১ কাঠ কাটবার এবং পানি আনবার লোক হল। বাড়ির চাকরদের উদ্দেশে বলা একটা সাধারণ কথা (দেখুন দ্বি. বি. ১৯:১১)।

৯:২৩ এজন্য তোমরা শাপগ্রস্ত হলে। এই ঘটনায় কেনানের বিষয়ে নূহের করা ভবিষ্যদ্বাণীটি আংশিক পূর্ণতা পেল। তিনি বলেছিলেন, কেনান একদিন সামের গোলাম হবে (পয়দা ৯:২৫-২৬)।

আমার আল্লাহ্‌র গৃহের জন্য। গিবিয়োনীয়রা কীভাবে 'গোটা জমায়েত'-এর সেবা করবে এখানে হয়তো সেটাই নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে (২১ আয়াত)। ইসরাইলদের শরীয়ত-তাঁবু (এবং পরবর্তী কালে জেরুশালেমের স্থায়ী এবাদতখানায়) এবাদতের জন্য অনেক কাঠ ও পানির দরকার হতো (উৎসর্গ ও ধোয়ার জন্য) এবং সেজন্য অনেক শ্রমিকেরও দরকার হতো। এখন থেকে গিবিয়োনীয়রা, হতে পারে পালানুক্রমে, আল্লাহ্‌র ঘরের জন্য শ্রম দেবে। এভাবে তারা মাবুদের সেবায় যোগদান করেছিল। সোলায়মান যখন সিংহাসনে বসলেন তখন শরীয়ত-তাঁবু এবং পোড়ানো কোরবানীর কোরবানগাহ্‌ গিবিয়োনে ছিল (২ খান্দা ১:৩, ৫)।

৯:২৭ মাবুদের মনোনীত স্থানে। ইউসা শরীয়ত-তাঁবু (এবং এর কোরবানগাহ্‌) শিলোহে স্থানান্তরিত করেছিলেন এবং নিদেনপক্ষে শামুয়েলের কাল না আসা পর্যন্ত তা সেখানেই ছিল (১ শামু ৪:৩)। পরবর্তী কালে মাবুদ জেরুশালেমকে মনোনীত করেছিলেন (১ বাদশা ৯:৩)।

১০:১-৪১ এই অংশে বর্ণিত হয়েছে গিবিয়োন-রক্ষায় ইউসার নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীর এগিয়ে আসা, অয়ালোনে তাদের কাছে দক্ষিণ দিকের রাজাদের সামরিক জোটের পরাজয় এবং ইসরাইলের কাছে নেগেভের দক্ষিণে অবস্থিত সব নগরের নতিস্বীকার।

১০:১ জেরুশালেম। যিবূষীয়দের নগর।

অদোনী-সিদ্দিক। 'অদোনী-সিদ্দিক' নামটির অর্থ 'ধার্মিকতার প্রভু' বা 'আমার (বেহেশতী) প্রভু ধার্মিক'। একই নাম জেরুশালেমের পূর্ববর্তী এক রাজারও ছিল (মাল্‌কীসিদ্দিক;

সঙ্গে আছে; ২ তখন বাদশাহ্ ও তাঁর লোকেরা
ভীষণ ভয় পেল, কেননা গিবিয়োন নগর
রাজধানীর মত বড় এবং অয়ের চেয়েও বড়, আর
সেই স্থানের সমস্ত লোক ছিল বলবান। ৩ আর
জেরুশালেমের বাদশাহ্ অদোনী-সিদ্দিক
হেবরনের বাদশাহ্ হোহম, যর্মূতের বাদশাহ্
পিরাম, লাখীশের বাদশাহ্ যাফিয়ের ও ইগ্লোনের
বাদশাহ্ দবীরের কাছে দূত পাঠিয়ে এই কথা
বললেন; ৪ আমার কাছে উঠে আসুন, আমাকে
সাহায্য করুন, চলুন আমরা গিবিয়োনীয়দের
আঘাত করি; কেননা তারা ইউসা ও বনি-
ইসরাইলদের সঙ্গে সন্ধি করেছে। ৫ অতএব
আমোরীয়দের ঐ পাঁচ বাদশাহ্, অর্থাৎ
জেরুশালেমের বাদশাহ্, হেবরনের বাদশাহ্,
যর্মূতের বাদশাহ্, লাখীশের বাদশাহ্ ও ইগ্লোনের
বাদশাহ্ তাদের সমস্ত সৈন্যকে এক স্থানে
জমায়েত করলেন এবং উঠে গিয়ে গিবিয়োনের
সম্মুখে শিবির স্থাপন করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করলেন।
৬ তাতে গিবিয়োনীয়েরা গিলগলস্থিত শিবিরে
ইউসার কাছে লোক পাঠিয়ে বললো, আপনার
এই গোলামদের ত্যাগ করবেন না, শীঘ্র এসে
আমাদের নিস্তার ও সাহায্য করুন, কেননা
পর্বতময় প্রদেশবাসী আমোরীয়দের সমস্ত
বাদশাহ্ আমাদের বিরুদ্ধে জমায়েত হয়েছেন।
৭ তখন ইউসা সমস্ত যোদ্ধা ও সমস্ত বলবান বীর
সঙ্গে নিয়ে গিলগল থেকে যাত্রা করলেন। ৮ তখন
মাবুদ ইউসাকে বললেন, তুমি তাদের ভয় করো
না; কেননা আমি তোমার হাতে তাদের তুলে
দিয়েছি, তাদের কেউ তোমার সম্মুখে দাঁড়াতে
পারবে না। ৯ পরে ইউসা হঠাৎ তাদের কাছে
উপস্থিত হলেন; তিনি সমস্ত রাত গিলগল থেকে
উপরের দিকে উঠছিলেন। ১০ তখন মাবুদ
ইসরাইলের সাক্ষাতে তাদের আতংকিত
করলেন, তাতে তিনি গিবিয়োনে মহাসংহারে
তাদের সংহার করে বৈৎ-হোরোণের আরোহণ
পথ দিয়ে তাদের তাড়া করলেন এবং অসেকা ও
মক্কেদা পর্যন্ত তাদের আঘাত করলেন। ১১ আর
ইসরাইলের সম্মুখ থেকে পলায়নকালে যখন
তারা বৈৎ-হোরোণের অবরোহণ-পথে ছিল,
তখন মাবুদ অসেকা পর্যন্ত আসমান থেকে
তাদের উপরে বড় বড় শিলা বর্ষণ করলেন,
তাতে তারা মারা পড়লো; বনি-ইসরাইল যত না
লোক তলোয়ার দ্বারা হত্যা করলো, তার চেয়েও
বেশি লোক শিলার আঘাতে মারা পড়লো।
১২ সেই সময়ে যেদিন মাবুদ বনি-ইসরাইলদের
হাতে আমোরীয়দের তুলে দেন, সেদিন ইউসা
মাবুদের কাছে নিবেদন করলেন; আর তিনি
ইসরাইলের সাক্ষাতে বললেন, সূর্য, তুমি স্থগিত
হও গিবিয়োনে, আর চন্দ্র, তুমি অয়ালোন
উপত্যকাতে।
১৩ তখন সূর্য স্থগিত হল ও চন্দ্র স্থির থাকলো,
যতক্ষণ সেই জাতি দুশমনদের উপর প্রতিশোধ
না নিল। এই কথা কি যাশের গ্রন্থে লেখা নেই?

[১০:৩] ইউসা ১২:১১; ১৫:৩৯; ২বাদশা ১৪:১৯; ২খান্দান ১১:৯; ২৫:২৭; ৩২:৯; নহি ১১:৩০; ইশা ৩৬:২; ৩৭:৮; ইয়ার ৩৪:৭; মীখা ১:১৩।
[১০:৫] শুমারী ১৩:২৯; দ্বি:বি ১:৭।
[১০:৬] দ্বি:বি ১১:৩০।
[১০:৮] দ্বি:বি ৩:২; ইউসা ১:৯।
[১০:১০] ১শামু ১৩:১৮; ২খান্দান ৮:৫; ২৫:১৩।
[১০:১১] হিজ ৯:১৮; জবুর ১৮:১২; ইশা ২৮:২, ১৭; ৩২:১৯।
[১০:১২] কাজী ১:৩৫; ১২:১২; ১শামু ১৪:৩১; ১খান্দান ৬:৬৯; ৮:১৩; ২খান্দান ১১:১০; ২৮:১৮।
[১০:১৩] ইশা ৩৮:৮।

দেখুন পয়দা ১৪:১৮ এবং নোট)।

১০:২ রাজধানীর মত বড়। গিবিয়োন বেথেল বা অয় থেকে শুধু আকারে বড় ছিল না কিন্তু জেরুশালেমের সবচেয়ে কাছে ছিল। বেথেল ও অয় জয় করে এবং গিবিয়োন পদানত করে এলাকাটি কার্যত দুটি অংশে বিভক্ত করে ইসরাইলরা কেন্দ্রীয় পাহাড়ী এলাকায় নিজেদের অবস্থান সুসংহত করেছিল। স্বভাবতই জেরুশালেমের বাদশাহ্ বুঝতে পেরেছিলেন তার পালা আসন্ন। ফলে তিনি ইসরাইলদের বিরুদ্ধে সব কেনানীয়কে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। হতে পারে, গিবিয়োনের উপর তার কোনো রাজনৈতিক আধিপত্য ছিল বা তা তিনি দাবি করতেন। সেজন্য ইসরাইলদের কাছে গিবিয়োনীয়দের আত্মসমর্পণকে তিনি বিদ্রোহ হিসেবে নিয়েছিলেন।

বলবান। গিবিয়োনীয়রা যুদ্ধে কার্যকর ভূমিকার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তবু তারা ইসরাইলদের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি করেছিল কারণ তারা ছিল বেশ বুদ্ধিমান।

১০:৫ আমোরীয়দের ঐ পাঁচ বাদশাহ্। দক্ষিণ পাহাড়ী দেশের পাঁচটি প্রধান নগরের শাসক। এখানে উপকূলবর্তী কেনানীয়দের থেকে পাহাড়ী আমোরীয়দের পৃথক করা হয়েছে।

১০:৬ শীঘ্র এসে আমাদের নিস্তার ও সাহায্য করুন। উদ্ধারের এমন জরুরি আবেদন পেশ করা হল এমন এক ব্যক্তির কাছে যার নামের অর্থ 'মাবুদ রক্ষা করেন'। গিবিয়োনীয়দের সঙ্গে ইউসার করা সন্ধির শর্ত অনুসারে গিবিয়োন বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে ইসরাইলদের তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হতো।

১০:৯ হঠাৎ তাদের কাছে উপস্থিত হলেন। ইউসা খুব ভোরে, হতে পারে তখনও আকাশে চাঁদ ছিল, ঠিক সেই সময়ে আক্রমণ করলেন (১২ আয়াত)।

সমস্ত রাত গিলগল থেকে উপরের দিকে উঠছিলেন। গিল্‌গল ছিল গিবিয়োন থেকে প্রায় ২০ মাইল পূর্বে, ফলে ইউসার লোকদের চড়াই উৎরাই পার হতে হয়েছিল।

১০:১০ তাদের আতংকিত করলেন। হিব্রুতে একে বলা হয় আকস্মিক ভয় বা আতঙ্ক।

১০:১১ বৈৎ-হোরোণের অবরোহণ-পথে। জেরুশালেমের ঠিক উত্তরে অবস্থিত মূল পূর্ব-পশ্চিম চৌমাথা লক্ষ্য করে নীচের অয়ালোনের সমভূমির দিকে অনেকখানি পথ।

বড় বড় শিলা বর্ষণ। মাবুদ যে তাঁর অস্ত্র হিসেবে প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ ব্যবহার করেন তার নিদর্শন-স্বরূপ (দেখুন কাজী ৫:২০; ১ শামু ৭:১০; আইউব ৩৮:২২-২৩; জবুর ১৮:১২-১৪।

১০:১৩ তখন সূর্য স্থগিত হল ও চন্দ্র স্থির থাকলো। মাবুদের এই অলৌকিক কীর্তির উল্লেখ করে ইউসা বোঝালেন, তিনি যা চান মাবুদ তা করেন।

১০:১৩ যাশের গন্থে। ইসরাইলের যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসের প্রাথমিক সংকলন যা এখন বিলুপ্ত। হতে পারে, এতে কাব্যিকভাবে ইসরাইলদের যুদ্ধের কথা লেখা হয়েছিল; দেখুন ২ শামু ১:১৮; দেখুন কাজী ৫:১-৩১ আয়াতের নোট।

অস্ত গমন করতে প্রায় সম্পূর্ণ এক দিন বিলম্ব করলো। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, আল্লাহ্ ইসরাইলদের হাতে শত্রুপক্ষের পরাজয় ত্বরান্বিত করার জন্য দিনের আলো বাড়িয়ে

আর আসমানের মধ্যস্থানে সূর্য স্থির থাকলো, অস্ত
গমন করতে প্রায় সম্পূর্ণ এক দিন বিলম্ব
করলো। ১৪ তার আগে বা পরে মাবুদ যে
মানুষের আবেদনে এভাবে মনযোগ দিয়েছেন,
এমন আর কোন দিন হয় নি; কেননা মাবুদ
ইসরাইলের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন।
১৫ পরে ইউসা সমস্ত ইসরাইলকে সঙ্গে নিয়ে
গিলগলস্থ শিবিরে ফিরে আসলেন।

পাঁচ জন বাদশাহ্‌র পরাজয়

১৬ আর ঐ পাঁচ জন বাদশাহ্‌ পালিয়ে গিয়ে মক্কে
দার গুহাতে লুকিয়েছিলেন। ১৭ পরে সেই পাঁচ
জন বাদশাহ্‌কে মক্কেদার গুহাতে লুকানো অবস্থায়
পাওয়া গেছে, এই সংবাদ ইউসাকে দেওয়া হল।
১৮ ইউসা বললেন, তোমরা সেই গুহার মুখে
কয়েকখানা বড় বড় পাথর গড়িয়ে দিয়ে সেটা
পাহারা দেবার জন্য কয়েকজন লোক নিযুক্ত
কর। ১৯ কিন্তু তোমরা নিজেরা বিলম্ব করো না,
দুশমনদের পিছনে ধাবমান হও ও তাদের
সৈন্যদের পিছন দিক থেকে আঘাত কর, তাদের
নিজ নিজ নগরে প্রবেশ করতে দিও না; কেননা
তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ তাদেরকে তোমাদের হাতে
তুলে দিয়েছেন। ২০ পরে ইউসা ও বনি-ইসরাইল
তাদের সর্বনাশ পর্যন্ত নির্দয়ভাবে তাদের সংহার
করলেন, ওদের কতিপয় মাত্র অবশিষ্ট লোক
পালিয়ে প্রাচীর-বেষ্টিত কোন কোন নগরে প্রবেশ
করলো। ২১ পরে সমস্ত লোক মক্কেদায় ইউসার
কাছে শিবিরে সহিসালামতে ফিরে এল; বনি-
ইসরাইলদের কারো বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে
সাহস পেল না।
২২ পরে ইউসা বললেন, তোমরা ঐ গুহার মুখ
খুলে সেখান থেকে সেই পাঁচ জন বাদশাহ্‌কে
বের করে আমার কাছে আন। ২৩ তারা তা-ই
করলো, ফলত জেরুশালেমের বাদশাহ্‌,
হেবরনের বাদশাহ্‌, যর্মূতের বাদশাহ্‌, লাখীশের
বাদশাহ্‌ ও ইগ্লোনের বাদশাহ্‌, এই পাঁচ
বাদশাহ্‌কে সেই গুহা থেকে বের করে তাঁর কাছে
আনলো। ২৪ এভাবে তারা ঐ বাদশাহ্‌দেরকে
ইউসার কাছে আনলে ইউসা ইসরাইলের সমস্ত
পুরুষকে ডাকলেন এবং যারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে
গিয়েছিল তাদের সেনাপতিদের বললেন, তোমরা
কাছে এসো, এই বাদশাহ্‌দের ঘাড়ে পা রাখ;
তাতে তারা কাছে এসে তাদের ঘাড়ে পা রাখল।
২৫ আর ইউসা তাদের বললেন, ভয় করো না ও
নিরাশ হয়ো না, বলবান হও ও সাহস কর;
কেননা তোমরা যে দুশমনদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে,
তাদের সকলের প্রতি মাবুদ এইরূপ করবেন।
২৬ পরে ইউসা আঘাত করে সেই পাঁচ
বাদশাহ্‌কে হত্যা করলেন ও তাঁদের লাশ পাঁচটি
গাছে টাঙ্গিয়ে দিলেন; তাতে তাঁরা সন্ধ্যাকাল
পর্যন্ত তাঁদের লাশ গাছে টাঙ্গান রইলো। ২৭ পরে
সূর্যাস্তের সময়ে লোকেরা ইউসার হুকুমে তাঁদের
লাশ গাছ থেকে নামিয়ে যে গুহাতে তাঁরা লুকিয়ে
ছিলেন সেই গুহায় নিক্ষেপ করলো ও গুহার
মুখটা বড় বড় পাথর দিয়ে ঢেকে রাখল; তা
আজও রয়েছে।
২৮ আর সেই দিনে ইউসা মক্কেদা অধিকার
করলেন এবং মক্কেদা ও সেই স্থানের বাদশাহ্‌কে
তলোয়ারের দ্বারা আঘাত করলেন; সেই স্থানের
সমস্ত প্রাণীকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করলেন, কাউকেও
অবশিষ্ট রাখলেন না; যেমন জেরিকোর বাদশাহ্‌র
প্রতি করেছিলেন, মক্কেদার বাদশাহ্‌র প্রতিও ঠিক
তা-ই করলেন।
২৯ পরে যিহেশূয় সমস্ত ইসরাইলকে সঙ্গে করে
মক্কেদা থেকে লিবনাতে গিয়ে লিবনার বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করলেন। ৩০ তাতে মাবুদ লিবনা ও সেই
স্থানের বাদশাহ্‌কে ইসরাইলের হাতে তুলে
দিলেন; তারা লিবনা ও সেই স্থানের সমস্ত
প্রাণীকে তলোয়ারের দ্বারা আঘাত করলো, তার
মধ্যে কাউকেও অবশিষ্ট রাখল না; যেমন
জেরিকোর বাদশাহ্‌র প্রতি করেছিল, সেই স্থানের
বাদশাহ্‌র প্রতিও তেমনি করলো।
৩১ পরে ইউসা সমস্ত ইসরাইলকে সঙ্গে নিয়ে
লিবনা থেকে লাখীশে গিয়ে তার বিরুদ্ধে শিবির
স্থাপন করে যুদ্ধ করলেন। ৩২ আর মাবুদ

[১০:১৪] হিজ ১৪:১৪; জবুর ১০৬:৪৩; ১৩৬:২৪; ইশা ৬৩:১০; ইয়ার ২১:৫।
[১০:১৬] জবুর ৬৮:১২।
[১০:২০] ২খান্দান ১১:১০; ইয়ার ৪:৫; ৫:১৭; ৮:১৪; ৩৫:১১।
[১০:২৪] ২শামু ২২:৪০; জবুর ১১০:১; ইশা ৫১:২৩।
[১০:২৫] দ্বি:বি ৩১:৬।
[১০:২৭] দ্বি:বি ২১:২৩।
[১০:২৮] দ্বি:বি ২০:১৬।
[১০:২৯] শুমারী ৩৩:২০।

দিয়েছিলেন। আবার অন্যরা বলেন, সম্ভবত আকাশ মেঘলা থাকায় দিনটি ঠাণ্ডা ছিল ফলে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে কোনো বাধা ছিল না। তবে, ঠিক কী ঘটেছিল তা আমরা জানি না, কিন্তু যা জানি তা হচ্ছে, এই ঘটনায় বেহেশতী হস্তক্ষেপ ছিল।

১০:১৬ মক্কেদা। অসেকার কাছে একটি নগর (১০ আয়াত); এর অবস্থান পশ্চিম পর্বতশ্রেণির পাদদেশস্থ পাহাড়ে যেখানে ইউসার সেনারা শিবির স্থাপন করেছিল।

১০:১৯ দুশমনদের পিছনে ধাবমান হও। দক্ষিণের নগরগুলো রক্ষা করতে যারা লড়ছিল তাদের বেশির ভাগই তাদের দুর্গের নিরাপদ স্থানে পৌঁছবার আগে ইসরাইলদের হাতে ধরা পড়ে মৃত্যুবরণ করলো।

১০:২১ কোন কথা বলতে সাহস পেল না। এখানে যে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা হচ্ছে, ইসরাইলদের বিরুদ্ধে কেউ মৃদু প্রতিবাদ করারও সাহস পেল না।

১০:২৪ এই বাদশাহ্‌দেরর ঘাড়ে পা রাখ। প্রাচীন দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোয় যুদ্ধ শেষ হলে পরাজিত শত্রুর অধিনায়কদের প্রকাশ্যে অপমান করার রেওয়াজ ছিল।

১০:২৬ তাঁদের লাশ পাঁচটি গাছে টাঙ্গিয়ে দিলেন। যেন সবাই দেখতে পায় সেভাবে তাদের লাশগুলো পাঁচটি থামে টাঙিয়ে রাখা হল। দেখুন দ্বি. বি. ২১:২২ আয়াতের নোট।

১০:২৭ বড় বড় পাথর দিয়ে ঢেকে রাখল। কেনান জয়ের স্মরণে এই নিয়ে ছয়টি স্মারক নির্মিত হল (দেখুন ৪:৯ আয়াতের নোট)।

১০:২৮ সেই স্থানের সমস্ত প্রাণীকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করলেন। তাদের মন্দতার জন্য মক্কেদার (যা বোঝায় তারা 'মাবুদের প্রতি

লাখীশকে ইসরাইলের হাতে তুলে দিলেন ও
তারা দ্বিতীয় দিনে তা অধিকার করে যেমন
লিবনার প্রতি করেছিল, তেমনি লাখীশ ও সেই
স্থানের সমস্ত প্রাণীকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত
করলো।
৩৩ সেই সময়ে গেষরের বাদশাহ্ হোরম
লাখীশের সহায়তা করতে এসেছিলেন; আর
ইউসা তাঁকে ও তাঁর লোকদের আঘাত করলেন;
তাঁর কাউকেও অবশিষ্ট রাখলেন না।
৩৪ পরে ইউসা সমস্ত ইসরাইলকে সঙ্গে নিয়ে
লাখীশ থেকে ইগ্লোনে যাত্রা করলেন, আর তারা
সেই স্থানের সম্মুখে শিবির স্থাপন করে তার
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো। ৩৫ আর সেদিন তা হস্তগত
করে, যেমন লাখীশের প্রতি করেছিল, তেমনি
তলোয়ারের দ্বারা আঘাত করে সেদিন সেই
স্থানের সমস্ত প্রাণীকে নিঃশেষে বিনষ্ট করলো।
৩৬ পরে ইউসা সমস্ত ইসরাইলকে সঙ্গে নিয়ে
ইগ্লোন থেকে হেবরনে যাত্রা করলেন, আর তারা
তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো। ৩৭ আর তা অধিকার
করে সেই নগর ও সেই স্থানের বাদশাহ্ ও অধীন
সমস্ত নগর ও সমস্ত প্রাণীকে তলোয়ার দ্বারা
আঘাত করলো; যেমন তিনি ইগ্লোনের প্রতি
করেছিলেন, তেমনি কাউকেও অবশিষ্ট রাখলেন
না; হেবরন ও সেই স্থানের সমস্ত প্রাণীকে
নিঃশেষে বিনষ্ট করলেন।
৩৮ পরে ইউসা ফিরে এসে সমস্ত ইসরাইলকে
সঙ্গে নিয়ে দবীরে এসে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করলেন। ৩৯ আর সেই নগর ও সেই স্থানের
বাদশাহ্‌কে ও অধীন সমস্ত নগর অধিকার করে
তলোয়ারের আঘাতে সেই স্থানের সমস্ত প্রাণীকে
নিঃশেষে বিনষ্ট করলো; তিনি কাউকেও অবশিষ্ট
রাখলেন না; যেমন তিনি হেবরনের প্রতি এবং
লিবনার ও সেই স্থানের বাদশাহ্‌র প্রতি
করেছিলেন, দবীরের ও সেই স্থানের বাদশাহ্‌র

[১০:৩৩] ইউসা ১২:১২; ১৬:৩, ১০; ২১:২১; কাজী ১:২৯; ২শামু ৫:২৫; ১বাদশা ৯:১৫; ১খান্দান ৬:৬৭।
[১০:৩৬] পয়দা ১৩:১৮; ইউসা ১৪:১৩; ১৫:১৩; ২০:৭; ২১:১১; কাজী ১৬:৩।
[১০:৪০] পয়দা ১২:৯; ইউসা ১২:৮; ১৫:১৯, ২১; ১৮:২৫; ১৯:৮; ১শামু ৩০:২৭।
[১০:৪১] পয়দা ১৪:৭।
[১০:৪১] পয়দা ১০:১৯।
[১০:৪৩] ইউসা ৫:৯; ১শামু ৭:১৬; ১০:৮; ১১:১৪; ১৩:১২ ওড়ংযঁধ ১১।
[১১:১] কাজী ৪:২, ১৭; ১শামু ১২:৯।
[১১:২] শুমারী ৩৪:১১; দ্বিঃবি ৩:১৭।
[১১:৩] হিজ ৩:৮; দ্বিঃবি ৭:১।
[১১:৪] পয়দা ১২:২; কাজী ৭:১২; ১শামু ১৩:৫।
[১১:৫] কাজী ৫:১৯।

প্রতিও ঠিক তা-ই করলেন।
৪০ এভাবে ইউসা সমস্ত দেশ, পর্বতময় প্রদেশ,
দক্ষিণ অঞ্চল, নিম্নভূমি ও পর্বত-পার্শ্ব এবং
সেসব অঞ্চলের সমস্ত বাদশাহ্‌কে আঘাত
করলেন, কাউকেও অবশিষ্ট রাখলেন না; তিনি
ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদের হুকুম অনুসারে
শ্বাসবিশিষ্ট সকলকেই নিঃশেষে বিনষ্ট করলেন।
৪১ এভাবে ইউসা কাদেশ-বর্ণেয় থেকে গাজা
পর্যন্ত তাদের এবং গিবিয়োন পর্যন্ত গোশনের
সমস্ত দেশকে আঘাত করলেন। ৪২ ইউসা এই
সমস্ত দেশ ও বাদশাহ্‌দেরকে একই সময়ে
হস্তগত করলেন, কারণ ইসরাইলের আল্লাহ্
মাবুদ ইসরাইলের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন।
৪৩ পরে ইউসা সমস্ত ইসরাইলকে সঙ্গে নিয়ে
গিলগলে অবস্থিত শিবিরে ফিরে আসলেন।

সম্মিলিত বাদশাহ্‌রা ও উত্তরাঞ্চলবাসী কেনানীয়দের পরাজয়

১১ ১ পরে যখন হাৎসোরের বাদশাহ্ যাবীন
সেই সংবাদ পেলেন, তখন তিনি
মাদোনের বাদশাহ্ যোববের, শিম্রোণের বাদশাহ্‌র
ও অক্‌ষফের বাদশাহ্‌র কাছে, ২ এবং উত্তরে,
পর্বতময় প্রদেশে, কিন্নেরতের দক্ষিণস্থ অরাবাতে,
নিম্নভূমিতে ও পশ্চিমে দোর নামক পাহাড়ী
এলাকায় অবস্থিত বাদশাহ্‌দের কাছে দূত প্রেরণ
করলেন। ৩ এছাড়া, পূর্ব ও পশ্চিম দেশীয়
কেনানীয় এবং পর্বতময় প্রদেশস্থ আমোরীয়,
হিট্টিয়, পরিষীয় ও যিবূষীয় এবং হার্মোণ
পাহাড়ের নিচে অবস্থিত মিস্পাদেশীয়
হিব্বীয়দের কাছে দূত প্রেরণ করলেন। ৪ তাতে
তাঁরা নিজ নিজ সমস্ত সৈন্য, সমুদ্রতীরস্থ
বালুকণার মত অসংখ্য লোক এবং অনেক
অনেক ঘোড়া ও রথ সঙ্গে নিয়ে বের হলেন।
৫ আর এই বাদশাহ্‌রা সকলে পরামর্শ করে
একত্র হলেন; তাঁরা ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করার

অনুরক্ত' ছিল) অধিবাসীদের উপর পবিত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল (দেখুন ৬:১৭ এবং নোট)। দক্ষিণের বাকি প্রধান নগরগুলোও একই দুর্ভাগ্য বরণ করেছিল (২৯-৪২ আয়াত)।

১০:৩৩ গেষরের বাদশাহ্। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশদ: তল্লাটের সবচেয়ে শক্তিশালী নগরের বাদশাহ্‌র পরাজয়। গেসর শেষ পর্যন্ত মিসরের পকেটস্থ হয়েছিল এবং বিয়ের উপহার হিসেবে বাদশাহ্ সোলায়মান তা পেয়েছিলেন (দেখুন ১ বাদশা ৯:১৬)।

১০:৩৮ দবীর। 'কিরিয়ৎ সেফার' নামেও পরিচিত (১৫:১৫)। এক সময় এই নগর 'তাল বেইত মিরসিম' দিয়ে চিহ্নিত হতো। অতি সম্প্রতি, যেভাবেই হোক, হেবরোনের প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত 'খিরবেত রাবুদ' আর 'দবীর' একই বলে মানা হচ্ছে।

১০:৪১ কাদেশ-বর্ণেয় থেকে গাজা পর্যন্ত। এলাকার পশ্চিমাংশের দক্ষিণ-থেকে-উত্তর সীমানা।

গোশন। মিসরের ব-দ্বীপে অবস্থিত গোশন যেন বিভ্রান্ত না করে সেজন্য পূর্ব নেগেভকে কদাচিৎ এই নামে ডাকা হয়; নেগেভ নামে একটি নগরও আছে (১৫:৫১)। গোশন এবং গিবিয়োন এলাকার পূর্বাংশের দক্ষিণ-থেকে-উত্তর সীমানা চিহ্নিত করে।

১১:১-২৩ শুধু উত্তরের নগরগুলো জয় করা বাকি ছিল। এই অংশে রয়েছে:- গালীলের পাহাড়ি এলাকা দখলের মূল লড়াই, হাৎসোর ও উত্তরের অন্য বাদশাহ্‌দের মিলিত শক্তির পরাজয় এবং কেনানের দক্ষিণ ও মূল ভূখণ্ডে ইউসার সব বিজয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

১১:১ হাৎসোরের বাদশাহ্ যাবীন। যাবীন হয়তো কোনো রাজবংশীয় নাম। দবোরার সময়ে তা পুনরায় ব্যবহার করা হয়েছে (কাজী ৪:২)।

১১:২ কিন্নেরত। 'কিন্নেরৎ' শব্দটির অর্থ 'বীণা'; কিন্নেরৎ সাগরটি পরবর্তী কালে গিনেষরৎ বা গালীল সাগর নামে পরিচিত হয় (দেখুন দ্বি. বি. ৩:১৭)।

১১:৪ সমুদ্রতীরস্থ বালুকণার মত অসংখ্য লোক। বৃহৎ সংখ্যা বোঝাতে ব্যবহৃত উপমা (পয়দা ২২:১৭ আয়াতের নোট)।

১১:৫ এই বাদশাহ্‌রা। যাবীনের সমাবেশ জর্ডান উপত্যকায় আরবা (২ আয়াত) থেকে কর্মিল পাহাড়ের দক্ষিণে উপকূলবর্তী দোর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

জন্য মেরোম জলাশয়ের কাছে এসে একত্রে
শিবির স্থাপন করলেন।
৬ তখন মাবুদ ইউসাকে বললেন, তুমি ওদের
ভয় করো না; কেননা আগামীকাল এমন সময়ে
আমি ইসরাইলের সম্মুখে ওদের সকলকেই শেষ
করে দিয়ে তোমার হাতে তুলে দেব; তুমি ওদের
ঘোড়ার পায়ের শিরা কেটে দেবে ও সমস্ত রথ
আগুনে পুড়িয়ে দেবে। ৭ তখন ইউসা সমস্ত সৈন্য
সঙ্গে নিয়ে মেরোম জলাশয়ের কাছে তাদের
বিরুদ্ধে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে তাদের আক্রমণ
করলেন। ৮ তাতে মাবুদ তাদের ইসরাইলের
হাতে তুলে দিলেন এবং তারা তাদের আঘাত
করলো, আর মহাসীদোন ও মিস্রিফোৎ-ময়িম
পর্যন্ত ও পূর্ব দিকে মিস্পীর উপত্যকা পর্যন্ত
তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল এবং তাদের আঘাত
করে কাউকে অবশিষ্ট রাখল না। ৯ আর ইউসা
তাদের প্রতি মাবুদের হুকুম অনুসারে কাজ
করলেন; তিনি তাদের ঘোড়ার পায়ের শিরা
কেটে দিলেন ও তাদের সমস্ত রথ আগুনে পুড়িয়ে
দিলেন।
১০ ঐ সময়ে ইউসা ফিরে এসে হাৎসোর
অধিকার করলেন ও তলোয়ার দ্বারা সেই স্থানের
বাদশাহ্‌কে আঘাত করলেন, কেননা পূর্বকাল
থেকেই হাৎসোর সেই সকল রাজ্যের প্রধান
ছিল। ১১ আর লোকেরা সেই স্থানের সমস্ত
প্রাণীকে তলোয়ারের আঘাতে নিঃশেষে বিনষ্ট
করলো; তার মধ্যে শ্বাসবিশিষ্ট কাউকেও অবশিষ্ট
রাখল না। তিনি হাৎসোর আগুনে পুড়িয়ে
দিলেন। ১২ আর ইউসা ঐ বাদশাহ্‌দের সমস্ত

[১১:৬] পয়দা ৪৯:৬।
[১১:৮] পয়দা ১০:১৫; কাজী ১৮:৭।
[১১:১০] ইশা ৩:২৫; ইয়ার ৪১:২; ৪৪:১৮।
[১১:১১] দ্বি:বি ২০:১৬-১৭।
[১১:১২] শুমারী ৩৩:৫০-৫২; দ্বি:বি ৭:২।
[১১:১৪] দ্বি:বি ২০:১৬।
[১১:১৫] হিজ ৩৪:১১; দ্বি:বি ৭:২।
[১১:১৬] শুমারী ১৩:১৭।
[১১:১৬] ইউসা ১০:৪১।
[১১:১৭] পয়দা ১৪:৬; শুমারী ২৪:১৮; দ্বি:বি ৩৩:২।
[১১:২০] হিজ

নগর ও সেসব নগরের সমস্ত বাদশাহ্‌কে অধিক-
ার করলেন এবং মাবুদের গোলাম মূসার হুকুম
অনুসারে তলোয়ারের আঘাতে তাদের নিঃশেষে
বিনষ্ট করলেন। ১৩ কিন্তু যেসব নগর নিজস্ব
সকল ঢিবির উপরে স্থাপিত ছিল, ইসরাইল
সেগুলোর একটিও পোড়াল না; কেবল ইউসা
হাৎসোর পুড়িয়ে দিলেন। ১৪ আর বনি-ইসরাইল
সেসব নগরের সমস্ত দ্রব্য ও পশু নিজেদের জন্য
লুট করে নিল, প্রত্যেক মানুষকে তলোয়ারের
আঘাতে সংহার করলো; তাদের মধ্যে শ্বাস
বিশিষ্ট কাউকেও অবশিষ্ট রাখল না। ১৫ মাবুদ
তাঁর গোলাম মূসাকে যেরকম হুকুম করেছিলেন,
মূসা ইউসাকে সেরকম হুকুম করেছিলেন, আর
ইউসাও সেই অনুসারে কাজ করলেন; তিনি
মূসার প্রতি উক্ত মাবুদের সমস্ত হুকুমের একটি
কথাও অন্যথা করলেন না।
১৬ এভাবে ইউসা সেসব প্রদেশ, পর্বতময়
প্রদেশ, সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চল, সমস্ত গোশন দেশ,
নিম্নভূমি, অরাবা সমভূমি, ইসরাইলের পর্বতময়
প্রদেশ ও তার নিম্নভূমি, ১৭ সেয়ীরগামী হালক
পর্বত থেকে হর্মোণ পর্বতের তলস্থ লেবাননের
উপত্যকাতে অবস্থিত বালগাদ পর্যন্ত অধিকার
করলেন এবং তাদের সমস্ত বাদশাহ্‌কে ধরে
তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করলেন। ১৮ ইউসা
বহুকাল পর্যন্ত সেই বাদশাহ্‌দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করলেন। ১৯ গিবিয়োন-নিবাসী হিব্বীয়েরা ছাড়া
আর কোন নগরের লোক বনি-ইসরাইলদের
সঙ্গে সন্ধি করলো না; তারা সমস্তই যুদ্ধ করে
অধিকার করলো। ২০ কারণ মাবুদই তাদের

মেরোম জলাশয়। সম্ভবত গালীল সাগরের প্রায় আট মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত আধুনিক মেইরান।

১১:৬ ঘোড়ার পায়ের শিরা কেটে দেবে। গোড়ালির উপরকার লিগামেন্ট কেটে ঘোড়াকে খোঁড়া করে দেওয়া যাতে সে আর হাঁটতে না পারে।

সমস্ত রথ আগুনে পুড়িয়ে দেবে। সোলায়মান-পূর্ব ইসরাইলীয় সেনাবাহিনীতে যুদ্ধের এই অগ্রসর উপকরণগুলোর ব্যবহার ছিল না (দেখুন ১ বাদশা ৯:২২; ১০:২৬-২৯)।

১১:১০ ইউসা ফিরে এসে হাৎসোর অধিকার করলেন। হয়তো তার সবচেয়ে বড় জয়। এর আগে হাৎসোরের সশস্ত্র বাহিনী, যেভাবেই হোক, মেরোমে পরাজিত হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন থেকে জানা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ (২০০১ সালের খনন প্রতিবেদনে উল্লিখিত), ১৩০০ এবং ১২৩০ সালে কেনানীয় নগরটি ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়েছিল। নগরটা বিশ্রীভাবে পুড়ে গিয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ১৩০০ সালের ধ্বংসচিহ্নটি হয়তো মিসরের বাদশাহ্ হোরেমহাবের কীর্তি। তাহলে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ বা ১২৩০ সালের ধ্বংসচিহ্নটি ইউসার বিজয়ের স্মারক। যারা মনে করেন ইউসার বিজয়ের কাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৩০০ সালের আগে তারা খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ সালের ধ্বংসচিহ্নের কথা বলেন; আবার যারা মনে করেন ইউসার বিজয়ের কাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৩০০ সালের পরে তারা খ্রীষ্টপূর্ব ১২৩০ সালের ধ্বংসচিহ্নের কথা বলেন। সম্পূর্ণ ধ্বংসের নিষেধাজ্ঞাটি আরেকবার প্রযুক্ত হল (১১ আয়াত)।

১১:১৩ যেসব নগর নিজস্ব সকল ঢিবির উপরে স্থাপিত ছিল। হিব্রু শব্দ ‘তেল’ (আরবী ‘তাল’)। পুরনো বসতির রাবিশগুলো একটার পর একটা জড়ো করে সাজানো টিলা (দেখুন ৭:২ আয়াতের নোট; ইয়ারমিয়া ৩০:১৮)।

১১:১৫ একটি কথাও অন্যথা করলেন না। ইসরাইলের দখলীকৃত মোট জমির পরিমাণ দিয়ে ইউসার সাফল্য মূল্যায়ন করা উচিত নয়, বরং তার সাফল্য মূল্যায়ন করা উচিত আল্লাহ্‌র দেওয়া নির্দিষ্ট আদেশগুলোর আলোকে যা তিনি সুচারুভাবে পালন করেছিলেন।

১১:১৬ সেসব প্রদেশ... । কেনানের ভূগোল-বিষয়ক একটা পাঠ এসে গেল (দেখুন মানচিত্র)।

১১:১৭ হালক পর্বত। কাদেশ-বর্ণেয়র পূর্ব দিক পর্যন্ত বিস্তৃত নির্জন ও উষর পাহাড়ী চূড়া যা ইসরাইলের দক্ষিণের শেষ সীমা চিহ্নিত করে।

বালগাদ। হর্মোন পাহাড়ের পশ্চিমে প্রথম উপত্যকা।

১১:১৮ বহুকাল পর্যন্ত। কালুতের জীবনের কিছু সময় (Life span of Caleb) থেকে ইউসার বিজয়গুলোর সময়কালের একটা হিসাব পাওয়া যায়: ইউসার প্রথম জয় (৭৮ বছর; দ্বি. বি. ২:১৪ আয়াতের সঙ্গে ১৪:৭ আয়াতের তুলনা করুন) থেকে হেবরোন জয় (৮৫ বছর; দেখুন ১৪:১০) পর্যন্ত সাত বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল।

অন্তর কঠিন করে দিয়েছিলেন, যেন তারা
ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করে, আর তিনি তাদের
নির্বিচারে বিনষ্ট করেন, তাদের প্রতি করুণা না
করেন, কিন্তু তাদের সংহার করেন; যেমন মাবুদ
মূসাকে হুকুম করেছিলেন।
২১ আর সেই সময়ে ইউসা এসে পর্বতময়
প্রদেশ– হেবরন, দবীর ও অনাব, এহুদার সমস্ত
পর্বতময় প্রদেশ, আর ইসরাইলের সমস্ত পর্বতময়
প্রদেশ থেকে অনাকীয়দের উচ্ছেদ করলেন;
ইউসা তাদের নগরগুলোর সঙ্গে তাদের
সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করলেন। ২২ বনি-ইসরাইলদের
দেশে অনাকীয়দের কেউ অবশিষ্ট থাকলো না;
কেবল গাজায়, গাত ও অসদোদে কিছু কিছু
অনাকীয় অবশিষ্ট থাকলো। ২৩ এভাবে মূসার
প্রতি মাবুদের সমস্ত কালাম অনুসারে ইউসা সমস্ত
দেশ অধিকার করলেন; আর ইউসা প্রত্যেক বংশ
অনুযায়ী বিভাগ অনুসারে তা অধিকারের জন্য
ইসরাইলকে দিলেন। পরে দেশ যুদ্ধ থেকে বি-
শ্রাম পেল।

হযরত মূসা কর্তৃক পরাজিত বাদশাহ্‌দের তালিকা

১২ ১ জর্ডানের পারে সূর্যোদয়ের দিকে বনি-
ইসরাইল দেশের যে দুই বাদশাহ্‌কে
আক্রমণ করে তাঁদের দেশ, অর্থাৎ অর্ণোন
উপত্যকা থেকে হর্মোন পর্বত পর্যন্ত এবং পূর্ব
দিকে অবস্থিত সমস্ত অরাবা সমভূমি, এই দেশ
অধিকার করেছিল, সেই দুই বাদশাহ্‌ এই:
২ হিষবোন-নিবাসী আমোরীয়দের বাদশাহ্‌ সীহোন;
তিনি অর্ণোন উপত্যকার সীমাস্থ অরোয়ের
উপত্যকার মধ্যস্থিত নগর থেকে এবং অর্ধেক
গিলিয়দ, অম্মোনীয়দের সীমা যব্বোক নদী পর্যন্ত,
৩ এবং কিন্নেরৎ হ্রদ পর্যন্ত অরাবা সমভূমিতে, পূর্ব
দিকে ও বৈৎ-যিশীমোতের পথে অরাবা সমভূমিস্থ
লবণ-সমুদ্র পর্যন্ত, পূর্ব দিকে এবং পিসগা পাহ-
াড়শ্রেণীর ঢালু অংশের নিচ পর্যন্ত দক্ষিণ দেশে
রাজত্ব করছিলেন। ৪ আর বাশনের বাদশাহ্‌
উজের অঞ্চল; তিনি অবশিষ্ট রফায়ীয় বংশোদ্ভূত
ছিলেন এবং অষ্টারোৎ ও ইদ্রিয়ীতে বাস করতেন;
৫ আর হর্মোণ পর্বতে সলখা এবং গশূরীয়দের ও
মাখাথীয়দের সীমা পর্যন্ত সমস্ত বাশন দেশে এবং
হিষবোনের সীহোন বাদশাহ্‌র সীমা পর্যন্ত অর্ধেক
গিলিয়দ দেশে রাজত্ব করছিলেন। ৬ মাবুদের
গোলাম মূসা ও বনি-ইসরাইল এদের আক্রমণ
করেছিলেন এবং মাবুদের গোলাম মূসা সেই
দেশ অধিকার হিসেবে রূবেণীয় ও গাদীয়দের
এবং মানশার অর্ধেক বংশকে দিয়েছিলেন।

হযরত ইউসা কর্তৃক পরাজিত বাদশাহ্‌দের তালিকা

৭ জর্ডানের এপারে পশ্চিম দিকে লেবাননের
উপত্যকাতে অবস্থিত বালগাদ থেকে সেয়ীরগামী
হালক পর্বত পর্যন্ত ইউসা ও বনি-ইসরাইল দেশের
যে যে বাদশাহ্‌কে আঘাত করলেন ও ইউসা
যাদের দেশ অধিকার হিসেবে নিজ নিজ বিভাগ
অনুসারে ইসরাইলের বংশগুলোকে দিলেন,
৮ সেসব বাদশাহ্‌, অর্থাৎ পর্বতময় দেশ,
নিম্নভূমি, অরাবা সমভূমি, পর্বত-পার্শ্ব, মরুভূমি ও
দক্ষিণাঞ্চল-নিবাসী হিট্টিয়, আমোরীয়, কেনা-
নীয়, পরীষীয়, হিব্বয় ও যিবূষীয় (সকল
বাদশাহ্‌) এই এই। ৯ জেরিকোর এক জন
বাদশাহ্‌, বেথেলের নিকটস্থ অয়ের এক জন
বাদশাহ্‌, ১০ জেরুশালেমের এক জন বাদশাহ্‌,
হেবরনের এক জন বাদশাহ্‌, ১১ যর্মূতের এক
জন বাদশাহ্‌, লাখীশের এক জন বাদশাহ্‌,
১২ ইগ্লোনের এক জন বাদশাহ্‌, গেষরের এক
জন বাদশাহ্‌, ১৩ দবীরের এক জন বাদশাহ্‌,

৪:২১; ১৪:১৭; রোমীয় ৯:১৮। [১১:২১] শুমারী ১৩:২২, ৩৩। [১১:২২] ১শামু ৫:৮; ১৭:৪; ১বাদশা ২:৩৯; ২বাদশা ১৪:২৫; ১খান্দান ৮:১৩; আমোস ৬:২। [১১:২৩] শুমারী ২৬:৫৩; জবুর ১০৫:৪৪। [১১:২৩] হিজ ৩৩:১৪। [১২:১] জবুর ১৩৬:২১। [১২:২] শুমারী ৩২:২৬; দ্বি:বি ২:৩৬; ৩:১৫; ইউসা ১৩:১১, ২৫; ১৭:১; ২০:৮; ২১:৩৮; কাজী ৫:১৭; ৭:৩; ১০:৮। [১২:৩] পয়দা ১৪:৩। [১২:৫] দ্বি:বি ৩:১০। [১২:৬] দ্বি:বি ৩:৮। [১২:৬] শুমারী ৩২:২৯, ৩৩; ইউসা ১৩:৮। [১২:৮] উজা ৯:১। [১২:৯] কাজী ১:২৩; ৪:৫; ২০:১৮; ২১:২; নহি ১১:৩১। [১২:১৪] শুমারী

১১:২০ মাবুদই তাদের অন্তর কঠিন করে দিয়েছিলেন। নোট দেখুন হিজ ৪:২১; ৭:১৩।

১১:২১ অনাকীয়দের উচ্ছেদ করলেন। ১২ জন ইসরাইলীয় গোয়েন্দা অনাকীয়দের ‘বিশাল বপু’ বলে রিপোর্ট করেছিল (শুমারী ১৩:৩২)। তারা অনাকীয়দের এতই ভয় পেয়েছিল যে, তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেতে চায়নি। তারা ছিল নেফিলিমদের জ্ঞাতি (নোট দেখুন পয়দা ৬:৪)। তাদের পূর্বপুরুষ অনাকের নামানুসারে তাদের নাম রাখা হয়েছিল। ইউসা কালুতের সঙ্গে অনাকীয়দের উপর তার বিজয় নিয়ে কথা বলেছিলেন (১৪:১২-১৫)।

১২:১-২৪ এই অংশে রয়েছে: (১) ইউসার প্রথম পর্বের সমাপ্তি। (২) ইসরাইলদের বিজয় এবং তাদের হাতে পরাজিত নৃপতিদের রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

১২:১ জর্ডানের পারে সূর্যোদয়ের দিকে। জর্ডান নদীর অপর পারের এই ভূখণ্ডগুলো অন্তর্ভুক্ত করে জাতিটির ঐক্য পুনরায় দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করা হলো।

অর্ণোন উপত্যকা। ইসরাইলের দক্ষিণ সীমারেখার ওপারে অবস্থিত। এটি মোয়াব দেশকে আলাদা করেছে।

হর্মোন পর্বত। উত্তর দিক পর্যন্ত ইসরাইল দেশের উচ্চতর সীমা।

১২:৪ বাশনের বাদশাহ্‌ উজ। সিহোন (২ আয়াত) এবং উজ মূসার নেতৃত্বাধীন ইসরাইলীয় বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। তাদের পরাজয়ে আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছিল। বহু দিন তা লোকের মুখে মুখে ফিরেছে (দেখুন নহিমিয় ৯:২২; জবুর ১৩৫:১১)।

১২:৫ সলখা এবং গশূরীয়দের ও মাখাথীয়দের। এগুলোর অবস্থান ছিল গালীল বা কিন্নেরৎ সাগরের পূর্বে: সলখা, বাশনের দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত একটি নগর; গশুর, বাশনের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি ছোট নগর-রাজ্য এবং মাখা, হর্মোন পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি নগর-রাষ্ট্র (১৩:১১ আয়াতও দেখুন)।

১২:৭ জর্ডানের এপারে পশ্চিম দিকে। আসল কেনান (৯:১; ১১:১৬-১৭; ২৪:১১; পয়দা ১৫:১৮-১৯)।

১২:১২ গেষরের এক জন বাদশাহ্‌। লাখিশ দখলের সময় পরাজিত হয়েছিলেন (১০:৩৩), তবে তার নগরটি ইউসার হাতে যায়নি। এমন আরও কয়েকটি ব্যতিক্রম হল আফেক,

গেদরের এক জন বাদশাহ্‌, ১৪ হর্মার এক জন
বাদশাহ্‌, অরাদের এক জন বাদশাহ্‌, ১৫ লিব্‌নার
এক জন বাদশাহ্‌, অদুল্লমের এক জন বাদশাহ্‌,
১৬ মক্কেদার এক জন বাদশাহ্‌, বেথেলের এক জন
বাদশাহ্‌, ১৭ তপূহের এক জন বাদশাহ্‌, হেফরের
এক জন বাদশাহ্‌, ১৮ অফেকের এক জন বাদশাহ্‌,
লশারোণের এক জন বাদশাহ্‌, ১৯ মাদোনের এক
জন বাদশাহ্‌, হাৎসোরের এক জন বাদশাহ্‌,
২০ শিম্রোণ-মরোণের এক জন বাদশাহ্‌,
অকষফের এক জন বাদশাহ্‌, ২১ তানকের এক
জন বাদশাহ্‌, মগিদ্দোর এক জন বাদশাহ্‌,
২২ কেদশের এক জন বাদশাহ্‌, বাদশাহ্‌, কর্মিলস্থ
যক্নিয়ামের এক জন বাদশাহ্‌, ২৩ দোর পাহাড়ী
এলাকায় অবস্থিত দোরের এক জন বাদশাহ্‌,
গিলগলস্থ গোয়ীমের এক জন বাদশাহ্‌, ২৪ তির্সার
এক জন বাদশাহ্‌; মোট একত্রিশ জন বাদশাহ্‌।

বাকী জায়গা সম্বন্ধে মাবুদের নির্দেশ

১৩ ১ ইউসা বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক হয়েছিলেন;
আর মাবুদ তাঁকে বললেন, তুমি বৃদ্ধ ও
গতবয়স্ক হলে; কিন্তু এখনও দেশের অনেক স্থান
অধিকার করতে অবশিষ্ট আছে। ২ এখনও
দেশের যে সমস্ত স্থান অবশিষ্ট রইল তার মধ্যে
রয়েছে: ফিলিস্তিনীদের সমস্ত প্রদেশ এবং
গশূরীয়দের সমস্ত অঞ্চল; ৩ মিসরের সম্মুখস্থ
সীহোর নদী থেকে ইক্রোণের উত্তরসীমা পর্যন্ত,
যা কেনানীয়দের অধিকার হিসেবে ধরা হয়;
গাজা, অসদোদ, অস্কিলোন, গাত ও ইক্রোণ–
ফিলিস্তিনীদের এই পাঁচ জন শাসনকর্তার দেশ,
৪ আর দক্ষিণ দিকস্থ অব্বীয়দের দেশ,
কেনানীয়দের সমস্ত দেশ ও আমোরীয়দের
সীমাস্থিত অফেক পর্যন্ত সীদোনীয়দের অধীন
মিয়ারা; ৫ গিবলীয়দের দেশ ও হর্মোণ পর্বতের
তলস্থিত বালগাদ থেকে হমাতের প্রবেশ স্থান
পর্যন্ত, সূর্যোদয় দিকস্থ সমস্ত লেবানন;
৬ লেবানন থেকে মিস্রিফোৎ-ময়িম পর্যন্ত পর্বতময়
প্রদেশ-নিবাসী সীদোনীয়দের সমস্ত দেশ। আমি
বনি-ইসরাইলদের সম্মুখ থেকে তাদের
অধিকারচ্যুত করবো; তুমি কেবল তা অধিকার
হিসেবে ইসরাইলের জন্য নির্ধারণ কর, যেমন
আমি তোমাকে হুকুম করলাম। ৭ এখন অধিকার
হিসেবে নয়টি বংশকে ও মানশার অর্ধেক
বংশকে এই দেশ ভাগ করে দাও।

জর্ডানের পূর্বপারস্থ গোষ্ঠীগুলোর সীমা নির্ধারণ

৮ মানশার সঙ্গে রূবেণীয় ও গাদীয়েরা জর্ডানের
পূর্বপারে মূসার দেওয়া নিজ নিজ অধিকার
পেয়েছিল, যেমন মাবুদের গোলাম মূসা তাদের
দান করেছিলেন; ৯ অর্থাৎ অর্ণোন উপত্যকার
সীমাস্থ আরোয়ের ও উপত্যকার মধ্যস্থিত নগর
থেকে এবং দীবোন পর্যন্ত মেদবার সমস্ত
সমভূমি; ১০ এবং অম্মোনীয়দের সীমা পর্যন্ত
হিষবোনে রাজত্বকারী আমোরীয়দের সীহোন
বাদশাহ্‌র সমস্ত নগর; ১১ এবং গিলিয়দ ও
গশূরীয়দের ও মাখাথীয়দের অঞ্চল ও সমস্ত
হর্মোণ পর্বত এবং সলখা পর্যন্ত সমস্ত বাশন,
১২ অর্থাৎ রফায়ীয়দের মধ্যে অবশিষ্ট যে উজ
অষ্টারোতে ও ইদ্রিয়ীতে রাজত্ব করতেন, তাঁর
সমস্ত বাশন রাজ্য দিয়েছিলেন; কেননা মূসা
এদের আঘাত করে অধিকারচ্যুত করেছিলেন।
১৩ তবুও বনি-ইসরাইল গশূরীয়দের ও
মাখাথীয়দেরকে অধিকারচ্যুত করে নি; গশূর ও
মাখাথ্‌ আজও ইসরাইলের মধ্যে বাস করছে।
১৪ কেবল লেবি বংশকে মূসা কোন স্থান অধিকার
হিসেবে দেন নি; ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের

১৪:৪৫।
[১২:১৫] পয়দা ৩৮:১; মীখা ১:১৫।
[১২:১৮] কাজী ১:৩১; ১শামু ৪:১; ২৯:১।
[১২:২১] কাজী ১:২৭; ৫:১৯; ১বাদশা ৪:১২।
[১২:২২] ১শামু ১৫:১২; ২শামু ২৩:৩৫।
[১২:২৪] ১বাদশা ১৪:১৭; সোলায় ৬:৪।
[১৩:১] ১বাদশা ১:১।
[১৩:২] কাজী ৩:৩১।
[১৩:৩] ১খান্দান ১৩:৫; ইশা ২৩:৩।
[১৩:৪] আমোস ২:১০।
[১৩:৫] জবুর ৮৩:৭; ইহি ২৭:৯।
[১৩:৬] জবুর ৮০:৮।
[১৩:৭] জবুর ৭৮:৫৫।
[১৩:৯] দ্বি:বি ২:৩৬; কাজী ১১:২৬; ২শামু ২৪:৫।
[১৩:১০] শুমারী ২১:২৪।
[১৩:১২] দ্বি:বি ১:৪।
[১৩:১৩] দ্বি:বি ৩:১৪।
[১৩:১৪] দ্বি:বি

তানক, মগিদ্দো বা দোর (১৮-২৩ আয়াত; দেখুন কাজী ১:২৭ -৩১)।

১৩:১-৩২ বেহেশতী রাজা, যিনি দেশটি জয় করেছেন, বিভিন্ন গোষ্ঠীকে দেশটি ভাগ করে দিয়ে তাঁর রাজ্যের প্রশাসনের গোড়াপত্তন করলেন। ১৩ থেকে ২১ অধ্যায়ের বেশির ভাগ যেন প্রশাসনিক নথিপত্র। এই অংশের গোড়ায় দুটো বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে: (১) পুরো দেশটি তখনও দখল করা যায়নি, যদিও তা ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে এবং (২) ইসরাইলের আড়াই গোষ্ঠীর (রূবেন, গাদ এবং মানশা গোষ্ঠীর অর্ধেক লোক) কাছে ভূমি বন্দোবস্তের ব্যাপারে মূসার দেওয়া কথা।

১৩:১ ইউসা বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক হয়েছিলেন। তাঁর বয়স ৯০ থেকে ১০০ বছরের মধ্যে; কালুতের ছিল ৮৫ (১৪:১০)। দেশটির বড় একটি অংশ তখনও জয় করা বাকি। দেখুন ১৮:৩ আয়াতের নোট।

১৩:৩ সীহোর নদী। অনত্র শিহোরকে নীল নদের একটা শাখা বলা হয়েছে (দেখুন ১ খান্দা ১৩:৫; ইশা ২৩:৩ এবং নোটসমূহ; আরও দেখুন ইয়ারমিয়া ২:১৮ আয়াতের নোট)। এখানে তা, যে করেই হোক, সিনাইয়ের পূর্ব প্রবেশমুখে (মিসরের পূর্ব দিকে) গাজার নীচে 'ওয়াদি এল-আরিশ'-এর আরেক নাম হিসেবে দৃশ্যমান।

ইক্রোন। নোট দেখুন ১ শামু ৫:১০।

শাসনকর্তা। এর হিব্রু প্রতিশব্দটি সম্ভবত গ্রীক 'টিরানস' (যা থেকে ইংরেজি "tyrant" শব্দটির উৎপত্তি)। পুরাতন নিয়মে এই শব্দটি শুধু ফিলিস্তিনী শাসকদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে। এ থেকে ফিলিস্তিনীদের ইজিয়ান (Aegean) পশ্চাৎপটের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

১৩:৫ গিবলীয়দের দেশ। আধুনিক বৈরুতের ঠিক উত্তরে। ফিনিশীয় ও ফিলিস্তিনীদের হাতে এলাকাটির বেশির ভাগ ভূমির নিয়ন্ত্রণ ছিল। ইসরাইলরা তখন পর্যন্ত তা দখল করতে পারেনি।

১৩:৯ আরোয়ের। অর্ণোন নদীর তীরে অবস্থিত এই ছোট শহরটি ছিল জর্ডান নদীরে পূর্ব দিকে ইসরাইলের দক্ষিণের সীমানা-চিহ্ন। এখান থেকে হর্মোন পাহাড়ের ঢালে গিলিয়দ এবং বাশনের ভেতর দিয়ে উত্তর দিক পর্যন্ত দেশটির সীমানা বাড়ানো হয়েছিল। এই এলাকাটি একসময় দুই আমোরীয় বাদশাহ্‌ সীহোন ও উজ শাসন করেছিলেন।

১৩:১৪ অগ্নিকৃত উপহার তার অধিকার। তারা মাবুদের কাছে উৎসৃষ্ট খাবারের প্রাপক। দেখুন দ্বি. বি. ১৮:১-৮ এবং ১৮:১

অগ্নিকৃত উপহার তার অধিকার, যেমন তিনি
মূসাকে বলেছিলেন।

রূবেণ-বংশের সীমানা

[১৫] মূসা রূবেণ-বংশের লোকদেরকে তাদের
গোষ্ঠী অনুসারে অধিকার দিয়েছিলেন। [১৬] অর্ণোন
উপত্যকার সীমাস্থ অরোয়ের থেকে তাদের সীমা
ছিল এবং উপত্যকার মধ্যস্থিত নগর ও মেদবার
নিকটস্থ সমস্ত সমভূমি; [১৭] হিষবোন ও সমভূমিস্থ
তার সমস্ত নগর, দীবোন, [১৮] বামোৎ-বাল ও বৈৎ-
বাল-মিয়োন, যহস, [১৯] কদেমোৎ ও মেফাৎ,
কিরিয়াথয়িম, সিবমা ও উপত্যকার পর্বতস্থ সেরৎ
শহর, [২০] বৈৎ-পিয়োর, পিস্‌গা-পার্শ্ব ও বৈৎ-
যিশীমোৎ; [২১] এবং সমভূমিস্থ সমস্ত নগর ও
হিষবোনে রাজত্বকারী আমোরীয়দের সীহোন
বাদশাহ্‌র সমুদয় রাজ্য; মূসা তাঁকে এবং
মাদিয়ানের নেতাদের, অর্থাৎ সেই দেশ-নিবাসী
ইবি, রেকম, সুর, হূর ও রেবা নামে সীহোনের
রাজ পুরুষদের আঘাত করেছিলেন। [২২] বনি-
ইসরাইল তলোয়ার দ্বারা যাদের হত্যা করেছিল,
তাদের মধ্যে বিয়োরের পুত্র মন্ত্রজ্ঞ বালামকেও
হত্যা করেছিল। [২৩] আর জর্ডান ও তার সীমা
রূবেণ-বংশের লোকদের সীমা ছিল; রূবেণ
সন্তানদের গোষ্ঠী অনুসারে স্ব স্ব গ্রামের সঙ্গে
এসব নগর তাদের অধিকারে এল।

গাদ-বংশের সীমানা

[২৪] আর মূসা গাদ-বংশের লোকদের গোষ্ঠী
অনুসারে গাদ বংশকে অধিকার দিয়েছিলেন।
[২৫] যাস ও গিলিয়দের সমস্ত নগর এবং রব্বার
সম্মুখস্থ অরোয়ের পর্যন্ত অম্মোনীয়দের অর্ধেক
দেশ তাদের অঞ্চল হল। [২৬] আর হিসবোন থেকে
রামৎ-মিস্‌পী ও বটোনীম পর্যন্ত এবং মহনয়িম
থেকে দবীরের সীমা পর্যন্ত; [২৭] আর উপত্যকাতে
বৈৎ-হারম, বৈৎ-নিম্রা, সুক্কোৎ, সাফোন,
হিষবোনের সীহোন বাদশাহ্‌র অবশিষ্ট রাজ্য এবং
জর্ডানের পূর্বতীর অর্থাৎ কিন্নেরৎ হ্রদের প্রান্ত
পর্যন্ত জর্ডান ও তার অঞ্চল। [২৮] গাদ-বংশের
লোকদের গোষ্ঠী অনুসারে স্ব স্ব গ্রামের সঙ্গে
এসব নগর তাদের অধিকারে এল।

মানশার অর্ধেক বংশের সীমানা

[২৯] আর মূসা মানশার অর্ধেক বংশকে অধিকার
দিয়েছিলেন; তা মানশা সন্তানদের অর্ধেক
বংশের জন্য তাদের গোষ্ঠী অনুসারে দেওয়া
হয়েছিল। [৩০] তাদের সীমা মহনয়িম থেকে সমস্ত
বাশন, বাশনের বাদশাহ্‌ উজের সমস্ত রাজ্য ও
বাশনস্থ যায়ীরের সমস্ত নগর অর্থাৎ ষাটটি নগর;
[৩১] এবং অর্ধেক গিলিয়দ, অষ্টারোৎ ও ইদ্রিয়ী,
উজের বাশনস্থ রাজ্যের এসব নগর মানশার পুত্র
মাখীরের সন্তানদের, অর্থাৎ গোষ্ঠী অনুসারে
মাখীরের সন্তানদের অর্ধ-সংখ্যার অধিকারে
এল।
[৩২] জেরিকোর সমীপে জর্ডানের পূর্বপারে
মোয়াবের সমভূমিতে মূসা এসব অধিকার অংশ
করে দিয়েছেন। [৩৩] কিন্তু লেবির বংশকে মূসা
কোন স্থান অধিকার হিসেবে দেন নি;
ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদ তাদের অধিকার,
যেমন তিনি তাদের বলেছিলেন।

জর্ডানের পশ্চিম পারে দেশ ভাগ

১৪ [১] কেনান দেশে বনি-ইসরাইল এই সব
স্থান অধিকার হিসেবে গ্রহণ করলো;
ইলিয়াসর ইমাম ও নূনের পুত্র ইউসা এবং বনি-
ইসরাইলদের বংশগুলোর পিতৃ-কুলপতিরা এসব
তাদের ভাগ করে দিলেন। [২] মাবুদ মূসার মধ্য
দিয়ে যেরকম হুকুম করেছিলেন, সেই অনুসারে
তাঁরা গুলিবাঁট দ্বারা সাড়ে নয় বংশের অংশ
নির্ধারণ করলেন। [৩] কেননা জর্ডানের ওপারে
মূসা আড়াই বংশকে অধিকার দিয়েছিলেন, কিন্তু
তাদের মধ্যে লেবীয়দের কোন অধিকার দেন নি।
[৪] কেননা ইউসুফ সন্তানেরা দুই বংশ হল, মানশা

১৮:১-২। [১৩:১৬] ইশা ১৫:২। [১৩:১৭] ইয়ার ৪৮:২৩। [১৩:১৮] ইয়ার ৪৮:২১। [১৩:১৯] শুমারী ৩২:৩৭। [১৩:২০] দ্বি:বি ৩:২৯। [১৩:২১] শুমারী ২৫:১৫। [১৩:২২] শুমারী ২৩:২৩। [১৩:২৩] ১খান্দান ৫:৭। [১৩:২৫] দ্বি:বি ৩:১১। [১৩:২৬] শুমারী ২১:২৫। [১৩:২৭] কাজী ১২:১; জবুর ৪৮:২। [১৩:২৮] পয়দা ৪৬:১৬; ইহি ৪৮:২৭। [১৩:৩০] পয়দা ৩২:২। [১৩:৩১] শুমারী ২১:৩৩। [১৩:৩২] শুমারী ২৬:৩। [১৩:৩৩] ইহি ৪৪:২৮। [১৪:১] জবুর ১৬:৬; ১৩৬:২১। [১৪:২] লেবীয় ১৬:৮। [১৪:৩] শুমারী ৩৫:২। [১৪:৪] পয়দা ৪১:৫২; কাজী

আয়াতের নোট।

১৩:১৫ মূসা রূবেণ-বংশের লোকদেরকে ... দিয়েছিলেন। মৃত সাগরের পূর্বে অর্ণোন নদী (মোয়াবের সীমানা) এবং হিশবোনের (সীহোনের প্রাচীন রাজকীয় নগর) মধ্যকার ভূমি।

১৩:২২ বিয়োরের পুত্র মন্ত্রজ্ঞ বালাম। বালামকে মনে করা হতো যে, তার সঙ্গে দেবতাদের ভাল সম্পর্ক আছে (শুমারী ২২-২৪)। ইসরাইলদের পৌত্তলিকতা এবং যৌন অনৈতিকতার প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করার জন্য মাবুদ যখন মাদিয়োনীয়দের শাস্তি দিয়েছিলেন তখন বালামকে হত্যা করা হয় (দেখুন শুমারী ২৫; ৩১:৮ এবং শুমারী ২২:৫, ৮ আয়াতের নোট)।

১৩:২৪ মূসা গাদ-বংশের লোকদের ... দিয়েছিলেন। দক্ষিণে হিষবোনের কাছ থেকে শুরু করে গালীল সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে জর্ডান নদীর কাছে পৌঁছনো মূল এলাকা। গিলিয়দের বেশির ভাগ এলাকা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে গাদ এবং মানশা গোষ্ঠীর অর্ধেক লোকের ভূমির সঠিক সীমানা কি তা এর কারণে চিহ্নিত করা যায় না, কারণ যেসব এলাকার নাম বলা হয়েছে তা এখন চিহ্নিত করা অসম্ভব।

১৩:২৯ মূসা মানশার অর্ধেক বংশকে অধিকার দিয়েছিলেন। মূসা মানশার অর্ধ-গোষ্ঠীকে গালীল সাগরের পূর্ব এবং উত্তর পারের জমিগুলো দিয়েছিলেন, কিন্তু গিলিয়দের উপরের অংশও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৩:৩১ মাখীর। তিনি এসব জমি দখলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন (দেখুন শুমারী ৩২:৩২, ৩৯-৪২)।

১৩:৩৩ আল্লাহ্‌ মাবুদ তাদের অধিকার। দেখুন ১৪ আয়াত; আরও দেখুন দ্বি. বি. ১৮:১-৮ এবং ১৮:১ আয়াতের নোট।

১৪:১-৫ এই অংশে কেনান দেশের এলাকাগুলো ভাগ করার একটি ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে।

১৪:১ ইমাম ইলিয়াসর। হারুনের ছেলে ইলিয়াসর প্রধান ইমাম হিসেবে গুঁলিবাট করার মূল দায়িত্বে ছিলেন। এক্ষেত্রেও সম্ভবত উরিম ও তুম্মিম ব্যবহৃত হয়েছিল (দেখুন হিজ ২৮:৩০ আয়াতের নোট; ১ শামু ২:২৮)।

১৪:৪ মানশা ও আফরাহীম। তাদের বাবা ইউসুফ। ইয়াকুব তাদের নিজের সন্তান বলে স্বীকার করায় (পয়দা ৪৮:৫) তারা

BACIB International Bible CHURCH

ও আফরাহীম; আর লেবীয়দেরকে দেশে কোন
অংশ দেওয়া হয়নি, কেবল বাস করার জন্য
কতগুলো নগর এবং তাদের পশুপাল ও তাদের
সম্পত্তির জন্য সেসব নগরের চারণ-ভূমি দেওয়া
গেল। ৫ মাবুদ মূসাকে যে হুকুম দিয়েছিলেন,
বনি-ইসরাইল সেই অনুসারে কাজ করলো এবং
দেশ ভাগ করে নিল।

কালুতকে হেবরন দান করা

৬ আর এহুদা বংশের লোকেরা গিলগলে
ইউসার কাছে এল; আর কনিসীয় যিফুন্নির পুত্র
কালুত তাঁকে বললেন, মাবুদ আমার ও তোমার
বিষয়ে কাদেশ-বর্ণেয়ে আল্লাহ্‌র লোক মূসাকে যে
কথা বলেছিলেন, তা তোমার জানা আছে।
৭ আমার চল্লিশ বছর বয়সের সময়ে মাবুদের
গোলাম মূসা দেশ অনুসন্ধান করতে কাদেশ-
বর্ণেয় থেকে আমাকে প্রেরণ করেছিলেন, আর
আমি সরল অন্তঃকরণে তাঁর কাছে সংবাদ এনে
দিয়েছিলাম। ৮ আমার যে ভাইয়েরা আমার সঙ্গে
গিয়েছিল, তারা লোকদের অন্তর ভয়ে গলিয়ে
দিয়েছিল; কিন্তু আমি সম্পূর্ণভাবে আমার আল্লাহ্‌
মাবুদের অনুগামী ছিলাম। ৯ আর মূসা ঐ দিনে
শপথ করে বলেছিলেন, যে ভূমির উপরে তুমি
তোমার পা রেখেছ, সেই ভূমি তোমার ও
চিরকাল তোমার সন্তানদের অধিকার হবে;
কেননা তুমি সম্পূর্ণভাবে আমার আল্লাহ্‌ মাবুদের
পিছনে চলছো। ১০ আর এখন, দেখ, মরুভূমিতে
ইসরাইলের ভ্রমণকালে যে সময়ে মাবুদ মূসাকে
সেই কথা বলেছিলেন, সেই সময় থেকে মাবুদ
তাঁর কালাম অনুসারে এই পঁয়তাল্লিশ বছর
আমাকে জীবিত রেখেছেন; আর এখন, দেখ,
আজ আমার বয়স পঁচাশি বছর। ১১ মূসা যেদিন
আমাকে প্রেরণ করেছিলেন, সেদিন আমি যেমন
বলবান ছিলাম, আজও তেমনি আছি; যুদ্ধের
জন্য এবং বাইরে যাবার ও ভিতরে আসার জন্য
আমার তখন যেমন শক্তি ছিল, এখনও তেমনি
শক্তি আছে। ১২ অতএব সেদিন মাবুদ এই যে
পর্বতের বিষয় বলেছিলেন, এখন এটা আমাকে
দাও; কেননা তুমি সেদিন শুনেছিলে যে, অন-
াকীয়েরা সেখানে থাকে এবং সমস্ত নগর বড় ও
প্রাচীরবেষ্টিত; হয়তো মাবুদ আমার সহবর্তী
থাকবেন, আর আমি মাবুদের কালাম অনুসারে
তাদের অধিকারচ্যুত করবো।
১৩ তখন ইউসা তাঁকে দোয়া করলেন এবং
যিফুন্নির পুত্র কালুতকে অধিকার হিসেবে হেবরন
দিলেন। ১৪ এজন্য আজ পর্যন্ত হেবরনে কনিসীয়
যিফুন্নির পুত্র কালেবের অধিকার রয়েছে; কেননা
তিনি সম্পূর্ণভাবে ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের
অনুগামী ছিলেন। ১৫ আগেকার দিনে হেবরনের
নাম কিরিয়ৎ-অর্ব (অর্বপুর) ছিল, ঐ অর্ব অন-
াকীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বলবান লোক ছিলেন।
পরে দেশ যুদ্ধ থেকে বিশ্রাম পেল।

এহুদা-বংশের সীমানা

১৫ ১ পরে গুলিবাঁটক্রমে নিজ নিজ গোষ্ঠী
অনুসারে এহুদা-বংশের লোকদের
বংশের অংশ নির্ধারিত হল; ইদোমের সীমা
পর্যন্ত, অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে, সর্ব দক্ষিণ প্রান্তে
সিন প্রান্ত পর্যন্ত। ২ আর তাদের দক্ষিণ সীমা
লবণ-সমুদ্রের প্রান্ত থেকে অর্থাৎ দক্ষিণমুখী বাঁক

১:২৯।
[১৪:৫] শুমারী ৩৪:১৩।
[১৪:৬] শুমারী ১৩:৬; ১৪:৩০।
[১৪:৭] শুমারী ১৩:৩০; ১৪:৬-৯।
[১৪:৮] শুমারী ১৩:৩১।
[১৪:৯] দ্বি:বি ১১:২৪।
[১৪:১০] শুমারী ১১:২৮; ১৪:৩০।
[১৪:১১] দ্বি:বি ৩৪:৭।
[১৪:১২] শুমারী ১৪:২৪।
[১৪:১৩] কাজী ১:২০; ১খান্দান ৬:৫৬।
[১৪:১৪] শুমারী ১৪:২৪।
[১৪:১৫] ১বাদশা ৪:২৪; ৫:৪; ১খান্দান ২২:৯।
[১৫:১] শুমারী ৩৪:৩।
[১৫:২] পয়দা ১৪:৩।
[১৫:৩] শুমারী ৩৪:৪।

দুটো আলাদা গোষ্ঠী গঠন করেন। এর মধ্য দিয়ে অরাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসেবে মাবুদের সেবায় নিয়োজিত লেবীয়দের নিয়ে বারো গোষ্ঠীর জাতির ধারণাটি সার্থক হয়েছিল।

১৪:৬ আল্লাহ্‌র লোক মূসাকে যে কথা বলেছিলেন। কালুত তখন স্মৃতিচারণ করছেন, '৪৫ বছর আগে কেনানের ব্যাপারে ইতিবাচক রিপোর্ট নিয়ে ফিরে এলে মাবুদ আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন.....' (শুমারী ১৩:৩০; ১৪:৬-৯; দ্বি. বি. ১:৩৪-৩৬)।

১৪:৮ আমি সম্পূর্ণভাবে আমার আল্লাহ্‌ মাবুদের অনুগামী ছিলাম। কালুত সর্বান্তঃকরণে মাবুদের নির্দেশ মেনে চলেছিলেন। দেখুন শুমারী ১৪:২৪ এবং নোট; ৩২:১২।

১৪:১২ মাবুদ এই যে পর্বতের বিষয় বলেছিলেন। হেবরনের অবস্থান জেরুশালেমের প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে এহুদা গোষ্ঠীর পাহাড়ী দেশের উঁচু এলাকায়।

অনাকীয়রা। দেখুন ১১:২১ আয়াতের নোট।

১৪:১৪ কিরিয়ৎ-অর্ব। 'কিরিয়ৎ-অর্ব' মানে 'অর্বের শহর'। অনাকীয়দের পিতা অর্বের নামে শহরটির নাম রাখা হয়েছিল (১৫:১৩; ২১:১১)। 'কিরিয়ৎ-অর্ব' আরেকটি সম্ভাব্য অর্থ 'ময়দার শহর'। এতে সম্ভবত অনাক এবং তার তিন বংশধরের কথা বলা হয়েছে (দেখুন ১৫:১৪; শুমারী ১৩:২২ এবং নোট; কাজী ১:২০)।

১৪:১৫ যিফুন্নির পুত্র কালুতকে অধিকার হিসেবে হেবরন দিলেন। মূসা প্রতিজ্ঞাত দেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত ইসরাইলীয় গোয়েন্দাদের একজন হিসেবে তার বিশ্বস্ত সেবার জন্য কালুতকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার ভিত্তিতে কালুত হেবরন পেলেন (দেখুন শুমারী ১৪:২৪, ৩০; ৩২:১২ এবং ১৪:২৪ আয়াতের নোট)। কালুত (এহুদা) এবং ইউসাকে (আফরাহীম) জমি দেওয়ার মধ্য দিয়ে জর্ডান নদীর পশ্চিম পারের এলাকার বিভাজনের বিবরণটিতে পূর্ণতা এসেছে (দেখুন ১৯:৪৯-৫০ এবং ১৯:৪৯ আয়াতের নোট)।

পরে দেশ যুদ্ধ থেকে বিশ্রাম পেল। কালুত এবং এহুদা গোষ্ঠীর লোকেরা যখন তাদের জমির ব্যাপারে ইউসার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন তখনও গিল্‌গল হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। এর মানে এই, তারা ইউসার নেতৃত্বে যুদ্ধ শেষ হবার কিছু আগে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন (দেখুন ১১:২৩)।

১৫:১-৬৩ নিজ এলাকা বুঝে পাবার দিক থেকে পশ্চিম তীরের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এহুদা প্রথম। প্রথমে এলাকাটির বহিঃসীমাগুলো তালিকাভুক্ত করা হল, তারপর কালুত এবং অৎনীয়েলকে তাদের ভাগ বুঝিয়ে দেওয়া হল; শেষে অঞ্চল ধরে ধরে এহুদার গোত্রগুলোর মাঝে বণ্টিত কেনানীয় নগরগুলো নির্দিষ্ট করা হলো।

১৫:১ এহুদা-বংশের। এহুদার অগ্রাধিকার ইয়াকুবের দোয়ায় নিহিত (পয়দা ৪৯:৮-১২) এবং জাতির ইতিহাসে সমর্থিত (কাজী ১:১-২; ২০:১৮; ২ বাদশা ১৭:১৮; জবুর ৭৮:৬৮)।

থেকে আরম্ভ হল; ৩ আর তা দক্ষিণ দিকে
অক্রব্বীম আরোহণ-পথ দিয়ে সিন পর্যন্ত গেল এবং
কাদেশ-বর্নেয়ের দক্ষিণ দিক হয়ে উপরের দিকে
উঠে গেল; পরে হিষ্রোনে গিয়ে অদ্দরের দিকে
উপরের দিকে উঠে গিয়ে কর্কা পর্যন্ত ঘুরে গেল।
৪ পরে অস্মোন হয়ে মিসরের স্রোত পর্যন্ত বের
হয়ে গেল; আর ঐ সীমার অন্তভাগ সমুদ্রে ছিল;
এটাই তোমাদের দক্ষিণ সীমা হবে। ৫ আর পূর্ব
সীমা জর্ডানের মোহনা পর্যন্ত লবণ সমুদ্র। আর
উত্তর দিকের সীমা জর্ডানের মোহনায় সমুদ্রের
বাঁক থেকে বৈৎ-হগ্লায় উপরের দিকে উঠে গিয়ে
বৈৎ-অরাবার উত্তর দিক হয়ে গেল, ৬ পরে সে
সীমা রূবেণ-বংশ বোহনের পাথর পর্যন্ত উঠে
গেল। ৭ পরে সে সীমা আখোর উপত্যকা থেকে
দবীরের দিকে গেল; পরে স্রোতের দক্ষিণ পারস্থ
অদুম্মীম আরোহণ-পথের সম্মুখস্থ গীলগলের
দিকে মুখ করে উত্তর দিকে গেল ও ঐন্-শেমশ
নামক জলাশয়ের দিকে চলে গেল, আর তার
অন্তভাগ ঐন্-রোগেলে ছিল। ৮ সেই সীমা
হিন্নোম-সন্তানের উপত্যকা দিয়ে উঠে যিবূষের
অর্থাৎ জেরুশালেমের দক্ষিণ পাশে গেল; পরে ঐ
সীমা পশ্চিমে হিন্নোম উপত্যকার সম্মুখস্থ অথচ
রফায়ীম উপত্যকার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত পর্বতের
চূড়া পর্যন্ত গেল। ৯ পরে ঐ সীমা সেই পর্বতের
চূড়া থেকে নিপ্তোহের পানির ফোয়ারা পর্যন্ত
বিস্তৃত হল এবং ইফ্রোণ পর্বতস্থ নগরগুলো পর্যন্ত
বের হয়ে গেল। আর সে সীমা বালা অর্থাৎ
কিরীয়ৎ-যিয়ারীম পর্যন্ত গেল; ১০ পরে সেই সীমা
বালা থেকে সেয়ীর পর্বত পর্যন্ত পশ্চিম দিকে ঘুরে
যিয়ারীম পর্বতের উত্তর পাশ অর্থাৎ কসালোন
পর্যন্ত গেল; পরে বৈৎ-শেমশে অধোগামী হয়ে
তিম্নার কাছ দিয়ে গেল। ১১ আর সেই সীমা
ইক্রোনের উত্তর পাশ পর্যন্ত বিস্তৃত হল; পরে সে
সীমা শিক্করোণ পর্যন্ত বিস্তৃত হল এবং বালা পর্বত
হয়ে যব্নিয়েলে গেল; আর ঐ সীমার অন্তভাগ
সমুদ্রে ছিল। ১২ আর পশ্চিম সীমা মহাসমুদ্র ও
তার অঞ্চল পর্যন্ত। নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে
এহুদা-বংশের লোকদের চারদিকের সীমা ছিল
এই।

[১৫:৪] শুমারী ৩৪:৪।
[১৫:৫] শুমারী ৩৪:১০।
[১৫:৭] ২শামু ১৭:১৭।
[১৫:৮] ইয়ার ৭:৩১; ১৯:২।
[১৫:৯] ২শামু ৬:২; ১খান্দান ১৩:৬।
[১৫:১০] কাজী ১:৩৩; ২বাদশা ১৪:১১।
[১৫:১২] শুমারী ৩৪:৬।
[১৫:১৩] ১শামু ২৫:৩; ৩০:১৪।
[১৫:১৪] কাজী ১:১০, ২০।
[১৫:১৬] ১খান্দান ২:৪৯।
[১৫:১৭] কাজী ৩:৯, ১১।
[১৫:১৯] পয়দা ৩৬:২৪।
[১৫:২১] ২শামু ২৩:২০; ১খান্দান ১১:২২।
[১৫:২৪] ১শামু ২৩:১৪; ২খান্দান ১১:৮।
[১৫:২৬] ১খান্দান ৪:২৮; নহি ১১:২৬।
[১৫:২৮] ১খান্দান ৪:২৮।
[১৫:৩০] শুমারী ১৪:৪৫।
[১৫:৩১] নহি ১১:২৮।
[১৫:৩২] কাজী ২০:৪৫; জাকা ১৪:১০।
[১৫:৩৩] কাজী ১৩:২; ১৮:১১।
[১৫:৩৪] নহি ৩:১৩; ১১:৩০।

কালুতের হেবরন অধিকার করা

১৩ আর ইউসার প্রতি মাবুদের হুকুম অনুসারে
তিনি এহুদা সন্তানদের মধ্যে যিফুন্নির পুত্র
কালেবের অংশ কিরিয়ৎ-অর্ব (অর্বপুর) অর্থাৎ
হিব্রোন দিলেন, ঐ অর্ব অনাকের পিতা। ১৪ আর
কালুত সেখান থেকে অনাকের সন্তানদের,
শেশয়, অহীমান ও তল্ময় নামে অনাকের তিন
পুত্রকে অধিকারচ্যুত করলেন। ১৫ সেখান থেকে
তিনি দবীর-নিবাসীদের বিরুদ্ধে গমন করলেন;
আগে দবীরের নাম কিরিয়ৎ-শেফর ছিল।
১৬ আর কালুত বললেন, যে কেউ কিরিয়ৎ-
সেফরকে আঘাত করে হস্তগত করবে, তার সঙ্গে
আমি আমার কন্যা অক্ষার বিয়ে দেব। ১৭ আর
কালেবের ভাই কনষের পুত্র অৎনীয়েল তা
হস্তগত করলে তিনি তাঁর সঙ্গে তাঁর কন্যা
অক্ষার বিয়ে দিলেন। ১৮ আর ঐ কন্যা এসে
তার পিতার কাছে একটি ভূমি চাইতে স্বামীকে
প্রবৃত্তি দিল; এবং অক্ষা তাঁর গাধার পিঠ থেকে
নামলে পর কালুত তাকে বললেন, তুমি কি
চাও? ১৯ সে বললো, আপনি আমাকে একটি
উপহার দিন, দক্ষিণাঞ্চলস্থ ভূমি আমাকে
দিয়েছেন, পানির ফোয়ারাগুলোও আমাকে দিন।
তাতে তিনি তাকে উচ্চতর ফোয়ারাগুলো ও
নিম্নতর ফোয়ারাগুলো দিলেন।

এহুদা-বংশের নগরগুলো

২০ নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে এহুদা-বংশের
লোকদের বংশের এই অধিকার হল। ২১ দক্ষিণ
অঞ্চলে ইদোমের সীমার কাছে এহুদা-বংশের
লোকদের বংশের প্রান্তস্থিত নগর কব্সেল,
এদর, যাগুর, ২২ কীনা, দীমোনা, অদাদা
২৩ কেদশ, হাৎশোর, যিৎনন, ২৪,২৫ সীফ, টেলম,
বালোৎ, ২৫ হাৎসোর-হদত্তা, করিয়োৎ-হিষ্রোণ
অর্থাৎ হাৎসোর, ২৬ অমাম, শমা, মোলদা,
২৭ হৎসর-গদ্দা, হিষ্মোন, বৈৎ-পেলট, ২৮ হৎসর-
শূয়াল, বেরশেবা, বিষিয়োথিয়া, ২৯ বালা, ইয়ীম,
এৎসম, ৩০ ইলতোলদ, কসীল, হর্মা, ৩১ সিক্লগ,
মদ্মন্না ও সন্সন্না, ৩২ লবায়োৎ, শিলহীম, ঐন
ও রিম্মোন; স্ব স্ব গামের সঙ্গে মোট ঊনত্রিশটি
নগর। ৩৩ নিম্নভূমিতে ইষ্টায়োল, সরা, অশনা,

১৫:৪ দক্ষিণ সীমা হবে। তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলো মৃত সাগরের নিম্নতর প্রান্তিক অংশে শুরু হয়ে কাদেশ-বর্ণেয়ের নীচে ঘুরে ওয়াদি এল-আরিশের মুখে ভূমধ্য সাগরের তীরে যুক্ত হয়ে একটা বাঁকা রেখা তৈরি করেছিল (নোট দেখুন ১৩:৩)।

১৫:৫ উত্তর দিকের সীমা। বিন্-ইয়ামীনের সাথে এহুদার সীমান্ত জর্ডান নদীর মুখ থেকে জেরুশালেমের ঠিক দক্ষিণে হিন্নোম উপত্যকার ভেতর দিয়ে তিম্না ছাড়িয়ে উত্তর-পশ্চিম থেকে যাফোর প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে যাবনিলের (পরে যামনিয়া) উপকূলীয় নগর পর্যন্ত একটা পশ্চিমগামী রেখায় চলেছিল।

১৫:৭ গিল্গল। নোট দেখুন কাজী ৩:১৯)।

১৫:১৫ তিনি দবীর-নিবাসীদের বিরুদ্ধে গমন করলেন। নোট দেখুন ১০:৩৮।

১৫:১৭ অৎনীয়েল। ইসরাইলে কাজী হিসেবে তার সেবার জন্য। দেখুন কাজী ৩:৭-১১।

১৫:২১ দক্ষিণ অঞ্চলে। প্রথম ২৯টি গ্রামের অধিকাংশ শিমিয়োন গোষ্ঠীর ভাগে পড়েছিল (১৯:১-৯)।

১৫:৩৩ নিম্নভূমি। কেনানের যেসব এলাকা তখনও দখল করা যায়নি তার বেশির ভাগ পড়েছিল এহুদার মূল ভূখণ্ডের উঁচু অংশ এবং ফিলিস্তিনী উপকূলের মধ্যকার এই এলাকাটিতে। এটা জয় করে নিতে রাজা দাউদের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এই তালিকার কোনো কোনো জায়গা পুনর্বণ্টিত করে

৩৪ সানোহ, ঐন-গন্নীম, তপূহ, ঐনম, ৩৫ যর্মুৎ,
অদুল্লম, সোখো, অসেকা, ৩৬ শারয়িম,
অদীথয়িম, গদেরা ও গদেরোথয়িম; স্ব স্ব গামের
সঙ্গে চৌদ্দটি নগর।
৩৭, ৩৮ সনান, হদাশা, মিগ্‌দল্‌-গাদ,
৩৮ দিলিয়ন, মিস্‌পী, যক্তেল, ৩৯ লাখীশ, বস্কৎ,
ইগ্লোন, ৪০ কব্বোন, লহমম, কিৎলীশ,
৪১ গদেরোৎ, বৈৎ-দাগোন, নয়মা ও মক্কেদা; স্ব স্ব
গামের সঙ্গে ষোলটি নগর।
৪২ লিব্‌না, এথর, আশন, ৪৩ যিপ্তহ, অশনা,
নৎসীব, ৪৪ কিয়িলা, অক্‌সীব ও মারেশা; স্ব স্ব
গামের সঙ্গে নয়টি নগর।
৪৫ ইক্রোণ এবং সেই স্থানের উপনগর ও সমস্ত
গ্রাম; ৪৬ ইক্রোণ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত অস্‌দোদের
নিকটস্থ সমস্ত স্থান ও গ্রাম।
৪৭ অস্‌দোদ, তার উপনগর ও সমস্ত গ্রাম;
গাজা তার উপনগর ও সমস্ত গ্রাম; মিসরের স্রোত
ও মহাসমুদ্র ও তার সীমা পর্যন্ত।
৪৮ আর পর্বতময় দেশে শামীর, যত্তীর,
সোখো, ৪৯ দন্না, কিরিয়ৎ-সন্না অর্থাৎ দবীর,
৫০ অনাব, ইষ্টিমোয়, আনীম, ৫১ গোশন, হোলোন
ও গীলো; স্ব স্ব গামের সঙ্গে এগারটি নগর।
৫২ আরব, দূমা, ইশিয়ন, ৫৩ যানীম, বৈৎতপূহ,
অফেকা, ৫৪ হুমটা, কিরিয়ৎ-অর্ব অর্থাৎ হিব্রোন ও
সীয়োর; স্ব স্ব গামের সঙ্গে নয়টি নগর।
৫৫ মায়োন, কর্মিল, সীফ, ৫৬ যুটা, যিষ্রিয়েল,
যক্‌দিয়াম, সানোহ, ৫৭ কাবিল, গিবিয়া ও তিন্মা;
স্ব স্ব গামের সঙ্গে দশটি নগর।
৫৮ হলহূল, বৈৎ-সূর, গদোর, মারৎ, বৈৎঅনোৎ
ও ইলতো্‌কোন; ৫৯ স্ব স্ব গামের সঙ্গে ছয়টি
নগর।
৬০ কিরিয়ৎ-বাল অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারিম ও
রব্বা; স্ব স্ব গামের সঙ্গে দু'টি নগর।
৬১ মরুভূমিতে বৈৎ-অরাবা, মিদ্দীন, সকাখা,
৬২ নিবশ্‌ন, লবণ-নগর ও ঐন্‌-গদী; স্ব স্ব গামের
সঙ্গে ছয়টি নগর।
৬৩ কিন্তু এহুদা-বংশের লোকেরা জেরুশালেম-
নিবাসী যিবূষীয়দের অধিকারচ্যুত করতে পারল
না; যিবূষীয়েরা আজও এহুদা-বংশের লোকদের
সঙ্গে জেরুশালেমে বাস করছে।

ইউসুফ-বংশের সীমানা

১৬ ১ আর গুলিবাঁটক্রমে ইউসুফ-বংশের
অংশ জেরিকোর নিকটস্থ জর্ডান, অর্থাৎ
পূর্ব দিকস্থিত জেরিকোর পানি থেকে, জেরিকো
থেকে পর্বতময় দেশ দিয়ে উপরের দিকে উঠে
গিয়ে মরুভূমিতে বেথেলে গেল; ২ আর বেথেল
থেকে লুসে এবং সেই স্থান হয়ে অর্কীয়দের সীমা
পর্যন্ত আটারোতে গমন করলো। ৩ আর পশ্চিম
দিকে যফলেটিয়দের সীমার দিকে নিম্নতর বৈৎ-
হোরোনের সীমা পর্যন্ত, গেষর পর্যন্ত গমন
করলো এবং তার সীমান্তভাগ ছিল সমুদ্রে।
৪ এভাবে ইউসুফ-বংশের মানশা ও আফরাহীম
স্ব স্ব অধিকার গ্রহণ করলো।
৫ নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে আফরাহীম-বংশের
লোকদের সীমা এরকম পূর্ব দিকে উচ্চতর বৈৎ-
হোরোন পর্যন্ত অটারোৎ-অদ্দর তাদের
অধিকারের সীমা হল; ৬ পরে ঐ সীমা পশ্চিম
দিকে মিক্‌মথতের উত্তরে গেল; আরো পরে সেই
সীমা পূর্ব দিকে ঘুরে তানৎ-শীলো পর্যন্ত গিয়ে
তার কাছ দিয়ে যানোহের পূর্ব দিকে গেল।
৭ এভাবে পরে যানোহ থেকে অটারোৎ ও নারঃ
হয়ে জেরিকো পর্যন্ত গিয়ে জর্ডনে গিয়ে পড়লো।
৮ পরে সেই সীমা তপূহ থেকে পশ্চিম দিক হয়ে
কান্না স্রোতে গেল ও তার সীমান্ত ভাগ সমুদ্রে
ছিল। স্ব স্ব গাষ্ঠী অনুসারে আফরাহীম-সন্তানদের
বংশের এই অধিকার। ৯ এছাড়া, মানাশা-বংশের
লোকদের অধিকারের মধ্যে আফরাহীম-বংশের
লোকদের জন্য পৃথক্‌কৃত নানা নগর ও
সেগুলোর গ্রাম ছিল। ১০ কিন্তু তারা গেষরবাসী
কেনানীয়দের অধিকারচ্যুত করলো না, কিন্তু

[১৫:৩৬] ১শামু ১৭:৫২।
[১৫:৩৯] ২বাদশা ২২:১।
[১৫:৪১] ২খান্দান ২৮:১৮।
[১৫:৪৪] নহি ৩:১৭, ১৮।
[১৫:৪৭] পয়দা ১৫:১৮।
[১৫:৪৮] ১খান্দান ৬:৫৭।
[১৫:৫০] ১শামু ৩০:২৮।
[১৫:৫৪] পয়দা ৩৫:২৭।
[১৫:৫৫] কাজী ১০:১২।
[১৫:৫৭] ১খান্দান ১১:৩১।
[১৫:৬০] দ্বি:বি ৩:১১।
[১৫:৬২] ১শামু ২৩:২৯; ২৪:১; ইহি ৪৭:১০।
[১৫:৬৩] কাজী ১:২১; ১বাদশা ৯:২১।
[১৬:২] পয়দা ২৮:১৯।
[১৬:২] ২শামু ১৫:৩২।
[১৬:৬] ২বাদশা ১৫:২৯।
[১৬:৭] শুমারী ৩২:৩।
[১৬:৯] ইহি ৪৮:৫।
[১৬:১০] কাজী ১:২৮-২৯; ১বাদশা ৯:১৬।

দান গোষ্ঠীকে দেওয়া হয়েছিল (১৯:৪১-৪৩)।

১৫:৪৮ পর্বতময় দেশে। জেরুশালেমের দক্ষিণে অবস্থিত উঁচু অঞ্চল। পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ 'দি সেপ্টুয়াজিন্ট' এই তালিকায় তকোয় ও বেথেলহেম সহ ১১টি নাম যুক্ত করে।

১৫:৬১-৬২ মরুভূমি। জেরুশালেমের পূর্ব ও দক্ষিণে অবস্থিত খড়িময়, শুকনো এলাকা যা মৃত সাগরের সঙ্গে সীমানা নির্দেশ করে। যে নামগুলোর কথা বলা হল তার মধ্যে কেবল ঐন-গদির অবস্থানই ঠিকঠাক জানা যায়। যে করেই হোক, সকাখা বা লবণ-নগর সম্ভবত কুমরান এলাকার প্রাচীন নাম, যেখানে 'ডেড সি স্ক্রোল'-এর প্রণেতা ইহুদী ধর্মগুরুরা বাস করতেন।

১৫:৬৩ জেরুশালেম-নিবাসী যিবূষীয়দের। যিবুশীয়দের নগরের উপর এহুদার লোকদের একটি বিজয়ের কথা কাজী ১:৮ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সেই বিজয় সত্ত্বেও জায়গাটি স্থায়ীভাবে দখল করা যায়নি। বিন্‌ইয়ামীন এবং এহুদা উভয় গোষ্ঠীই জেরুশালেমের যিবুশীয় দুর্গগুলোর দখল নিতে ব্যর্থ হয়েছিল (কাজী ১:২১)।

১৬:১-১৭:১৮ আফরাহীম গোষ্ঠী এবং মানশা গোষ্ঠীর অর্ধেক লোক, যারা জর্ডান নদীর পশ্চিম পারে বসতি স্থাপন করেছিল, তাদের নিয়ে গঠিত 'ইউসুফের বংশধরদের' জমি সম্প্রদান (১৬:৪) এই অংশের উদ্দীপক। জমি বণ্টনের বেলায় এহুদা গোষ্ঠীর পর ইউসুফ গোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল।

১৬:১ ইউসুফ-বংশের অংশ। ইউসুফ গোষ্ঠীর দক্ষিণ সীমান্ত বেথেল ছাড়িয়ে জেরিকো থেকে পশ্চিমে নেমে গিয়ে গেষর এবং ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্ত গেল।

১৬:৫ সীমা। আফরাহীমের উত্তর সীমান্ত জর্ডান উপত্যকার ধারে শুরু হয়ে পশ্চিমে শিলোহের কাছে (কিন্তু শিখিমের দক্ষিণে) গেল, তারপর ওয়াদি কানা নদী হয়ে ভূমধ্যসাগরে গিয়ে শেষ হল।

১৬:১০ গেষর। নোট দেখুন ১০:৩৩।

কেনানীয়েরা আজও ... গোলাম হয়ে রয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের (সাধারণত বাদশাহ্‌র) গ্রহণ করা প্রকল্পগুলোয় এই শ্রমিকদের কাজে লাগানো হতো (২ শামু ১২:১৩; ১ বাদশা

কেনানীয়েরা আজও পর্যন্ত আফরাহীমের মধ্যে
বাস করে তাদের কর্মাধীন গোলাম হয়ে রয়েছে।

মানাশা-বংশের অন্য অর্ধেকের সীমানা

১৭ ১ আর গুলিবাঁটক্রমে মানশা-বংশের
অংশ নির্ধারিত হল, সে ইউসুফের
জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু গিলিয়দের পিতা, অর্থাৎ
মানশার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাখীর যোদ্ধা বলে গিলিয়দ ও
বাশন পেয়েছিল। ২ আর (ঐ অংশ) নিজ নিজ
গোষ্ঠী অনুসারে মানশার অন্যান্য সন্তানদের হল;
তারা হল: অবীয়েষর, হেলক, অস্রীয়েল, শেখম,
হেফর ও শমীদার গোষ্ঠীর লোকেরা। এরা নিজ
নিজ গোষ্ঠী অনুসারে ইউসুফের পুত্র মানশার
পুত্র-সন্তান।
৩ মানশার সন্তান মাখীরের সন্তান গিলিয়দের
সন্তান হেফরের পুত্র সলফাদের পুত্র-সন্তান ছিল
না; কেবল কয়েকটি কন্যা ছিল; তার কন্যাদের
নাম মহলা, নোয়া, হগলা, মিল্কা ও তির্সা। ৪ এরা
ইলিয়াসর ইমামের, নূনের পুত্র ইউসা ও
নেতৃবর্গের সম্মুখে এসে বললো, আমাদের
ভাইদের মধ্যে আমাদের একটি অধিকার দিতে
মাবুদ মূসাকে হুকুম করেছিলেন। অতএব
মাবুদের হুকুম অনুসারে তিনি তাদের পিতার
ভাইদের মধ্যে তাদের একটি অধিকার দেন।
৫ তাতে জর্ডানের পরপারস্থ গিলিয়দ ও বাশন
দেশ ছাড়া মানশার দিকে দশ ভাগ পড়লো;
৬ কেননা মানশার পুত্রদের মধ্যে তার কন্যাদেরও
অধিকার ছিল; এবং মানশার অবশিষ্ট পুত্ররা
গিলিয়দ দেশ পেল।
৭ মানশার সীমা আশের থেকে শিখিমের
সম্মুখস্থ মিক্‌মথৎ পর্যন্ত ছিল; পরে ঐ সীমা
দক্ষিণ পাশে ঐন-তপূহ-নিবাসীদের কাছ পর্যন্ত
গেল। ৮ মানশা তপূহ দেশ পেল, কিন্তু মানশার
তপূহ নগর আফরাহীম-বংশের লোকদের
অধিকার হল; ৯ ঐ সীমা কান্না স্রোত পর্যন্ত,
স্রোতের দক্ষিণ তীরে নেমে গেল; মানশার
নগরগুলোর মধ্যে অবস্থিত এসব নগর
আফরাহীমের ছিল; মানশার সীমা স্রোতের উত্তর
দিকে ছিল এবং তার সীমান্তভাগ ছিল সমুদ্রে।
১০ দক্ষিণ দিকে আফরাহীম ও উত্তর দিকে
মানশার অধিকারে ছিল এবং সমুদ্র তার সীমা
ছিল; তারা উত্তর দিকে আশের ও পূর্ব দিকে
ইষাখরের পার্শ্ববর্তী ছিল। ১১ আর ইষাখর ও
আশেরের মধ্যে আশেপাশের সব গ্রাম সহ
বৈশান ও আশেপাশের সব গ্রাম সহ যিব্‌লিয়ম ও
আশেপাশের সব গ্রাম সহ দোর-নিবাসীরা এবং
আশেপাশের সব গ্রাম সহ ঐন্‌-দোর-নিবাসীরা
ও আশেপাশের সব গ্রাম সহ তানকা-নিবাসী ও
আশেপাশের সব গ্রাম সহ মগিদ্দো-নিবাসীরা,
এই তিনটি পাহাড়ী এলাকা মানশার অধিকারে
ছিল। ১২ তবুও মানশার লোকেরা সেসব
নগরবাসীকে অধিকারচ্যুত করতে পারল না;
কেনানীয়েরা সেই দেশে বাস করতে স্থির সঙ্কল্প
ছিল। ১৩ পরে বনি-ইসরাইল যখন শক্তিশালী
হয়ে উঠলো তখন কেনানীয়দেরকে কর্মাধীন
গোলাম করলো, সম্পূর্ণভাবে অধিকারচ্যুত
করলো না।

ইউসুফ-বংশের প্রতিবাদ

১৪ পরে ইউসুফের বংশের লোকেরা ইউসাকে
বললো, আপনি অধিকার হিসেবে আমাকে
কেবল এক অংশ ও এক ভাগ কেন দিলেন? এই
যাবৎ মাবুদ আমাকে দোয়া করাতে আমি বড়
জাতি হয়েছি। ১৫ ইউসা তাদের বললেন, যদি
তুমি বড় জাতি হয়ে থাক, তবে ঐ অরণ্যে উঠে
যাও; ঐ স্থানে পরিষীয় ও রফায়ীয়দের দেশে

[১৭:১] শুমারী ১:৩৪; ১খান্দান ৭:১৪।
[১৭:২] শুমারী ২৬:৩০; কাজী ৬:১১, ৩৪; ৮:২; ১খান্দান ৭:১৮।
[১৭:৩] শুমারী ২৭:১।
[১৭:৪] শুমারী ২৭:৫-৭।
[১৭:৭] পয়দা ১২:৬; ইউসা ২১:২১; ২৪:২৫; কাজী ৯:১।
[১৭:১০] পয়দা ৩০:১৮।
[১৭:১১] কাজী ১:২৭; ১শামু ৩১:১০; ২শামু ২১:১২; ১বাদশা ৪:১২; ১খান্দান ৭:২৯।
[১৭:১৩] কাজী ১:২৭-২৮।
[১৭:১৪] শুমারী ২৬:২৮-৩৭।
[১৭:১৫] ২শামু ১৮:৬।
[১৭:১৫] ২শামু ৫:১৮; ২৩:১৩; ইশা ১৭:৫।

৯:১৫, ২০-২১)।

১৭:১ ইউসুফের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এখানে মনে করিয়ে দেওয়া হল যে মানশা ছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র, যদিও ইয়াকুব যখন ইউসুফের দুই পুত্রকে দত্তক নেন তখন তিনি আফরাহীমকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন (পয়দা ৪৮:১৪, ১৯)।

১৭:৩ সলফাদের ... কেবল কয়েকটি কন্যা ছিল। নোট দেখুন শুমারী ২৭:১-১১; ৩৬:১-৩।

১৭:৫ দশ ভাগ পড়লো। মানশার এলাকাটি ছিল আয়তনে দ্বিতীয়, কেবল এহুদাই তার উপরে ছিল। সেই দশ ভাগ গেল পাঁচ ভাই (হেফরকে বাদ দিয়ে) এবং হেফরের পাঁচ নাতনির কাছে।

১৭:১১ বৈৎ-শান... মগিদ্দো। এইসব শক্তিশালী সুরক্ষিত নগর (এবং অন্যান্য) তখনও জয় করা যায়নি। বাদশাহ্‌ তালুত যুদ্ধে মারা গেলে বিজয়ী ফিলিস্তিনীরা তার দেহটি বৈৎ-শানের দেয়ালে ঝুলিয়ে দিয়েছিল (১ শামু ৩১:১০), যা থেকে বোঝা যায় যে, ফিলিস্তিনীদের সাথে নগরটির মৈত্রীর বন্ধন ছিল।

১৭:১৩ বনি-ইসরাইল যখন শক্তিশালী হয়ে উঠলো। সম্ভবত দাউদ ও সোলায়মানের আমলের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে (নোট দেখুন ১৬:১০)।

১৭:১৪ ইউসুফের বংশের লোকেরা ... বড় জাতি। এখানে আফরাহীম ও মানশা উভয়ের কথাই বলা হয়েছে (দেখুন ১৭ আয়াত)। ১৬:১, ৪ আয়াতে আফরাহীম ও মানশা গোষ্ঠীকে একটি গোষ্ঠী (ইউসুফ গোষ্ঠী) বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও পরে সে দুটো গোষ্ঠীর কথা আলাদা করে বর্ণনা করা হয়েছে (১৬:৫-১৭:১১)।

১৭:১৫ নিজের জন্যে বন কেটে ফেল। কেনানের এই অঞ্চলটি তখনও বন-জঙ্গলে ভরা ছিল। দৃশ্যত ইসরাইলরা যে ভূখণ্ডটি পেয়েছিল সেটা তারা প্রাথমিকভাবে নগরের সংখ্যা (যেগুলোতে তাদের খামার করা এবং গবাদি পশু চরানোর জন্য পরিষ্কার জমি ছিল) দিয়ে অবলোকন করেছিল, কিন্তু এলাকার আয়তন দিয়ে নয় (যাতে এই নগরগুলোর অবস্থান নির্দেশ করা ছিল)। ইউসুফ গোষ্ঠীকে দেওয়া এলাকাটিতে অন্যগুলোর মত ঘনবসতি ছিল না।

পরিষীয় ও রফায়ীয়দের দেশে। এখানে প্রতিবেশী জনগোষ্ঠী হিসেবে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও অন্যত্র বলা হয়েছে যে পরিষীয়রা বাস করতো কেনানের পশ্চিম তীরে (৩:১০; ১২:৮) এবং রফায়ীয়রা বাস করতো জর্ডানের অন্য পারে উজের রাজ্যে (১২:৪; ১৩:১২)। দেখুন পয়দা ১৩:৭

BACIB International Bible CHURCH

নিজের জন্যে বন কেটে ফেল, কেননা পর্বতময়
আফরাহীম প্রদেশ তোমার জন্য সঙ্কীর্ণ।
১৬ ইউসুফের বংশের লোকেরা বললো, এই
পর্বতময় দেশে আমাদের সংকুলান হয় না এবং
যে সমস্ত কেনানীয় সমভূমিতে বাস করে, বিশেষ
করে যারা বৈৎ-শান ও সেই স্থানের আশেপাশের
গ্রামগুলো এবং যিষ্রিয়েল উপত্যকায় বাস করে,
তাদের লোহার রথ আছে। ১৭ তখন ইউসা
ইউসুফ-বংশকে অর্থাৎ আফরাহীম ও মানশাকে
বললেন, তুমি বড় জাতি, তোমার পরাক্রমও
মহৎ; তুমি কেবল এক অংশ পাবে না; ১৮ কিন্তু
পর্বতময় দেশ তোমার হবে; সেটি বনাকীর্ণ বটে,
কিন্তু সেই বন কেটে ফেললে তার নিচের ভাগ
তোমার হবে; কেননা কেনানীয়দের লোহার রথ
থাকলেও এবং তারা বিক্রমশালী হলেও তুমি
তাদের অধিকারচ্যুত করবে।

শীলোতে জমায়েত-তাঁবু স্থাপন ও অন্যান্য বংশের সীমানা নির্ধারণ

১৮ ১ পরে বনি-ইসরাইলদের সমস্ত মণ্ডলী
শীলোতে সমাগত হয়ে সেই স্থানে
জমায়েত-তাঁবু স্থাপন করলো; দেশটি তারা জয়
করে নিয়েছিল। ২ ঐ সময়ে বনি-ইসরাইলদের
মধ্যে সাতটি বংশ অবশিষ্ট ছিল, যারা নিজ নিজ
অধিকার ভাগ করে নেয় নি। ৩ ইউসা বনি-
ইসরাইলদের বললেন, তোমাদের পূর্বপুরুষদের
আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাদের যে দেশ দিয়েছেন, সেই
দেশে গিয়ে তা অধিকার করতে তোমরা আর
কত কাল শিথিল থাকবে? ৪ তোমরা তোমাদের
এক এক বংশের মধ্য থেকে তিন তিন জনকে
দাও; আমি তাদের প্রেরণ করবো, তারা গিয়ে
দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করবে এবং প্রত্যেকের
অধিকার অনুসারে তার বর্ণনা লিখে নিয়ে আমার
কাছে ফিরে আসবে। ৫ তারা তা সাতটি অংশে
ভাগ করবে; দক্ষিণ দিকে নিজের সীমাতে এহুদা
এবং উত্তর দিকে নিজের সীমাতে ইউসুফের বংশ
থাকবে। ৬ তোমরা দেশটি সাত অংশ করে তার
বর্ণনা লিখে আমার কাছে আনবে; আমি এই
স্থানে আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের সাক্ষাতে
তোমাদের জন্য গুলিবাঁট করবো। ৭ কারণ
তোমাদের মধ্যে লেবীয়দের কোন অংশ নেই,
কেননা মাবুদের ইমাম-পদ তাদের অধিকার;
আর গাদ ও রূবেণ এবং মানশার অর্ধেক বংশ
জর্ডানের পূর্বপারে মাবুদের গোলাম মূসা দেওয়া
নিজেদের অধিকার পেয়েছে।
৮ পরে সেই লোকেরা উঠে যাত্রা করলো; আর
যারা সেই দেশের বর্ণনা লিখতে গেল, ইউসা
তাদের এই হুকুম দিলেন, তোমরা গিয়ে দেশের
সর্বত্র ভ্রমণ করে দেশের বর্ণনা লিখে নিয়ে
আমার কাছে ফিরে এসো; তাতে আমি এই
শীলোতে মাবুদের সাক্ষাতে তোমাদের জন্য
গুলিবাঁট করবো। ৯ পরে ঐ লোকেরা গিয়ে
দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করলো এবং নগর অনুসারে
সাত অংশ করে পুস্তকে তার বর্ণনা লিখল; পরে
শীলোস্থিত শিবিরে ইউসার কাছে ফিরে এল।
১০ আর ইউসা শীলোতে মাবুদের সাক্ষাতে
তাদের জন্য গুলিবাঁট করলেন; ইউসা সেই স্থানে
বনি-ইসরাইলদের বিভাগ অনুসারে দেশটি
তাদেরকে অংশ করে দিলেন।

বিন্‌ইয়ামীন বংশের সীমানা

১১ আর গুলিবাঁটক্রমে এক অংশ নিজ নিজ গোষ্ঠী
অনুসারে বিন্‌ইয়ামীন সন্তানদের বংশের নামে
উঠলো। গুলিবাঁটে নির্দিষ্ট তাদের সীমা এহুদা

[১৭:১৬] ইউসা ১৫:৫৬; ১শামু ২৯:১।
[১৭:১৭] ইহি ৪৮:৫।
[১৭:১৮] ১শামু ১:১।
[১৮:১] ইউসা ১৯:৫১; ২১:২; কাজী ১৮:৩১; ২১:১২, ১৯; ১শামু ১:৩; ৩:২১; ৪:৩; ১বাদশা ১৪:২; জবুর ৭৮:৬০; ইয়ার ৭:১২; ২৬:৬; ৪১:৫।
[১৮:৪] মীখা ২:৫।
[১৮:৬] লেবীয় ১৬:৮।
[১৮:১০] শুমারী ৩৩:৫৪; ইউসা ১৯:৫১।

আয়াতের নোট; দ্বি. বি. ২:১১।

পর্বতময় আফরাহীম প্রদেশ। এলাকাটি ইউসুফ গোষ্ঠীরই, তবে তা ছিল বৈধ জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে (নোট দেখুন ১ আয়াত)।

১৭:১৬ সমভূমিতে বাস করে। শুধু সমভূমিতেই রথের কার্যকারিতা রয়েছে।

রথ। কাঠের রথের কিছু গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ, যেমন চাকার ধুরা, ছিল লোহার তৈরি (নোট দেখুন ২ শামু ৮:৭)। লোহার এই ব্যবহার ছিল তখন এক নতুন অগ্রগতি। অবশ্য ইসরাইলীয় বাহিনীতে রথের প্রচলন আরও অনেক পরে (নোট দেখুন ১১:৬)।

১৮:১-১৯:৫১ যে সাতটি গোষ্ঠী তখনও জমির ভাগ বুঝে পায়নি শীলোতে তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হল। এই সাতটি গোষ্ঠী হল বিন্‌ইয়ামীন, শিমিয়োন, সবূলূন, ইষাখর, আশের, নপ্তালি এবং দান।

১৮:১ শীলো। শীলোর অবস্থান বেথেলের প্রায় ১০ মাইল উত্তর-পূর্বে, বেথেল থেকে শিখিমে যাবার মূল সড়কের একটু পূর্বে।

জমায়েত-তাঁবু। শরীয়ত-তাঁবু যার ভেতরে ছিল পবিত্র শরীয়ত-সিন্দুক (দেখুন হিজরত ২৭:২১ আয়াতের নোট)। তা শামুয়েলের কাল পর্যন্ত শীলোতেই ছিল (১ শামু ৪:৩)।

১৮:৩ অধিকার ... শিথিল থাকবে। যুদ্ধজয় বসতি স্থাপনের পূর্বশর্ত, যার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি জরিপের, তারপর একটি নিরপেক্ষ বন্টন, এবং তারপর জমির পূর্ণ দখল। তাই বিজয়ের জন্য জাতিগত লড়াই (ইউসা) এবং জমি দখলের জন্য গোষ্ঠীগত লড়াইয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য থাকবে (দেখুন কাজী ১-২ এবং ১:১ আয়াতের নোট)।

১৮:৫ উত্তর দিকে। এহুদা গোষ্ঠীর এলাকার কথা প্রসঙ্গে এসেছে।

১৮:৬ গুলিবাঁট। আমি তোমাদের জন্য ভাগ্য গণনা করার মতো কাজ। দেখুন ১৪:১ আয়াতের নোট ।

১৮:৭ মাবুদের ইমাম-পদ তাদের অধিকার। ইমাম হিসেবে মাবুদের সেবা করার সুযোগ তাদের উত্তরাধিকার। দেখুন ১৩:১৪; আরও দেখুন দ্বি. বি. ১৮:১-৮ এবং ১৮:১ আয়াতের নোট।

১৮:৯ পুস্তকে। দলিলের অনুমিত কাঠামো; এখানে হিব্রু শব্দটি সুনির্দিষ্ট নয়।

১৮:১১ বিন্‌ইয়ামীন সন্তানদের বংশের নামে উঠলো। বিন্‌ইয়ামীনের উত্তরে ও আফরাহিমের দক্ষিণে ছিল অভিন্ন সীমান্ত, আর বিন্‌ইয়ামীনের দক্ষিণে ও এহুদার উত্তরে ছিল অভিন্ন সীমান্ত (দেখুন ১৫:৫ আয়াতের নোট)। বিন্‌ইয়ামীন এবং দান গোষ্ঠীর পাওয়া এলাকাটা (১৯:৪০-৪৮) পড়েছিল

বংশ ও ইউসুফ-বংশের মধ্যে হল। ১২ তাদের
উত্তর পাশের সীমা জর্ডান থেকে জেরিকোর উত্তর
পাশ দিয়ে গেল, পরে পর্বতময় প্রদেশের মধ্য
দিয়ে পশ্চিম দিকে বৈৎ আবনের মরুভূমি পর্যন্ত
গেল। ১৩ সেখান থেকে ঐ সীমা লূসে, দক্ষিণ
দিকে লূসের অর্থাৎ বেথেলের পাশ পর্যন্ত গেল;
এবং নিম্নতর বৈৎ-হোরণের দক্ষিণে অবস্থিত
পর্বত দিয়ে অটারোৎ-অদ্দরের দিকে নেমে গেল।
১৪ সেখান থেকে ঐ সীমা ফিরে পশ্চিম পাশে,
বৈৎ-হোরণের দক্ষিণে অবস্থিত পর্বত থেকে
দক্ষিণ দিকে গেল; আর এহুদা-বংশের লোকদের
কিরিয়ৎ-বাল অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম নামক নগর
পর্যন্ত গেল; এটা পশ্চিম পার্শ্ব। ১৫ আর দক্ষিণ
পাশ কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের প্রান্ত থেকে আরম্ভ হল
এবং সেই সীমা পশ্চিম দিক দিয়ে গিয়ে
নিপ্তোহের পানির ফোয়ারা পর্যন্ত স্থির হল।
১৬ আর ঐ সীমা হিন্নোম-সন্তানের উপত্যকার
সম্মুখ ও রফায়ীম উপত্যকার উত্তর দিকস্থ
পর্বতের প্রান্ত পর্যন্ত নেমে গেল এবং হিন্নোমের
উপত্যকায়, যিবূষের দক্ষিণ পাশে নেমে এসে
ঐন্-রোগেলে গেল। ১৭ আর উত্তর দিকে ফিরে
ঐন-শেমশ পর্যন্ত এবং অদুল্লীম আরোহণ-পথের
সম্মুখস্থ গলীলোতের দিক দিয়ে গিয়ে রূবেণ-বংশ
বোহনের পাথর পর্যন্ত নেমে গেল। ১৮ আর উত্তর
দিকে অরাবা সমভূমির সম্মুখস্থ পাশে গিয়ে
অরাবা সমভূমিতে নেমে গেল। ১৯ আর ঐ সীমা
উত্তর দিকে বৈৎ-হগ্লার পাশ পর্যন্ত গেল; জর্ডানের
দক্ষিণ প্রান্তস্থ লবণ-সমুদ্রের উত্তর খাড়ি সেই
সীমার প্রান্ত ছিল; এটা দক্ষিণ সীমা। ২০ আর পূর্ব
পাশে জর্ডান তার সীমা ছিল। চারদিকে তার
সীমা অনুসারে বিন্ইয়ামীন-বংশের লোকদের এই
অধিকার ছিল।
২১ নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে, বিন্ইয়ামীন-
বংশের নগর জেরিকো, বৈৎ-হগ্লা, এমক-কশিশ,
২২ বৈৎ-অরাবা, সমারয়িম, বেথেল, ২৩ অব্বীম,
পারা, অফ্রা, ২৪ কফর-অম্মোনী, অফ্নি ও সেবা;
স্ব স্ব গামের সঙ্গে বারোটি নগর। ২৫ গিবিয়োন,
রামা, বেরোৎ, ২৬ মিস্পী, কফীরা, মোৎসা,
২৭ রেকম, যির্পেল, তরলা, ২৮ সেলা, এলফ, যিবূষ
অর্থাৎ জেরুশালেম, গিবিয়াৎ ও কিরিয়ৎ; স্ব স্ব
গামের সঙ্গে চৌদ্দটি নগর। নিজ নিজ গোষ্ঠী
অনুসারে বিন্ইয়ামীন-বংশের লোকদের এই হল
অধিকার।

শিমিয়োন-বংশের সীমানা

১৯ ১ আর গুলিবাঁটক্রমে দ্বিতীয় অংশ
শিমিয়োনের নামে, নিজ নিজ গোষ্ঠী
অনুসারে শিমিয়োন-বংশের নামে উঠলো; তাদের
অধিকার এহুদা-বংশের লোকদের অধিকারের
মধ্যে হল। ২ তাদের অধিকারের মধ্যে রইলো
বের্-শেবা, (বা শেবা), মোলাদা, ৩ হৎসর-
শূয়াল, বালা, এৎসম, ৪ ইল্তোলদ, বথূল, হর্মা,
৫ সিক্লগ, বৈৎ-মর্কাবোৎ, হৎসর-সুষা, ৬ বৈৎ-
লবায়োৎ ও শারূহণ; স্ব স্ব গামের সঙ্গে তেরটি
নগর। ৭ ঐন, রিম্মোণ, এথর ও আশন; স্ব স্ব
গামের সঙ্গে চারটি নগর; ৮ আর বালৎ-বের,
(অর্থাৎ) দক্ষিণ দেশস্থ রামা পর্যন্ত ঐ নগরের
চারদিকের সমস্ত গ্রাম। নিজ নিজ গোষ্ঠী
অনুসারে শিমিয়োন-বংশের এই অধিকার।
৯ শিমিয়োন-বংশের অধিকার এহুদা-বংশের
লোকদের অধিকারের এক ভাগ ছিল, কেননা
এহুদা-বংশের লোকদের অংশ তাদের
প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ছিল; অতএব শিমিয়োন-
বংশ তাদের অধিকারের মধ্যে অধিকার পেল।

সবূলূন-বংশের সীমানা

১০ পরে গুলিবাঁটক্রমে তৃতীয় অংশ নিজ নিজ
গোষ্ঠী অনুসারে সবূলূন-বংশের লোকদের নামে
উঠলো; সারীদ পর্যন্ত তাদের অধিকারের সীমা
হল। ১১ তাদের সীমা পশ্চিম দিকে অর্থাৎ মারালা
পর্যন্ত এবং দব্বেশৎ ও যক্নিয়ামের সম্মুখস্থ স্রোত
পর্যন্ত গেল। ১২ আর সারীদ থেকে পূর্ব দিকে,
সূর্যোদয় দিকে, ফিরে কিশলোৎ-তাবোরের সীমা
পর্যন্ত গেল; পরে দাবরৎ পর্যন্ত বের হয়ে যাফিয়ে
উঠে গেল। ১৩ আর সেখান থেকে পূর্বদিক,
সূর্যোদয়ের দিক, হয়ে গাৎ-হেফর দিয়ে এৎ-
কাৎসীন পর্যন্ত গেল; এবং নেয়ের দিকে বিস্তৃত
রিম্মোণে গেল। ১৪ আর ঐ সীমা হন্নাথোনের
উত্তর দিকে তা বেষ্টন করলো, আর যিপ্তহেল
উপত্যকা পর্যন্ত গেল। ১৫ আর কটৎ, নহলাল,
শিম্রোণ, যিদালা ও বৈৎ-লেহম; স্ব স্ব গ্রামের
সঙ্গে বারোটি নগর। ১৬ নিজ নিজ গোষ্ঠী
অনুসারে সবূলূন-বংশের লোকদের এই অধিকার;
স্ব স্ব গ্রামের সঙ্গে এসব নগর।

ইষাখর-বংশের সীমানা

১৭ পরে গুলিবাঁটক্রমে চতুর্থ অংশ ইষাখরের

[১৮:১৩] পয়দা ২৮:১৯।
[১৮:১৩] শুমারী ৩২:৩।
[১৮:১৯] পয়দা ১৪:৩।
[১৮:২০] ১শামু ৯:১।
[১৮:২২] ২খান্দান ১৩:৪।
[১৮:২৩] কাজী ৬:১১, ২৪; ৮:২৭, ৩২; ৯:৫; ১শামু ১৩:১৭।
[১৮:২৪] ইউসা ২১:১৭; ১শামু ১৩:৩, ১৬; ১৪:৫; ১বাদশা ১৫:২২; ২বাদশা ২৩:৮।
[১৮:২৫] কাজী ৪:৫; ১৯:১৩; ইশা ১০:২৯; ইয়ার ৩১:১৫; ৪০:১।
[১৮:২৬] উজা ২:২৫; নহি ৭:২৯।
[১৮:২৮] ২শামু ২১:১৪।
[১৯:১] পয়দা ৪৯:৭।
[১৯:২] পয়দা ২১:১৪; ১বাদশা ১৯:৩।
[১৯:৪] শুমারী ১৪:৪৫।
[১৯:৯] ইহি ৪৮:২৪।
[১৯:১২] ১খান্দান ৬:৭২।
[১৯:১৫] পয়দা ৩৫:১৯।
[১৯:১৬] ইহি ৪৮:২৬।

ইসরাইলের দুই কর্তৃত্বকারী গোষ্ঠী এহুদা ও আফরাহিমের মাঝে। এর নেপথ্য কারণ, তারা যেন সংঘাতে জড়িয়ে না পড়ে। বিন্ইয়ামীন এবং দান গোষ্ঠীকে ভূমি বরাদ্দ দেওয়ার বিবরণটি শীলোতে করা বন্টনের বিবরণের কাঠামোর মত। এ দুটো গোষ্ঠী এবং তাদের বন্টনের অবস্থান কাজীগণ কিতাবে করা বর্ণনার চক্রগুলোতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (দেখুন ৩:১২-৩৬; ১৩:১-১৬:৩১ আয়াতের নোট)।

১৮:২৩ অব্বীম। অয়ের জনগণ।

১৯:১ গুলিবাঁটক্রমে দ্বিতীয় অংশ শিমিয়োনের নামে। এহুদার সীমানার মধ্যে নেগেভের নগরগুলো (১৫:২১; ১ খান্দা ৪:২৪-৪২; আরও দেখুন কাজী ১:৩)।

১৯:১০ গুলিবাঁটক্রমে তৃতীয় অংশ ... সবূলূন-বংশের। এই গোষ্ঠীর কাছে গেল গালীল সাগর এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যকার গালীলের নীচু এলাকাটা।

১৯:১৭ গুলিবাঁটক্রমে চতুর্থ অংশ ইষাখরের নামে। গালীল সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে নেমে বৈৎ-শানের সন্নিধানে

নামে, স্ব স্ব গোষ্ঠী অনুসারে ইষাখর-বংশের
লোকদের নামে উঠলো। ১৮ তাদের সীমার মধ্যে
পড়লো যিষ্রিয়েল, কসুল্লোৎ, শূনেম,
১৯ হফারয়িম, শীয়োন, অনহরৎ, ২০ রব্বীৎ,
কিশিয়োন, এবস, ২১ রেমৎ, ঐন-গন্নীম, ঐন-
হদ্দা ও বৈৎ-পৎসেস তাদের অধিকার হল।
২২ আর সেই সীমা তাবোর, শহৎসূমা ও বৈৎ-
শেমশ পর্যন্ত গেল, আর জর্ডান তাদের সীমার
প্রান্ত হল; স্ব স্ব গ্রামের সঙ্গে ষোলটি নগর।
২৩ নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে ইষাখর-বংশের এই
অধিকার; স্ব স্ব গ্রামের সঙ্গে এসব নগর।

আশের-বংশের সীমানা

২৪ পরে গুলিবাঁটক্রমে পঞ্চম অংশ স্ব স্ব গোষ্ঠী
অনুসারে আশের-বংশের নামে উঠলো।
২৫ তাদের সীমা হিল্‌কৎ, হলী, বেটন, অক্‌ষফ,
২৬ অলম্মেলক, অমাদ ও মিশাল এবং পশ্চিম
দিকে কর্মিল ও শীহোর-লিব্‌নৎ পর্যন্ত গেল।
২৭ আর সূর্যোদয় দিকে বৈৎ-দাগোনের অভিমুখে
ঘুরে সবূলুন ও উত্তর দিকে যিপ্তহেল উপত্যকা,
বৈৎ-এমক ও ন্যীয়েল পর্যন্ত গেল, পরে বামদিকে
কাবূলে, ২৮ এবং এব্রোণে, রহোবে, হম্মোনে ও
কান্নাতে এবং মহাসীদোন পর্যন্ত গেল। ২৯ পরে
সে সীমা ঘুরে রামা ও প্রাচীর-বেষ্টিত টায়ার
নগরে গেল, পরে সেই সীমা ঘুরে হোষাতে গেল
এবং অক্‌ষীব প্রদেশস্থ সমুদ্রতীর, ৩০ আর উম্মা,
অফেক ও রহোব তার প্রান্ত হল; স্ব স্ব গ্রামের
সঙ্গে বাইশটি নগর। ৩১ নিজ নিজ গোষ্ঠী
অনুসারে আশের-বংশের এই অধিকার; স্ব স্ব
গ্রামের সঙ্গে এসব নগর।

নপ্তালি-বংশের সীমানা

৩২ পরে গুলিবাঁটক্রমে ষষ্ঠ অংশ নপ্তালি-বংশের
লোকদের নামে নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে নপ্তালি-
বংশের লোকদের নামে উঠলো। ৩৩ তাদের সীমা
হেলফ থেকে, সানন্নীমস্থ অলোন গাছ থেকে,
অদামীনেকব ও যব্‌নিয়েল দিয়ে লক্কূম পর্যন্ত গেল
ও তার অন্তভাগে ছিল জর্ডানে। ৩৪ আর ঐ সীমা
পশ্চিম দিকে ফিরে অস্‌নোৎ-তাবোর পর্যন্ত গেল;
এবং সেখান থেকে হূক্কোক পর্যন্ত গেল; আর
দক্ষিণে সবূলূন ও পশ্চিমে আশের পর্যন্ত ও
সূর্যোদয় দিকে জর্ডান সমীপস্থ এহুদা পর্যন্ত
গেল। ৩৫ আর প্রাচীর বেষ্টিত নগর সিদ্দীম,
সের, হম্মৎ, রক্কৎ, কিন্নেরৎ, ৩৬ অদামা, রামা,
হাৎসোর, ৩৭ কেদশ, ইদ্রিয়ী, ঐন-হাৎসোর,
৩৮ যিরোণ, মিগ্‌দল-এল, হোরেম, বৈৎ-অনাৎ ও
বৈৎশেমশ; স্ব স্ব গ্রামের সঙ্গে উনিশটি নগর।
৩৯ নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে নপ্তালি-বংশের এই
অধিকার; স্ব স্ব গ্রামের সঙ্গে এসব নগর।

দান-বংশের সীমানা

৪০ আর গুলিবাঁটক্রমে সপ্তম অংশ নিজ নিজ
গোষ্ঠী অনুসারে দান-বংশের লোকদের বংশের
নামে উঠলো। ৪১ তাদের অধিকারের সীমা সরা,
ইষ্টায়োল, ঈর-শেমশ, ৪২ শালবীন, অয়ালোন,
যিৎলা, ৪৩ এলোন, তিম্না, ইক্রোণ, ৪৪ ইল্‌তকী,
গিব্বথোন, বালৎ, ৪৫ যিহূদ, বনে-বরক, গাৎ-
রিম্মোণ, ৪৬ মেয়র্কোন, রক্কোন ও যাফোর
সম্মুখস্থ অঞ্চল। ৪৭ আর দান-বংশের লোকদের
সীমা সেসব স্থান অতিক্রম করলো; কারণ দান-
বংশের লোকেরা লেশম নগরের বিরুদ্ধে গিয়ে
যুদ্ধ করলো এবং তা অধিকার করে তলোয়ারের
আঘাতে শেষ করে দিল, আর অধিকারপূর্বক
সেখানে বাস করলো এবং তাদের পূর্বপুরুষ
দানের নাম অনুসারে লেশমের নাম রাখল।
৪৮ নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে দান-বংশের এই
অধিকার; স্ব স্ব গ্রামের সঙ্গে এসব নগর।

হযরত ইউসার সম্পত্তির অধিকার

৪৯ এভাবে স্ব স্ব সীমানুসারে অধিকার করে তারা
দেশ ভাগ করার কাজ সমাপ্ত করলো; আর বনি-
ইসরাইল নিজেদের মধ্যে নূনের পুত্র ইউসাকে
একটি অধিকার দিল। ৫০ তারা মাবুদের কালাম
অনুসারে তাঁর প্রার্থিত নগর অর্থাৎ পর্বতময়

[১৯:১৮] ১শামু ২৮:৪।
[১৯:২২] জবুর ৮৯:১২।
[১৯:২৩] ইহি ৪৮:২৫।
[১৯:২৬] ১বাদশা ১৮:১৯।
[১৯:২৭] ১বাদশা ৯:১৩।
[১৯:২৮] শুমারী ১৩:২১; কাজী ১:৩১।
[১৯:২৯] উজা ৩:৭; জবুর ৪৫:১২।
[১৯:৩০] ইউসা ১২:১৮।
[১৯:৩১] ইহি ৪৮:২।
[১৯:৩৩] কাজী ৪:১১।
[১৯:৩৪] ১খান্দান ৬:৭৫।
[১৯:৩৫] ১খান্দান ২:৫৫।
[১৯:৩৭] শুমারী ২১:৩৩।
[১৯:৩৮] কাজী ১:৩৩।
[১৯:৩৯] ইহি ৪৮:৩।
[১৯:৪৩] পয়দা ৩৮:১২।
[১৯:৪৪] ২খান্দান ৮:৬।
[১৯:৪৬] প্রেরিত ৯:৩৬।
[১৯:৪৭] কাজী ১৮:১।
[১৯:৪৮] পয়দা ৩০:৬।
[১৯:৫০] কাজী

এবং যিষ্রিয়েল উপত্যকার পশ্চিমে। তাবোর পাহাড় ছিল এর উত্তর অংশের সীমানা-চিহ্ন।

১৯:২৪ গুলিবাঁটক্রমে পঞ্চম … আশের-বংশের নামে। আশেরকে দেওয়া হল ফিনিশিয়ার উত্তরে সীদোন এবং দক্ষিণে কর্মিল পাহাড় পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকাটা।

১৯:৩১ গুলিবাঁটক্রমে ষষ্ঠ অংশ … নপ্তালি-বংশের। গালীল সাগরের উত্তরের অধিকাংশ এলাকা, যার মধ্যে পশ্চিমে আশের ও সবূলূনের সীমানা-চিহ্ন হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়গুলো রয়েছে। এর একেবারে দক্ষিণ বিন্দু ছিল গালীল সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে।

১৯:৪০ গুলিবাঁটক্রমে সপ্তম অংশ … দান-বংশের। আফরাহিম ও এহুদার মধ্যে এবং বিনইয়ামীনের পশ্চিমে সংকুচিত কনুইয়ের মত একটা ভূমি (নোট দেখুন ১৮:১১)। জাফার বন্দর ছিল দানের উত্তর-পশ্চিম কোণের সীমানা-চিহ্ন।

১৯:৪৭ দান গোষ্ঠী লেশম শহরটি দখল করল। এই এলাকার আমোরীয়রা দান গোষ্ঠীর লোকদের পাহাড়ী এলাকায় আটকে রেখেছিল (কাজী ১:৩৪), তাই গোষ্ঠীটির অধিকাংশ লোক জর্ডান উপত্যকার উপরের অংশে চলে যায়। সেখানে তারা লেশম শহরটি (বা লয়িশ; দেখুন পয়দা ১৪:১৪ এবং নোট; কাজী ১৮:২-১০, ২৭-২৯ এবং ১৮:১, ৭, ২৯ আয়াতের নোট) দখল করে তার নাম রাখল 'দান'।

১৯:৪৯ নূনের পুত্র ইউসাকে একটি অধিকার দিল। ইসরাইলের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রতিজ্ঞাত ভূখণ্ড (জর্ডানের পশ্চিম এলাকা) বণ্টনের বর্ণনায় প্রথমে কালুতের সম্পত্তিলাভ (১৪:৬-১৫) এবং শেষে ইউসার সম্পত্তিলাভ বর্ণিত হয়েছে। এইভাবে মাবুদের দুই নির্ভীক সেবককে (মরু-প্রজন্ম; দেখুন শুমারী ১৩:৩০; ১৪:৬, ২৪, ৩০) সম্পত্তি প্রদান পুরো বর্ণনার সমন্বয় সাধন করে এবং উভয়েই তাদের কাঙ্ক্ষিত জমি পেয়েছিলেন। ইউসা জমির ভাগ পেলেন সবার শেষে, কারণ তিনি কোনো বাদশাহ্‌ বা সেনাপতি ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র একজন সেবক যাঁকে মাবুদের লোকদের প্রতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে যাবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

আফরাহীম প্রদেশস্থ তিম্নৎ-সেরহ তাঁকে দিল;
তাতে তিনি ঐ নগর নির্মাণ করে সেখানে বাস
করলেন।
৫১ ইলিয়াসর ইমাম, নূনের পুত্র ইউসা ও বনি-
ইসরাইলদের বংশগুলোর পিতৃকুল-পতিরা
শীলোতে মাবুদের সম্মুখে জমায়েত-তাঁবুর
দরজার কাছে গুলিবাঁট দ্বারা এসব অধিকার
দিলেন। এভাবে তাঁরা দেশ ভাগের কাজ সমাপ্ত
করলেন।

ছয়টি আশ্রয়-নগর নির্ণয়

২০ ১ পরে মাবুদ ইউসাকে বললেন, ২ তুমি
বনি-ইসরাইলদের বল, আমি মূসার
মাধ্যমে তোমাদের কাছে যে যে নগরের কথা
বলেছি, তোমরা তোমাদের জন্য সেসব আশ্রয়-
নগর নির্ধারণ কর। ৩ তাতে যে ব্যক্তি ভুলবশত
অজ্ঞাতসারে কাউকেও হত্যা করে, সেই নরহন্তা
সেখানে পলাতে পারবে এবং সেই নগরগুলো
রক্তের প্রতিশোধদাতার হাত থেকে তোমাদের
রক্ষার স্থান হবে। ৪ আর সে তার মধ্যে কোন
এক নগরে পালিয়ে যাবে এবং নগর-দ্বারের
প্রবেশ স্থানে দাঁড়িয়ে নগরের প্রধান ব্যক্তিবর্গের
কর্ণগোচরে নিজের কথা বলবে; পরে তারা
নগরের মধ্যে তাদের কাছে তাকে এনে তাদের
মধ্যে বাস করতে স্থান দেবে। ৫ আর রক্তের
প্রতিশোধদাতা তার পিছনে তাড়া করে আসলে
তারা তার হাতে সেই নরহন্তাকে তুলে দেবে না;
কেননা সে অজ্ঞাতসারে তার প্রতিবেশীকে

২:৯।
[১৯:৫১] প্রেরিত ১৩:১৯।
[২০:৩] লেবীয় ৪:২।
[২০:৪] পয়দা ২৩:১০; ইয়ার ৩৮:৭।
[২০:৬] শুমারী ৩৫:১২।
[২০:৭] লূক ১:৩৯।
[২০:৮] ১খান্দান ৬:৭৮।
[২০:৮] ১খান্দান ৬:৮০।
[২০:৯] লেবীয় ৪:২।
[২১:২] লেবীয় ২৫:৩২।

আঘাত করেছিল, আগে থেকে তার মনে তার
প্রতি কোন হিংসা ছিল না। ৬ অতএব যতদিন
সে বিচারের জন্য মণ্ডলীর সাক্ষাতে না দাঁড়ায়
এবং তৎকালীন মহা-ইমামের মৃত্যু না হয়,
ততদিন সে ঐ নগরে বাস করবে; পরে সেই
নরহন্তা তার নগরে ও তার বাড়িতে, যে নগর
থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, সেই স্থানে ফিরে
যাবে।
৭ তাতে তারা পর্বতময় নপ্তালি প্রদেশস্থ
গালীলের কেদশ, পর্বতময় আফরাহীম প্রদেশস্থ
শিখিম ও পর্বতময় এহুদা প্রদেশস্থ কিরিয়ৎ-অর্ব
অর্থাৎ হেবরন পৃথক করলো। ৮ আর জেরিকোর
নিকটস্থ জর্ডানের পূর্বপারে তারা রূবেণ-বংশের
অধিকার হতে সমভূমির মরুভূমিতে অবস্থিত
বেৎসর, গাদ-বংশের অধিকার থেকে
গিলিয়দস্থিত রামোৎ ও মানশা-বংশের অধিকার
থেকে বাশনস্থ গোলান নির্ধারণ করলো। ৯ কেউ
ভুলবশত হত্যা করলে যতদিন মণ্ডলীর সম্মুখে না
দাঁড়ায়, ততদিন সেই স্থানে যেন পালাতে পারে
ও রক্তের প্রতিশোধদাতার হাতে না মরে, এজন্য
সমস্ত বনি-ইসরাইলের ও তাদের মধ্যে বাসকারী
বিদেশীর জন্য এসব নগর নির্ধারিত হল।

লেবীয়দের প্রাপ্য নগরগুলো

২১ ১ পরে লেবীয়দের পিতৃকুলপতিরা
ইলিয়াসর ইমামের, নূনের পুত্র ইউসার
ও বনি-ইসরাইলদের বংশগুলোর পিতৃকুল-
পতিদের কাছে আসলেন, ২ ও কেনান দেশের

১৯:৫০ তিম্নৎ-সেরহ। তিম্নৎ-সেরহের অবস্থান সাগরমুখী আফরাহিমের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। এখানে ইউসাকে কবর দেওয়া হয়েছিল (২৪:৩০ আয়াত)।

২০:১-৯ ইসরাইলের গোষ্ঠীকুলকে ভূমিবণ্টন করে মাবুদের পরবর্তী প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ (নোট দেখুন ১৩:১-৩২) প্রাদেশিক আদালতে খুনের বিচার সংক্রান্ত একটি আইন প্রণয়ন করল যা আধুনিক সরকার ব্যবস্থার অন্তর্গত ন্যায়বিচার-তত্ত্বটির পূর্বসূরি। ন্যায়বিচার উদ্দেশ্যহীন রক্তপাতের ঘোরবিরোধী। যেখানে কোনো ব্যক্তি খুন হলে তার পরিবারের লোকেরা নিজের হাতে খুনির উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করত সেখানে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। নরহত্যার দায়ে অভিযুক্তদের আশ্রয় নগর হিসেবে লেবীয়দের নগরগুলো বেছে নেওয়া হয়েছিল, কারণ লেবীয়দের কাছে মূসার শরীয়ত ছিল আদর্শ এবং সম্মানীয়।

২০:২ মূসার মাধ্যমে তোমাদের কাছে যে যে নগরের কথা বলেছি। মূসার মধ্য দিয়ে আমি তোমাকে যেমন নির্দেশ দিয়েছিলাম। দেখুন শুমারী ৩৫:৬-৩৪।

২০:৩ রক্তের প্রতিশোধদাতার। হিব্রু শব্দটি এ ছাড়াও 'মুক্তিকর্তা জ্ঞাতি' (রূত ২:২০) এবং 'উদ্ধারকারী' (দেখুন ইশাইয়া ৪১:১৪ এবং নোট) অনূদিত হয়েছে। কোনো ব্যক্তির খুনের প্রতিশোধ তার নিকট আত্মীয়কে নিতে হত (দেখুন লেবীয় ২৪:১৭; শুমারী ৩৫:১৬-২৮)।

২০:৪ নগর-দ্বার। এখানে বিচার করার রেওয়াজ ছিল, যেখানে প্রবীণেরা বিচার করার জন্য বসতেন (দেখুন রূত ৪:১ এবং নোট; আরও দেখুন আইউব ২৯:৭)।

২০:৬ বিচারের জন্য মণ্ডলীর সাক্ষাতে। হতে পারে, সভাটি সেই শহরে অনুষ্ঠিত হত যেখানে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছিল (দেখুন শুমারী ৩৫:২৪-২৫)।

মহা-ইমামের মৃত্যু না হয়। দেখুন শুমারী ৩৫:২৫-২৮ এবং ৩৫:২৪ আয়াতের নোট।

২০:৭ গালীলের কেদশ, ... পৃথক করলো। হিব্রু বর্ণনায় একটু হেঁয়ালি করা হয়েছে: 'তারা পবিত্র শহরকে পবিত্র করলো'। জর্ডান নদীর পশ্চিমে অবস্থিত অপর দুই নগরী ইতোমধ্যে পবিত্র সজ্ঞের আওতায় এসেছিল: শিখিমের জন্য দেখুন ৮:৩০-৩৫ এবং নোট; পয়দা ১২:৬-৭; হেবরনের জন্য দেখুন পয়দা ২৩:২; ৪৯:২৯-৩২। নগরীগুলোর ভৌগোলিক বণ্টন ছিল গুরুত্বপূর্ণ: একটি উত্তরে, একটি মাঝখানে আর একটি দক্ষিণে (দেখুন ৮ আয়াত, যেখানে উত্তর-জর্ডানের তিনটি নগরকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই নগরগুলো হচ্ছে দক্ষিণে বেৎসর, মাঝখানে রামোৎ এবং উত্তরে গোলান)। দেখুন মানচিত্র।

২০:৯ বিদেশীর জন্য। ইসরাইলে বসবাসকারী বিদেশীদের জন্যও সমান সুরক্ষা দেবার কথা ঘোষণা করা হলো (লেবীয় ১৯:৩৩-৩৪; দ্বি. বি. ১০:১৮-১৯)।

২১:১-৪৫ শেষ পর্যন্ত লেবীয়রা তাদের শহর এবং তৎসংলগ্ন গোচারণভূমি বুঝে পেল। তাদের ভূমিবণ্টন করা হল প্রাচীনতার ভিত্তিতে (দেখুন ১০ আয়াত)।

শীলোতে তাঁদের বললেন, আমাদের বাস করার
নগর ও পশুদের জন্য চারণ-ভূমি দেবার হুকুম
মাবুদ মূসা দ্বারা দিয়েছিলেন। ৩ তাতে মাবুদের
হুকুম অনুসারে বনি-ইসরাইল নিজ নিজ অধিকার
থেকে লেবীয়দেরকে এ সব নগর ও সেগুলোর
চারণ-ভূমি দিল।
৪ কহাতীয় গোষ্ঠীগুলোর নামে গুলি উঠলো;
তাতে লেবীয়দের মধ্যে ইমাম হারুনের সন্তানেরা
গুলিবাঁট দ্বারা এহুদা বংশ, শিমিয়োনীয়দের বংশ
ও বিন্‌ইয়ামীন-বংশ থেকে তেরটি নগর পেল।
৫ আর কহাতের অবশিষ্ট সন্তানেরা গুলিবাঁট
দ্বারা আফরাহীম-বংশের গোষ্ঠীগুলো থেকে এবং
দান বংশ ও মানশার অর্ধেক বংশ থেকে দশটি
নগর পেল।
৬ আর গোর্শোনের বংশধরদের গুলিবাঁট দ্বারা
ইষাখর-বংশের গোষ্ঠীগুলো থেকে এবং আশের
বংশ, নপ্তালি বংশ ও বাশনস্থ মানশার অর্ধেক
বংশ থেকে তেরটি নগর পেল।
৭ আর মরারি বংশের লোকেরা নিজ নিজ
গোষ্ঠী অনুসারে রূবেণ বংশ, গাদ বংশ ও সবূলূন
বংশ থেকে বারোটি নগর পেল।
৮ এভাবে বনি-ইসরাইল গুলিবাঁট করে
লেবীয়দেরকে এসব নগর ও সেগুলোর চারণ-ভূমি
দিল, যেমন মাবুদ মূসার দ্বারা হুকুম দিয়েছিলেন।
৯ তারা এহুদা-বংশের লোকদের বংশ ও
শিমিয়োন-বংশের অধিকার থেকে এই এই
নামবিশিষ্ট নগর দিল। ১০ লেবির সন্তান কহাতীয়
গোষ্ঠীগুলোর মধ্যবর্তী হারুন-সন্তানদের সেসব
হল; কেননা তাদের নামে প্রথম গুলি উঠলো।
১১ ফলত তারা অনাকের পিতা অর্বের কিরিয়ৎ-
অর্ব, অর্থাৎ পর্বতময় এহুদা প্রদেশস্থ হেবরন ও
তার চারদিকের চারণ-ভূমি তাদের দিল। ১২ কিন্তু
ঐ নগরের ক্ষেত ও গ্রামগুলো তারা অধিকার
হিসেবে যিফুন্নির পুত্র কালুতকে দিল।
১৩ তারা ইমাম হারুনের সন্তানদের চারণ-
ভূমির সঙ্গে নরহন্তার আশ্রয়নগর হেবরন দিল;
এবং চারণ-ভূমির সঙ্গে লিবনা, ১৪ চারণ-ভূমির সঙ্গে
যত্তীর, চারণ-ভূমির সঙ্গে ইষ্টমোয়, ১৫ চারণ-
ভূমির সঙ্গে হোলোন, চারণ-ভূমির সঙ্গে দবীর,
১৬ চারণ-ভূমির সঙ্গে ঐন, চারণ-ভূমির সঙ্গে যুটা
ও চারণ-ভূমির সঙ্গে বৈৎ-শেমশ, ঐ দুই বংশের
অধিকার থেকে এই নয়টি নগর দিল। ১৭ আর
বিন্‌ইয়ামীন-বংশের অধিকার থেকে চারণ-ভূমির
সঙ্গে গিবিয়োন, চারণ-ভূমির সঙ্গে গেবা, ১৮ চারণ-
ভূমির সঙ্গে অনাথোৎ ও চারণ-ভূমির সঙ্গে
অলমোন এই চারটি নগর দিল। ১৯ সর্বমোট
চারণ-ভূমির সঙ্গে তেরটি নগর হারুন-সন্তান
ইমামদের অধিকার হল।
২০ আর কহাতের অবশিষ্ট সন্তানেরা অর্থাৎ
কহাতীয়রা লেবীয়দের গোষ্ঠীগুলো আফ-রাহীম
বংশের অধিকার থেকে তাদের প্রাপ্য নগর
পেল। ২১ ফলত নরহন্তার আশ্রয়-নগর পর্বতময়
আফরাহীম প্রদেশস্থ শিখিম ও তার চারণ-ভূমি
এবং চারণ-ভূমির সঙ্গে গেষর; ২২ ও চারণ-ভূমির
সঙ্গে কিবসয়িম ও চারণ-ভূমির সঙ্গে বৈৎ-
হোরোণ; এই চারটি নগর তারা তাদের দিল।
২৩ আর দান-বংশের অধিকার থেকে চারণ-ভূমির
সঙ্গে ইলতকী, চারণ-ভূমির সঙ্গে গিব্বথোন,
২৪ চারণ-ভূমির সঙ্গে অয়ালোন ও চারণ-ভূমির
সঙ্গে গাৎ-রিম্মোণ, এই চারটি নগর দিল।
২৫ আর মানশার অর্ধেক বংশের অধিকার থেকে
চারণ-ভূমির সঙ্গে তানক ও চারণ-ভূমির সঙ্গে
গাৎ-রিম্মোণ, এই দু'টি নগর দিল। ২৬ কহাতের
অবশিষ্ট সন্তানদের গোষ্ঠীগুলোর জন্য সবসুদ্ধ
চারণ-ভূমির সঙ্গে এই দশটি নগর দিল।
২৭ পরে তারা লেবীয়দের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে
গের্শোনীয়দেরকে মানশার অর্ধেক বংশের
অধিকার থেকে চারণ-ভূমির সঙ্গে নরহন্তার
আশ্রয়-নগর বাশনস্থ গোলান এবং চারণ-ভূমির
সঙ্গে বীষ্টরা, এই দু'টি নগর দিল। ২৮ আর
ইষাখর-বংশের অধিকার থেকে চারণ-ভূমির
সঙ্গে কিশিয়োন, চারণ-ভূমির সঙ্গে দাবরৎ,
২৯ চারণ-ভূমির সঙ্গে যর্মূৎ ও চারণ-ভূমির সঙ্গে
ঐন্-গন্নীম; এই চারটি নগর দিল। ৩০ আর
আশের-বংশের অধিকার থেকে চারণ-ভূমির
সঙ্গে মিশাল, চারণ-ভূমির সঙ্গে আব্দোন,
৩১ চারণ-ভূমির সঙ্গে হিল্কৎ ও চারণ-ভূমির
সঙ্গের হোব; এই চারটি নগর দিল। ৩২ আর
নপ্তালি-বংশের অধিকার থেকে চারণ-ভূমির সঙ্গে
নরহন্তার আশ্রয়-নগর গালীলস্থ কেদশ এবং
চারণ-ভূমির সঙ্গে হম্মোৎ দোর ও চারণ-ভূমির
সঙ্গে কর্তন, এই তিনটি নগর দিল। ৩৩ নিজ
নিজ গোষ্ঠী অনুসারে গের্শোনীয়েরা সবসুদ্ধ
চারণ-ভূমির সঙ্গে এই তেরোটি নগর পেল।
৩৪ পরে তারা মরারিয়দের গোষ্ঠীগুলোর অর্থাৎ
অবশিষ্ট লেবীয়দেরকে সবূলূন-বংশের অধিকার

[২১:৪] শুমারী ৩:১৭।
[২১:৬] পয়দা ৩০:১৮।
[২১:৭] হিজ ৬:১৬।
[২১:১১] পয়দা ২৩:২।
[২১:১৩] শুমারী ৩৫:৬।
[২১:১৭] নহি ১১:৩১।
[২১:১৮] ২শামু ২৩:২৭; ১বাদশা ২:২৬; উজা ২:২৩; নহি ৭:২৭; ১১:৩২; ইশা ১০:৩০; ইয়ার ১:১; ১১:২১; ৩২:৭।
[২১:১৯] ২খান্দান ৩১:১৫।
[২১:২২] ১শামু ১:১।
[২১:২৭] শুমারী ৩৫:৬।
[২১:৩২] শুমারী ৩৫:৬।

২১:৪ কহাতীয়। লেবির তিন ছেলে ছিলেন কহাত, গোর্শম ও মরারি (হিজ ৬:১৬; শুমারী ৩:১৭)।

এহুদা বংশ, শিমিয়োনীয়দের বংশ ও বিন্‌ইয়ামীন-বংশ। এই তিন গোষ্ঠীর এলাকাগুলো পরবর্তীকালে এবাদতখানার স্থান হতে যাওয়া জেরুশালেমের কাছে অবস্থিত ছিল। বাকি কহাতীয়রা বিভিন্ন গোষ্ঠীর পাশে জায়গা পেল।

২১:১১ হেবরন। কালুতের নগর (১৪:১৩-১৫)। ইমাম ও লেবীয়দের দেবার জন্য অন্যদের জমির দিকে হাত বাড়াতে হতো।

২১:২৭ গের্শোনীয়। গের্শোনীয়রা উত্তরনিবাসী আশের, নপ্তালি এবং ইষাখরের কাছ থেকে জমি পেল।

২১:৩৪ মরারিয়। তাদের ১২টি নগর রূবেন, গাদ ও সবূলূনের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

থেকে চারণ-ভূমির সঙ্গে যক্মিয়াম, চারণ-ভূমির সঙ্গে কার্তা, ৩৫ চারণ-ভূমির সঙ্গে দিম্না ও চারণ-ভূমির সঙ্গে নহলোল এই চারটি নগর দিল। ৩৬ আর রূবেণ-বংশের অধিকার থেকে চারণ-ভূমির সঙ্গে বেৎসর, ৩৭ চারণ-ভূমির সঙ্গে যহস, চারণ-ভূমির সঙ্গে কদেমোৎ ও চারণ-ভূমির সঙ্গে মেপাৎ, এই চারটি নগর দিল। ৩৮ আর গাদ-বংশের অধিকার থেকে চারণ-ভূমির সঙ্গে নরহন্তার আশ্রয়-নগর গিলিয়দস্থ রামোৎ, ৩৯ এবং চারণ-ভূমির সঙ্গে মহনয়িম, চারণ-ভূমির সঙ্গে হিষ্‌বোণ ও চারণ-ভূমির সঙ্গে যাসের, সর্ব মোট এই চারটি নগর দিল। ৪০ এভাবে লেবীয়দের অবশিষ্ট সমস্ত গোষ্ঠী, অর্থাৎ মরারিয়রা নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে গুলিবাঁট দ্বারা সবসুদ্ধ বারোটি নগর পেল।

৪১ বনি-ইসরাইলদের অধিকারের মধ্যে চারণ-ভূমির সঙ্গে সবসুদ্ধ আটচল্লিশটি নগর লেবীয়দের হল। ৪২ সেসব নগরের মধ্যে প্রত্যেক নগরের চারদিকে চারণ-ভূমি ছিল; সেসব নগরেরই এরকম ছিল।

৪৩ মাবুদ লোকদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে দেশের বিষয় শপথ করেছিলেন, সেই সমগ্র দেশ তিনি ইসরাইলকে দিলেন এবং তারা তা অধিকার করে নেসে সেখানে বাস করলো। ৪৪ মাবুদ তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে কৃত তাঁর সমস্ত কসম অনুসারে চারদিকে তাদের বিশ্রাম দিলেন; তাদের সমস্ত দুশমনের মধ্যে কেউই তাদের সম্মুখে দাঁড়াতে পারল না; মাবুদ তাদের সমস্ত দুশমনকে তাদের হাতে অর্পণ করলেন। ৪৫ মাবুদ ইসরাইল-কুলের কাছে যেসব মঙ্গলের কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে একটি কথাও নিষ্ফল হল না; সবই সফল হল।

জর্ডানের পূর্ব পারস্থ গোষ্ঠীগুলোর স্বদেশ যাত্রা

[২১:৩৬] শুমারী ২১:২৩; দ্বি:বি ২:৩২; কাজী ১১:২০।
[২১:৩৭] ইউসা ১৩:১৮।
[২১:৩৮] দ্বি:বি ৪:৪৩।
[২১:৩৮] পয়দা ৩২:২।
[২১:৪১] শুমারী ৩৫:৭।
[২১:৪৩] দ্বি:বি ৩৪:৪।
[২১:৪৪] হিজ ৩৩:১৪।
[২১:৪৫] নহি ৯:৮।
[২২:২] শুমারী ৩২:২৫।
[২২:৪] শুমারী ৩২:২২; দ্বি:বি ৩:২০।
[২২:৫] ইশা ৪৩:২২; মালা ৩:১৪।
[২২:৭] ইউসা ১৪:১৩; লূক ২৪:৫০।
[২২:৮] পয়দা ৪৯:২৭; ১শামু ৩০:১৬; ২শামু ১:১; ইশা ৯:৩।
[২২:৯] শুমারী ৩২:২৬।

২২

১ সেই সময়ে ইউসা রূবেণীয় ও গাদীয়দেরকে এবং মানশার অর্ধেক বংশকে ডেকে বললেন; ২ মাবুদের গোলাম মূসা তোমাদের যেসব হুকুম দিয়েছিলেন, সেসবই তোমরা পালন করেছ; এবং আমি তোমাদের যেসব হুকুম দিয়েছি, তোমরা সব কিছুতে আমার হুকুমের বাধ্য হয়েছ। ৩ বহুদিন থেকে আজ পর্যন্ত তোমরা আপন আপন ভাইদেরকে ছেড়ে যাও নি, কিন্তু তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদের হুকুম পালন করে এসেছ। ৪ সম্প্রতি তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদ তাঁর ওয়াদা অনুসারে তোমাদের ভাইদেরকে বিশ্রাম দিয়েছেন; অতএব এখন তোমরা স্ব স্ব তাঁবুতে, অর্থাৎ মাবুদের গোলাম মূসা জর্ডানের অপর পারে যে দেশ তোমাদের দিয়েছেন, তোমাদের সেই অধিকারভুক্ত দেশে ফিরে যাও। ৫ কেবল এই এই বিষয়ে খুব যত্নবান থেকো, মাবুদের গোলাম মূসা তোমাদের যে হুকুম ও নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করো, তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদকে মহব্বত করো, তাঁর সমস্ত পথে চলো, তাঁর হুকুমগুলো পালন করো, তাঁতে আসক্ত থেকো এবং সমস্ত অন্তর ও সমস্ত প্রাণের সঙ্গে তাঁর সেবা করো। ৬ পরে ইউসা তাদের দোয়া করে বিদায় দিলেন; তারা নিজ নিজ তাঁবুতে প্রস্থান করলো।

৭ মূসা মানশার অর্ধেক বংশকে বাশনে অধিকার দিয়েছিলেন এবং ইউসা তার অন্য অর্ধেক বংশকে জর্ডানের পশ্চিম পারে তাদের ভাইদের মধ্যে অধিকার দিয়েছিলেন। আর স্ব স্ব তাঁবুতে বিদায় করার সময়ে ইউসা তাদের দোয়া করলেন, আর বললেন, ৮ তোমরা প্রচুর সম্পত্তি, পাল পাল পশু এবং রূপা, সোনা, ব্রোঞ্জ, লোহা ও অনেক কাপড়-চোপড় সঙ্গে নিয়ে নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যাও, তোমাদের দুশমনদের থেকে লুণ্ঠিত দ্রব্য তোমাদের ভাইদের মাঝে ভাগ করে

২১:৪৪ চারদিকে তাদের বিশ্রাম দিলেন। দেখুন ১:১৩ আয়াতের নোট।

২১:৪৫ মঙ্গলের কথা বলেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর লোকদের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন তার মধ্যে নিহিত ছিল কল্যাণ (২৩:১৪-১৫; ১ বাদশা ৮:৫৬; ইয়া ৩৩:১৪)।

যেসব মঙ্গলের কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে একটি কথাও নিষ্ফল হল না। ইসরাইলের প্রতি মাবুদের প্রতিশ্রুতিটি কীভাবে পূর্ণতা পেল সে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (দেখুন পয়দা ১৫:১৮-২১)। তখনও দেশটা পুরোপুরি দখল করা যায়নি (দেখুন ২৩:৪-৫; কাজী ১-২), কিন্তু জাতিগত অভিযান শেষ হয়েছিল এবং ইসরাইলীয়রা চূড়ান্তভাবে প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেনান দেশে আর কোনো শক্তি অবশিষ্ট ছিল না যা তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করতে পারত।

২২:১-৩৪ দুই বংশ ও অর্ধ বংশের লোকেরা বিশ্বস্ততার সঙ্গেই দেশ দখলের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে আর এখন ইউসা তাদের নিজেদের জায়গায় অর্থাৎ নদীর অন্য পারে ফেরত যেতে আদেশ করছেন। কিন্তু তারা যে কোরবানগাহ্ তৈরি করেছিল যাকে "সাক্ষ্যের জন্য" (দেখুন ২৬-২৭, ৩৪) বলা হয়েছে তা নিয়ে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। এই কারণে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

২২:২ গোলাম মূসা তোমাদের যেসব হুকুম দিয়েছিলেন। কেনান দেশ দখল করবার জন্য মূসা জীবিত থাকাকালীন সময়েই দুই বংশ ও অর্ধ বংশকে অন্যান্য বংশের সঙ্গে গিয়ে এক সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশ জয় করার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন (শুমারী ৩২:১৬-২৭; দ্বি: বি: ৩:১৮)।

২২:৫ তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদকে মহব্বত করো, ... সেবা করো। মূসা ও ইউসা উভয়েই দেখেছিলেন যে, শরীয়তের প্রতি বাধ্যতা প্রকাশের জন্য হৃদয় থেকেই তা ভালবাসতে হবে ও তাঁর সেবার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রাচীন কালের নিকটপ্রাচ্যে "ভালবাসা" একটি রাজনৈতিক শব্দ ছিল, যার মধ্য দিয়ে বাদশাহ্‌র প্রতি সত্যিকারের হৃদয় নিয়ে বাধ্যতা স্বীকার করার নির্দেশনা আছে (দেখুন দ্বি: বি: ৬:৫; ১১:১)।

২২:৮ তোমাদের ভাইদের মাঝে ভাগ করে নাও। মূসা দেখতে পেয়েছিলেন যে, যুদ্ধে যে লুটদ্রব্য পাওয়া যায় তারও উপযুক্ত

নাও।
৯ পরে রূবেণ-বংশের লোকেরা, গাদ-বংশের
লোকেরা ও মানশার অর্ধেক বংশ কেনান দেশস্থ
শীলোতে বনি-ইসরাইলদের কাছ থেকে ফিরে
গেল, মূসার মধ্য দিয়ে বলা মাবুদের কালাম
অনুসারে পাওয়া গিলিয়দ দেশের, তাদের
অধিকারভুক্ত দেশের দিকে যাবার জন্য যাত্রা
করলো।

জর্ডানের পূর্ব পারে স্মরণার্থক কোরবানগাহ্

১০ আর কেনান দেশস্থ জর্ডান অঞ্চলে উপস্থিত
হলে রূবেণ-বংশের লোকেরা, গাদ-বংশের
লোকেরা ও মানশার অর্ধেক বংশ সেই স্থানে
জর্ডানের ধারে একটি কোরবান-গাহ্ তৈরি
করলো, সেই কোরবানগাহ্ দেখতে বড় ছিল।
১১ তখন বনি-ইসরাইল শুনতে পেল, দেখ,
রূবেণ-বংশের লোকেরা, গাদ-বংশের লোকেরা ও
মানশার অর্ধেক বংশ কেনান দেশের সম্মুখে
জর্ডান অঞ্চলে, বনি-ইসরাইলদের পারে, একটি
কোরবানগাহ্ তৈরি করেছে। ১২ বনি-ইসরাইল
যখন এই কথা শুনল, তখন বনি-ইসরাইলদের
সমস্ত মণ্ডলী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করতে
শীলোতে একত্র হল।
১৩ পরে বনি-ইসরাইল রূবেণ-বংশের
লোকদের, গাদ-বংশের লোকদের ও মানশার
অর্ধেক বংশের কাছে গিলিয়দ দেশে ইলিয়াসর
ইমামের পুত্র পীনহস্‌কে, ১৪ এবং তাঁর সঙ্গে
ইসরাইলের প্রত্যেক বংশ থেকে এক জন করে
মোট দশ জন পিতৃকুলের নেতাকে প্রেরণ
করলো; তাঁরা এক এক জন ইসরাইলের হাজার
লোকের মধ্যে নিজ নিজ পিতৃকুলের প্রধান
ছিলেন। ১৫ তাঁরা গিলিয়দ দেশে রূবেণ-বংশের
লোকদের, গাদ-বংশের লোকদের ও মানশার
অর্ধেক বংশের কাছে এসে তাদের এই কথা
বললেন, ১৬ মাবুদের সমস্ত মণ্ডলী এই কথা
বলছে, আজ মাবুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হবার জন্য

[২২:১০] ইশা ১৯:১৯; ৫৬:৭।
[২২:১২] ইউসা ১৮:১।
[২২:১৩] শুমারী ২৫:৭।
[২২:১৪] শুমারী ১:৪।
[২২:১৬] দ্বি:বি ৭:৩; ১শামু ১৩:১৩; ১৫:১১।
[২২:১৭] শুমারী ২৩:২৮; ২৫:১-৯।
[২২:১৮] লেবীয় ১০:৬।
[২২:১৯] হিজ ২৬:১।
[২২:২০] জবুর ৭:১১।
[২২:২২] ১শামু ২:৩; ১৬:৭; ১বাদশা ৮:৩৯; ১খান্দান ২৮:৯; জবুর ১১:৪; ৪০:৯; ৪৪:২১; ১৩৯:৪; ইয়ার ১৭:১০।
[২২:২৩] দ্বি:বি ১২:১১; ১৮:১৯; ১শামু ২০:১৬।

নিজেদের জন্য একটি কোরবানগাহ্ তৈরি
করাতে তোমরা আজ মাবুদের পিছনে চলা থেকে
ফিরে যাবার জন্য ইসরাইলের আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে
এই যে বিশ্বাস ভঙ্গ করে করলে, এটা কি? ১৭ যে
অপরাধের জন্য মাবুদের মণ্ডলীর মধ্যে মহামারী
হয়েছিল এবং যা থেকে আমরা আজও পাক-
সাফ হই নি, পিয়োর-বিষয়ক সেই অপরাধ কি
আমাদের পক্ষে ক্ষুদ্র? ১৮ এই কারণে কি আজ
মাবুদের পেছনে চলা থেকে ফিরে যেতে চাও?
তোমরা আজ মাবুদের বিদ্রোহী হলে তিনি
আগামীকাল ইসরাইলের সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি ক্রুদ্ধ
হবেন। ১৯ যা হোক, তোমাদের অধিকারভুক্ত
দেশ যদি নাপাক হয়, তবে পার হয়ে মাবুদের
অধিকৃত দেশে, যেখানে মাবুদের আবাস-তাঁবু
রয়েছে, সেই স্থানে এসে আমাদেরই মধ্যে
অধিকার গ্রহণ কর; কিন্তু আমাদের আল্লাহ্
মাবুদের কোরবানগাহ্ ভিন্ন তোমাদের জন্য অন্য
কোরবানগাহ্ তৈরি করে মাবুদের বিদ্রোহী ও
আমাদের বিদ্রোহী হয়ো না। ২০ সেরহের পুত্র
আখন বর্জিত বস্তু সম্বন্ধে বিশ্বাস ভঙ্গ করে করলে
আল্লাহ্‌র গজব কি ইসরাইলের সমস্ত মণ্ডলীর
প্রতি উপস্থিত হয় নি? সেই ব্যক্তি তো তার
অপরাধে একাকী বিনষ্ট হয় নি।
২১ তখন রূবেণ-বংশ ও মানশার অর্ধেক বংশ
ইসরাইলের সেই সহস্রপতিদেরকে এই উত্তর
দিল; ২২ মাবুদ, যিনি প্রভুদের আল্লাহ্! মাবুদ,
যিনি প্রভুদের আল্লাহ্! তিনি জানেন এবং
ইসরাইলও এই কথা জানুক। যদি আমরা
মাবুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ভাবে কিংবা সত্য-
লঙ্ঘন করে এই কাজ করে থাকি, তবে আজ
আমাদের রক্ষা করো না। ২৩ আমরা আমাদের
জন্য যে কোরবানগাহ্ তৈরি করেছি, তা যদি
মাবুদের পেছনে চলা থেকে ফিরে যাবার জন্য,
কিংবা তার উপরে পোড়ানো-কোরবানী বা শস্য-
উৎসর্গ কোরবানী করার জন্য অথবা মঙ্গল-

ভাগ হওয়া প্রয়োজন (শুমারী ৩১:২৫-২৭)।

২২:৯ গিলিয়দ দেশ। সেপ্টুয়াজিন্ট অনুবাদে এটিকে গিল্‌গল বলে বুঝেছিল যা জেরিকোর পরেই অবস্থিত; খুব সম্ভবত এটি জর্ডান নদীর তীরে শিলোহের পূর্ব পাশে অবস্থিত।

২২:১১ তখন বনি-ইসরাইল শুনতে পেল। আল্লাহ্‌নিন্দার কথা শুনে তারা খুব দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল। তারা ভেবেছিল যে, সত্যিকারের যে কোরবানগাহ্ শীলোতে আছে এটি তারই একটি বিদ্রোহী ভূমিকার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

২২:১২ শীলোতে একত্র হল। সেখানে তাদের সংশোধন করার জন্য একটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তারা নিয়েছিল (দ্বি: বি: ১৩:১২-১৮; কাজী ২০)।

২২:১৩-১৪ মাবুদ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কাজ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য একটি উঁচু মাপের প্রতিনিধি দল জর্ডানের অপর পারে আড়াই বংশের কাছে প্রেরণ করা হলো।

২২:১৬ এটা কি? অভিযোগটি খুবই গুরুতর ছিল। অনেকটা এরকম– তুমি পাপ করেছ ও বিদ্রোহ করেছ।

২২:১৭ পিয়োর-বিষয়ক। এখানে বনি-ইসরাইলরা মোয়াবীয় দেবতা বালের উপাসনায় যোগ দেয় ও ব্যভিচারে অংশগ্রহণ করে (শুমারী ২৫:১-৫)।

২২:১৯ যদি নাপাক হয়। বিজাতীয় উপাসনার মধ্য দিয়ে এর অধিবাসীদের দুর্নিতিগ্রস্ত করে তুলেছিল।

মাবুদের অধিকৃত দেশে। প্রতিজ্ঞাত দেশের যে সীমা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কখনো ট্রান্স জর্ডানের অঞ্চল ছিল না। প্রকৃতপক্ষে কেনান ছিল সেই দেশ যার জন্য মাবুদ তাঁর লোক, হযরত ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুব ও তাদের বংশধরদের জন্য বিশেষ ভাবে দাবী করেছেন।

২২:২০ আখন বর্জিত বস্তু সম্বন্ধে বিশ্বাস ভঙ্গ করে করলে। দেখুন ৭:১-২৬ আয়াতের নোট।

২২:২২ মাবুদ, যিনি প্রভুদের আল্লাহ্! মাবুদ। দেখুন জবুর ৫০:১। পবিত্র নামের পুনরুক্তি করা একরকম শপথ করার মত যে, তারা ভুল কাজ করা থেকে নিরন্তন বিরত থাকবে।

কোরবানী করার জন্য তৈরি করে থাকি, তবে
মাবুদ স্বয়ং তার প্রতিফল দিন। ২৪ আমরা বরং
ভয় করে, একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এই করেছি,
ফলত কি জানি, ভাবী কালে তোমাদের সন্তানেরা
আমাদের সন্তানদের এই কথা বলবে,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের সঙ্গে তোমাদের
সম্পর্ক কি? ২৫ হে রূবেণ-বংশের লোকেরা, গাদ
-বংশের লোকেরা, তোমাদের ও আমাদের
উভয়ের মধ্যে মাবুদ জর্ডানকে সীমা করে
রেখেছেন; মাবুদের উপর তোমাদের কোন
অধিকার নেই। এভাবে পাছে তোমাদের
সন্তানেরা আমাদের সন্তানদের মাবুদের ভয় ত্যাগ
করায়। ২৬ এজন্য আমরা বললাম, এসো, আমরা
একটি কোরবানগাহ্‌ নির্মাণের উদ্‌যোগ নিই,
পোড়ানো-কোরবানী বা কোরবানীর জন্য নয়;
২৭ কিন্তু আমাদের পোড়ানো-কোরবানী,
কোরবানী ও আমাদের মঙ্গল করার উপহার দ্বারা
মাবুদের সম্মুখে তাঁর সেবা করতে আমাদের
অধিকার আছে, এই কথা প্রমাণ করার জন্য তা
আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এবং আমাদের পরে
আমাদের ভাবী বংশের মধ্যে সাক্ষী হবে; তাতে
ভাবী কালে তোমাদের সন্তানেরা আমাদের
সন্তানদের বলতে পারবে না যে, মাবুদে
তোমাদের কোন অংশ নেই। ২৮ আর আমরা
বললাম, তারা যদি ভাবী কালে আমাদের কিংবা
আমাদের বংশকে এই কথা বলে, তবে আমরা
বলবো, তোমরা মাবুদের কোরবানগাহ্‌র ঐ প্রতি-
রূপ দেখ, আমাদের পূর্বপুরুষরা তা তৈরি
করেছে; পোড়ানো-কোরবানী বা কোরবানীর জন্য
নয়, কিন্তু ওটা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে
সাক্ষী। ২৯ আমরা যে পোড়ানো-কোরবানীর, শস্য
-উৎসর্গের কিংবা কোরবানীর জন্য তোমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদের শরীয়ত-তাঁবুর সম্মুখস্থিত তাঁর
কোরবানগাহ্‌ ছাড়া অন্য কোরবানগাহ্‌ তৈরি দ্বারা
মাবুদের বিদ্রোহী হব, কিংবা আমরা যে মাবুদের
পিছনে চলা থেকে আজ ফিরে যাব, তা দূরে
থাকুক।
৩০ তখন পীনহস ইমাম, তাঁর সহবর্তী মণ্ডলীর
নেতাবৃন্দ ও ইসরাইলের সহস্রপতিরা ও রূবেণ-
বংশের, গাদ-বংশের ও মানাশা-বংশের
লোকদের এই কথা শুনে সন্তুষ্ট হলেন। ৩১ আর
ইলিয়াসর ইমামের পুত্র পীনহস রূবেণ-বংশ,
গাদ-বংশ ও মানাশা-বংশের লোকদের বললেন,
আজ আমরা জানলাম যে, মাবুদ আমাদের মধ্যে
আছেন, কেননা তোমরা মাবুদের বিরুদ্ধে এই
সত্য লঙ্ঘন কর নি; এখন তোমরা বনি-
ইসরাইলদেরকে মাবুদের হাত থেকে উদ্ধার
করলে।
৩২ পরে ইলিয়াসর ইমামের পুত্র পীনহস ও নেতৃ
বর্গ রূবেণ-বংশ ও গাদ-বংশের লোকদের কাছ
থেকে, গিলিয়দ দেশ থেকে, কেনান দেশে বনি-
ইসরাইলদের কাছে ফিরে এসে তাদের সংবাদ
দিলেন। ৩৩ তখন বনি-ইসরাইল ঐ সংবাদে
সন্তুষ্ট হল; আর বনি-ইসরাইল আল্লাহ্‌র প্রশংসা
করলো এবং রূবেণ-বংশ ও গাদ-বংশের
লোকদের নিবাসদেশ বিনাশ করার জন্য যুদ্ধে
যাবার সম্বন্ধে আর কিছু বললো না। ৩৪ পরে
রূবেণ-বংশ ও গাদ-বংশের লোকেরা সেই
কোরবানগাহ্‌র নাম (এদ) রাখল, কেননা (তারা
বললো), মাবুদই যে আল্লাহ্‌, এটা আমাদের
মধ্যে তার সাক্ষী (এদ) হবে।

বনি-ইসরাইলদের প্রতি হযরত ইউসার সান্ত্বনার কথা

২৩ ১ অনেক দিন পরে, যখন মাবুদ
ইসরাইলকে তাদের চারদিকের সমস্ত
দুশমন থেকে বিশ্রাম দিলেন এবং ইউসাও বৃদ্ধ
ও অনেক বয়স্ক হলেন। ২ তখন ইউসা সমস্ত
ইসরাইল, তাদের প্রাচীনবর্গ, নেতৃবর্গ, বিচারক
ও শাসকদের ডেকে এনে বললেন, আমি বৃদ্ধ ও
অনেক বয়স্ক হয়েছি। ৩ তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ
তোমাদের জন্য এসব জাতির প্রতি যে যে কাজ
করেছেন, তা তোমরা দেখেছ; কেননা তোমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদ নিজে তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ
করেছেন। ৪ দেখ, যে যে জাতি অবশিষ্ট আছে
এবং জর্ডান থেকে সূর্যাস্ত-গমনের দিকে
মহাসমুদ্র পর্যন্ত যেসব জাতিকে আমি উচ্ছিন্ন
করেছি, তাদের দেশে আমি তোমাদের
বংশগুলোর অধিকার হিসেবে গুলিবাঁট দ্বারা ভাগ
করে দিয়েছি। ৫ আর তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ
নিজে তোমাদের সম্মুখ থেকে তাদের ঠেলে

[২২:২৭] পয়দা ২১:৩০; ইউসা ২৪:২৭; ইশা ১৯:২০।
[২২:২৮] পয়দা ২১:৩০।
[২২:২৯] হিজ ২৬:১।
[২২:৩১] ২খান্দান ১৫:২।
[২২:৩৩] ১খান্দান ২৯:২০; দানি ২:১৯; লূক ২:২৮।
[২২:৩৪] পয়দা ২১:৩০ ওড়ংযঁধ ২৩।
[২৩:১] দ্বি:বি ১২:৯; ইউসা ২১:৪৪।
[২৩:৩] হিজ ১৪:১৪; দ্বি:বি ২০:৪।
[২৩:৪] শুমারী ৩৪:২; জবুর ৭৮:৫৫।
[২৩:৫] জবুর ৪৪:৫; ইয়ার ৪৬:১৫।
[২৩:৬] দ্বি:বি ২৮:৬১।

২২:২৭ সাক্ষী। কোরবানগাহ্‌, যা সম্ভবত যন্ত্র দিয়ে কাটা হয় নি এমন পাথর দিয়ে তৈরি (দেখুন ৮:৩১; হিজ ২০:২৫)। এটি জর্ডনের অন্য পারে অবস্থিত আড়াই বংশের সাক্ষ্য যে, তারা তাদের মাবুদের সেবা করার ও শরীয়ত-তাঁবুর সেবা করার অধিকার সংরক্ষণ করে– যদিও তারা প্রতিজ্ঞাত দেশের বাইরে বাস করছে।

২২:৩১ এখন তোমরা বনি-ইসরাইলদেরকে মাবুদের হাত থেকে উদ্ধার করলে। তাদের এই কথার ফলে তাদের উপর খোদায়ী শাস্তি হিসাবে যে ভয়ানক শাস্তি নেমে আসছিল তা থেকে রক্ষা পেল।

২৩:১-১৬ মাবুদের গোলাম ইউসা বিদায়ী ভাষণে মাবুদ এ পর্যন্ত তাদের যে বিজয় দান করেছেন তা স্মরণ করলেন, কিন্তু তিনি লোকদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তাদের এখনো অনেক জায়গা দখল করতে বাকী আছে এবং আল্লাহ্‌র শরীয়তের বিষয়ে অবশ্যই তাদের বাধ্য থাকতে হবে। তাদের লক্ষ্য এখনও স্থির আছে– সেই লক্ষ্য হল এই দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র রাজ্যের লোক হিসাবে নিজেদের যোগ্য বলে প্রমাণ করা।

২৩:১ বিশ্রাম। দেখুন ১:৩ আয়াতের নোট।

বৃদ্ধ ও অনেক বয়স্ক হলেন। ইউসা তখন বৃদ্ধ হয়েছিলেন এবং তার বয়স ১১০ বছর হয়েছিল। (দেখুন ২৪:২৯)।

BACIB International Bible CHURCH

ফেলে দেবেন, তোমাদের দৃষ্টিসীমা থেকে
তাড়িয়ে দেবেন, তাতে তোমরা তোমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদের কালাম অনুসারে তাদের দেশ
অধিকার করবে। ৬ অতএব তোমরা মূসার
শরীয়ত-কিতাবে লেখা সমস্ত কালাম পালন ও
রক্ষা করার জন্য সাহস কর; তার ডানে কিংবা
বামে ফিরবে না। ৭ আর এই জাতিদের যে
অবশিষ্ট লোক তোমাদের মধ্যে রইলো, তাদের
মধ্যে প্রবেশ করো না, তাদের দেবতাদের নাম
নিও না, তাদের নামে শপথ করো না এবং
তাদের সেবা ও তাদের সেজ্‌দা করো না; ৮ কিন্তু
আজ পর্যন্ত যেমন করে আসছ, তেমনি তোমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদের প্রতি আসক্ত থাক। ৯ কেননা
মাবুদ তোমাদের সম্মুখ থেকে বড় ও বলবান
জাতিদের তাড়িয়ে দিয়েছেন; আজ পর্যন্ত
তোমাদের সম্মুখে কেউ দাঁড়াতে পারে নি।
১০ তোমাদের এক জন হাজার জনকে তাড়িয়ে
দেয়; কেননা তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাদের
যেমন বলেছেন, সেই অনুসারে তিনি নিজে
তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করছেন। ১১ অতএব
তোমরা নিজ নিজ প্রাণের বিষয়ে অতি সাবধান
হয়ে তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদকে মহব্বত করো।
১২ নতুবা যদি কোনভাবে পিছনে ফিরে যাও এবং
এই জাতিদের শেষ যে লোকেরা তোমাদের মধ্যে
অবশিষ্ট আছে, তাদের প্রতি আসক্ত হও, তাদের
সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ স্থাপন কর এবং তাদের কাছে
তোমাদের ও তোমাদের কাছে তাদের সমাগম
হয়; ১৩ তবে নিশ্চয় জানবে, তোমাদের আল্লাহ্‌
মাবুদ তোমাদের দৃষ্টিসীমা থেকে এই জাতিদের
আর তাড়িয়ে দেবেন না, কিন্তু তারা তোমাদের
ফাঁদ ও পাশ এবং তোমাদের কক্ষে কশাঘাত ও
তোমাদের চোখের কাঁটাস্বরূপ হয়ে থাকবে, যে
পর্যন্ত তোমরা এই উত্তম ভূমি থেকে বিনষ্ট না
হও, যে ভূমি তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাদের
দিয়েছেন।
১৪ আর দেখ, সমস্ত দুনিয়ার যে পথ, আজ আমি
সেই পথে যাচ্ছি; আর তোমরা অন্তরে ও প্রাণে
সকলে এই কথা জেনো যে, তোমাদের আল্লাহ্‌
মাবুদ তোমাদের বিষয়ে যত মঙ্গলের কথা
শুনিয়েছিলেন তার মধ্যে একটিও বিফল হয় নি;
তোমাদের পক্ষে সকলই সফল হয়েছে, তার
একটিও বিফল হয় নি। ১৫ কিন্তু তোমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাদের কাছে যেসব মঙ্গলের
কথা শুনিয়েছিলেন তা যেমন তোমাদের পক্ষে
সফল হল, তেমনি মাবুদ তোমাদের প্রতি সমস্ত
অমঙ্গলের কথাও সফল করবেন, যে পর্যন্ত না
তিনি তোমাদের এই উত্তম ভূমি থেকে বিনষ্ট
করেন, যে ভূমি তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ
তোমাদের দিয়েছেন। ১৬ তোমরা যদি তোমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদের নির্দেশিত নিয়ম লঙ্ঘন কর,
গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা কর ও তাদের কাছে
সেজ্‌দা কর, তবে তোমাদের প্রতি মাবুদের
ক্রোধ প্রজ্বলিত হবে এবং তাঁর দেওয়া এই উত্তম
দেশ থেকে তোমরা শীঘ্রই বিনষ্ট হবে।

বনি-ইসরাইলের বংশগুলোর সঙ্গে মাবুদের নিয়মের নতুনীকরণ

২৪ ১ ইউসা ইসরাইলের সকল বংশকে
শিখিমে একত্র করলেন ও ইসরাইলের
প্রাচীনবর্গ, নেতৃবর্গ, বিচারকদের ও শাসকদের
ডাকালেন, তাতে তাঁরা আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে
উপস্থিত হলেন। ২ তখন ইউসা সমস্ত লোককে
বললেন, ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদ এই কথা

[২৩:৭] হিজ ২৩:১৩; ইয়ার ৫:৭; ১২:১৬।
[২৩:৮] দ্বি:বি ১০:২০।
[২৩:৯] দ্বি:বি ১১:২৩।
[২৩:১০] লেবীয় ২৬:৮; কাজী ৩:৩১।
[২৩:১১] দ্বি:বি ৪:১৫।
[২৩:১২] হিজ ৩৪:১৬; জবুর ১০৬:৩৪-৩৫।
[২৩:১৩] দ্বি:বি ১:৮; ১বাদশা ৯:৭; ২বাদশা :২১।
[২৩:১৪] জবুর ১১৯:১৪০; ১৪৫:১৩।
[২৩:১৫] লেবীয় ২৬:১৭; দ্বি:বি ২৮:১৫; ইয়ার ৪০:২।
[২৩:১৬] দ্বি:বি ৪:২৫-২৬।
[২৪:১] ১শামু ১২:৭; ১বাদশা ৮:১৪।
[২৪:২] পয়দা ১১:২৬।
[২৪:৩] পয়দা

২৩:৬ ডানে কিংবা বামে ফিরবে না। প্রথম থেকেই মাবুদ যে নির্দেশ দিয়েছিন এখানেও তার সেই একই সুর দেখা যাচ্ছে (১:৭-৮; দেখুন ২২:৫)। শরীয়ত কিতাবের বিষয়ে ১:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:১০ তোমাদের এক জন হাজার জনকে তাড়িয়ে দেয়। দেখুন কাজী ১৫:১৫-১৬ আয়াত।

২৩:১১ তামাদের আল্লাহ্‌ মাবুদকে মহব্বত করো। বনি-ইসরাইলদের প্রতি একটি বিদায়ী শেষ আহ্বান (দেখুন ২২:৫ আয়াতের নোট)।

২৩:১২ যদি কোন ভাবে পিছনে ফিরে যাও। প্রতিজ্ঞাত দেশে অবস্থান করা মাবুদের বাধ্য থাকার একটি শর্ত এবং সেই সঙ্গে সেই দেশের আশে পাশের সমস্ত দেবমূর্তি থেকেও পৃথক থাকতে হবে। যদি তারা এই নির্দেশ থেকে সরে আসে তবে ইসরাইল দেশ থেকে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে (দেখুন ১৩,১৫-১৬; ২ বাদশাহ্‌ ১৭:৭-৮; ২ খান্দান ৭:১৪-২০)।

তাদের প্রতি আসক্ত হও, তাদের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ স্থাপন কর। মাবুদ তাদের অন্য জাতির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন, বিশেষ করে কেনান দেশে যেসব জাতি গোষ্ঠী বাস করে তাদের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে কারণ এর মধ্য দিয়ে তারা অন্য দেবতাদের প্রতি আশক্ত হয়ে মাবুদের কাছ থেকে ফিরে যেতে পারে (দেখুন হিজ ৩৪:১৫-১৬; ৩৪:১৫; দ্বি:বি: ৭:২-৪ ; ৭:১-৬; ৭:২-৫; ৭:৪; ১ বাদশাহ্‌ ১১:১-১৩)।

২৩:১৩ ফাঁদ ও পাশ। ইউসার সাবধানবাণী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে (দেখুন হিজ ২৩:৩৩; ৩৪:১২; দ্বি:বি: ৭:১৬)।

২৩:১৪ আজ আমি সেই পথে যাচ্ছি। এর মানে হল মৃত্যুবরণ করে কবরে যাওয়া।

২৪:১-৩৩ শিখিমে ইউসা আবারও লোকদের একত্রিত করলেন লোকদের সঙ্গে মাবুদের চুক্তি নবায়ন করার জন্য (দেখুন ৮:৩০-৩৫)। মাবুদ লোকদের উপর যে শাসনকার্য করছিলেন তার মধ্যস্থতাকারী হিসাবে মাবুদের গোলামের এটি ছিল শেষ সরকারী কাজ। হযরত মূসার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, লোকদের কাছে শেষ বারের মত মাবুদের নির্দেশ জানালেন ও তাদের সঙ্গে মাবুদের চুক্তির নবায়ন করলেন– যে চুক্তি দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবে ডকুমেন্ট হিসাবে সংরক্ষণ করা আছে।

২৪:২ ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদ এই কথা বলেন। বেহেশতী ক্ষমতায় যাকে মধ্যস্থতা করার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে মাত্র তিনিই মাবুদের কথা সরাসরি বলার ক্ষমতা রাখে যেমন ২-১৩ আয়াতের মধ্যে ইউসা বলছেন।

পুরাকালে। নিকট প্রাচ্যের সাধারণ রীতি অনুসারে যে সন্ধি বা

বলেন, পুরাকালে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা,
ইব্রাহিমের পিতা ও নাহোরের পিতা তেরহ
(ফোরাত) নদীর ওপারে বাস করতো; আর তারা
অন্য দেবতাদের সেবা করতো। ৩ পরে আমি
তোমাদের পিতা ইব্রাহিমকে সেই নদীর ওপার
থেকে এনে কেনান দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করালাম
এবং তার বংশ বৃদ্ধি করলাম, আর তাকে
ইস্‌হাককে দিলাম। ৪ আর ইস্‌হাককে ইয়াকুব ও
ইস্‌কে দিলাম; আর আমি ইস্‌কে অধিকার
হিসেবে সেয়ীর পর্বত দিলাম; কিন্তু ইয়াকুব ও
তার সন্তানেরা মিসরে নেমে গেল। ৫ পরে আমি
মূসা ও হারুনকে প্রেরণ করলাম এবং মিসরে যে
কাজ করলাম, তা দ্বারা সেই দেশকে দণ্ড দিলাম;
তারপর তোমাদের বের করে আনলাম। ৬ আমি
মিসর থেকে তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে বের
করার পর তোমরা সমুদ্রের কাছে উপস্থিত হলে;
তখন মিসরীয়েরা অনেক রথ ও ঘোড়সওয়ার
সৈন্য নিয়ে লোহিত সাগর পর্যন্ত তোমাদের
পূর্বপুরুষদের পিছনে পিছনে তাড়া করে আসল।
৭ তাতে তারা মাবুদের উদ্দেশে কান্নাকাটি করতে
লাগল ও তিনি মিসরীয়দের ও তোমাদের মধ্যে
অন্ধকার স্থাপন করলেন এবং তাদের উপরে
সমুদ্রকে এনে তাদের আচ্ছন্ন করলেন; আমি
মিসরে কি করেছি, তা তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ;
পরে বহুকাল মরুভূমিতে বাস করলে। ৮ তারপর
আমি তোমাদের জর্ডানের অন্যপার-নিবাসী
আমোরীয়দের দেশে আনলাম; তারা তোমাদের
সঙ্গে যুদ্ধ করলো; আর আমি তোমাদের হাতে
তাদের অর্পণ করলাম, তাতে তোমরা তাদের
দেশ অধিকার করলে; এভাবে আমি তোমাদের
সম্মুখ থেকে তাদের বিনষ্ট করলাম। ৯ পরে
সিপ্পোরের পুত্র মোয়াবের বাদশাহ্ বালাক উঠে
ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করলো এবং লোক পাঠিয়ে
তোমাদের বদদোয়া দেবার জন্য বিয়োরের পুত্র
বালামকে ডেকে আনলো। ১০ কিন্তু আমি
বালামের কথায় কান দিতে সম্মত হলাম না,
তাতে সে তোমাদের কেবল দোয়াই করলো;
এভাবে আমি তার হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার
করলাম। ১১ পরে তোমরা জর্ডান পার হয়ে
জেরিকোতে উপস্থিত হলে; আর জেরিকোর
লোকেরা, আমোরীয়, পরিষীয়, কেনানীয়,
হিট্টিয়, গির্গাশীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়েরা
তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলো, আর আমি
তোমাদের হাতে তাদের অর্পণ করলাম। ১২ আর
তোমাদের সম্মুখ অংশে ভিমরুল প্রেরণ করলাম;
তারা তোমাদের সম্মুখ থেকে সেই জনগণ,
আমোরীয়দের সেই দুই বাদশাহ্‌কে দূর করে
দিল; তোমার তলোয়ার বা ধনুক দ্বারা তা হয়
নি। ১৩ আর তোমরা যে স্থানে শ্রম কর নি এমন
একটি দেশ, যার পত্তন কর নি এমন এক দেশ
ও যার পত্তন কর নি এমন অনেক নগর আমি
তোমাদের দিলাম; তোমরা সেখানে বাস করছো;
তোমরা যে আঙ্গুরলতা ও জলপাই গাছ রোপণ
কর নি, তার ফল ভোগ করছে।
১৪ অতএব এখন তোমরা মাবুদকে ভয় কর,
সরলতায় ও বিশ্বস্ততায় তাঁর সেবা কর, আর
তোমাদের পূর্বপুরুষেরা (ফোরাত) নদীর ওপারে
ও মিসরে যে দেবতাদের সেবা করতো, তাদের
দূর করে দাও; এবং মাবুদের সেবা কর। ১৫ যদি
মাবুদের সেবা করা তোমাদের মন্দ মনে হয়,
তবে যার সেবা করবে, তাকে আজ মনোনীত
কর; নদীর ওপারস্থ তোমাদের পূর্বপুরুষদের
সেবিত দেবতারা যদি হয়, কিংবা যাদের দেশে
তোমরা বাস করছো সেই আমোরীয়-দের
দেবতারা হয় হোক; কিন্তু আমি ও আমার
পরিজন আমরা মাবুদের সেবা করবো।
১৬ লোকেরা জবাবে বললো, আমরা যে মাবুদকে
ত্যাগ করে অন্য দেবতাদের সেবা করবো, তা
দূরে থাকুক। ১৭ কেননা আমাদের আল্লাহ্ মাবুদ,
তিনিই আমাদের ও আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে

১:২৮; ১২:২।
[২৪:৪] পয়দা ১৪:৬; শুমারী ২৪:১৮।
[২৪:৫] হিজ ৩:১০।
[২৪:৬] হিজ ১৪:২২।
[২৪:৭] হিজ ১৪:১০।
[২৪:৮] হিজ ২৩:২৩।
[২৪:৯] শুমারী ২২:২।
[২৪:১০] শুমারী ২৩:১১; দ্বি:বি ২৩:৫।
[২৪:১১] হিজ ২৩:২৩; দ্বি:বি ৭:১।
[২৪:১২] হিজ ২৩:২৮; জবুর ৪৪:৩, ৬-৭।
[২৪:১৩] দ্বি:বি ৬:১০-১১।
[২৪:১৪] দ্বি:বি ১০:১২; ১৮:১৩; ১শামু ১২:২৪; ২করি ১:১২।
[২৪:১৫] রূত ১:১৬; ২:১২; ১বাদশা ১৮:২১; দানি ৩:১৮।
[২৪:১৬] ইউসা ২২:২৯।
[২৪:১৭] কাজী ৬:৮।

চুক্তি তৈরি করা হয়, তাতে অতীত ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া হত যাতে অতীতের ব্যবহারসমূহ ও চুক্তিতে যে সব করণীয় থাকত তার উল্লেখ থাকত।

২৪:১০ ও আমি বালামের কথায় কান দিতে সম্মত হলাম না। মাবুদ শুধু বালামের মুনাজাতই অগ্রাহ্য করেন নি, কিন্তু তিনি তার বদদোয়াকে দোয়ায় রূপান্তরিত করেছেন (দেখুন শুমারী ২৩-২৪; নহি ১৩:২; মীখা ৬:৫)।

২৪:১২ ভিমরুল। দেখুন হিজ ২৩:২৮ আয়াতের নোট।

২৪:১৪ তোমরা মাবুদকে ভয় কর। মাবুদের উপর নির্ভর কর, তাঁকে সেবা কর ও তাঁর এবাদত কর (দেখুন পয়দা ২০:১১)। **তোমাদের পূর্বপুরুষেরা (ফোরাত) নদীর ওপারে ও মিসরে যে দেবতাদের সেবা করতো।** দেখুন ২ আয়াত। ইউসা লোকদের কাছে নিবেদন করলেন যে, তারা যেন তাদের পূর্বপুরুষদের দেবতাদের দূর করে দেয়, যে দেবতাদের তার পূর্বপুরুষেরা মেসোপটেমিয়ায় ও মিসরে পূজা করেছে। উর ও হারণে তারেখের পরিবার খুব সম্ভবত চন্দ্রদেবতা– নান্না বা সিন দেবতার পূজা করতো (দেখুন ৬:১ পয়দা ১১:৩১ ও এর নোট)। হিজরত কিতাবের ৩২:৪ আয়াতের সোনার বাছুর হল সেই দেবতার মূর্তি মিসরে যে দেবতাদের পূজা করা হতো। খুব সম্ভবত এটি এপিস দেবতার একটি মূর্তি, মিসরের একটি আশীর্বাদের বাছুরের মূর্তি হিসাবে বিশ্বাস করা হতো; দেখুন হিজরত ৯:৩; ৩২:৪ আয়াতের নোট। (বেথেল ও দানে ইয়ার-বিয়ামের সোনার বাছুর, হয়তো একটি বাহন যা দেবতারা চলবার জন্য বা তাতে বসবার জন্য ব্যবহার করতো, দেখুন ১ বাদশাহ্ ১২:২৮-২৯ এবং নোট।

২৪:১৫ কিন্তু আমি ও আমার পরিজন। ইউসা জনসাধারণের সাক্ষাতেই প্রতিজ্ঞা করছেন, এবং আশা করছেন ইসরাইলের লোকেরাও একই ভাবে প্রতিজ্ঞা করবে।

মিসর দেশ থেকে, গোলামীর গৃহ থেকে, বের
করে এনেছেন ও আমাদের দৃষ্টিগোচরে সেই সব
মহৎ চিহ্ন-কাজ করেছেন এবং আমরা যে পথে
এসেছি, তার সমস্ত পথে ও যে সমস্ত জাতির মধ্য
দিয়ে এসেছি, তাদের হাত থেকে তিনিই
আমাদের রক্ষা করেছেন; ১৮ আর মাবুদ এই দেশ
-নিবাসী আমোরীয় প্রভৃতি সমস্ত জাতিকে
আমাদের সম্মুখ থেকে দূর করে দিয়েছেন;
অতএব আমরাও মাবুদের সেবা করবো; কেননা
তিনিই আমাদের আল্লাহ্।
১৯ ইউসা লোকদের বললেন, তোমরা মাবুদের
সেবা করতে পার না; কেননা তিনি পবিত্র
আল্লাহ্, স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী আল্লাহ্; তিনি
তোমাদের অধর্ম ও গুনাহ্ মাফ করবেন না।
২০ তোমরা যদি মাবুদকে ত্যাগ করে বিজাতীয়
দেবতাদের সেবা কর, তবে আগে তোমাদের
মঙ্গল করলেও পরে তিনি ফিরে দাঁড়াবেন,
তোমাদের অমঙ্গল করবেন ও তোমাদের সংহার
করবেন। ২১ তখন লোকেরা ইউসাকে বললো,
না, আমরা মাবুদেরই সেবা করবো। ২২ ইউসা
লোকদের বললেন, তোমরা তোমাদের বিষয়ে
তোমরা নিজেরাই সাক্ষী হলে যে, তোমরা
মাবুদের সেবা করার জন্য তাঁকেই মনোনীত
করেছ। তারা বললো, সাক্ষী হলাম। ২৩ (তিনি
বললেন,) তবে এখন তোমাদের মধ্যস্থিত
বিজাতীয় দেবতাদেরকে দূর করে দাও ও স্ব স্ব
অন্তর ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদের দিকে রাখ।
২৪ তখন লোকেরা ইউসাকে বললো, আমরা
আমাদের আল্লাহ্ মাবুদেরই সেবা করবো ও তাঁর
হুকুম পালন করবো। ২৫ তাতে ইউসা সেই দিনে
লোকদের সঙ্গে নিয়ম স্থির করলেন, তিনি
শিখিমে তাদের জন্য বিধি ও অনুশাসন স্থাপন
করলেন।
২৬ তারপর ইউসা ঐ সমস্ত কথা আল্লাহ্‌র
শরীয়ত গ্রন্থে লিখলেন এবং একখানি বড় পাথর
নিয়ে মাবুদের পবিত্র স্থানের নিকটবর্তী এলা
গাছের তলে স্থাপন করলেন। ২৭ পরে ইউসা
সমস্ত লোককে বললেন, দেখ, এই পাথরখানি
আমাদের বিষয়ে সাক্ষী হবে; কেননা মাবুদ
আমাদের যেসব কথা বললেন, তাঁর সেসব কথা
এই পাথরখানি শুনল; অতএব এটাই তোমাদের
বিষয়ে সাক্ষী হবে, পাছে তোমরা তোমাদের
আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর। ২৮ পরে ইউসা
লোকদেরকে নিজ নিজ অধিকারভুক্ত অঞ্চলে
বিদায় করলেন।

হযরত ইউসার ও ইমাম ইলিয়াসরের মৃত্যু

২৯ এসব ঘটনার পরে নূনের পুত্র, মাবুদের
গোলাম ইউসা একশত দশ বছর বয়সে
ইন্তেকাল করলেন। ৩০ পরে লোকেরা গাশ
পর্বতের উত্তরে পর্বতময় আফরাহীম প্রদেশস্থ তিম্নৎ
-সেরহে তাঁর অধিকারের অঞ্চলে তাঁকে দাফন
করলো।
৩১ ইউসার সমস্ত জীবনকালে এবং যে
প্রাচীনবর্গরা ইউসার ইন্তেকালের পরে জীবিত
ছিলেন ও ইসরাইলের জন্য মাবুদের কৃত সমস্ত

[২৪:১৮] প্রেরিত ৭:৪৫।
[২৪:১৯] লেবীয় ১১:৪৪; ২০:২৬।
[২৪:২০] ১শামু ১২:২৫; হোশেয় ১৩:১১।
[২৪:২২] রূত ৪:১০; ইশা ৮:২; ৪৩:১০; ৪৪:৮; ইয়ার ৪২:৫; মালা ২:১৪।
[২৪:২৩] ১বাদশা ৮:৫৮; জবুর ১১৯:৩৬; ১৪১:৪; ইয়ার ৩১:৩৩।
[২৪:২৪] হিজ ১৯:৮; ইয়ার ৪২:৬।
[২৪:২৫] হিজ ২৪:৮।
[২৪:২৬] পয়দা ১২:৬; কাজী ৪:১১।
[২৪:২৭] পয়দা ২৮:১৮; হবক ২:১১।
[২৪:২৮] কাজী ২১:২৩, ২৪।
[২৪:২৯] কাজী ১:১।
[২৪:৩০] ২শামু ২৩:৩০।
[২৪:৩২] পয়দা ৩৩:১৯; ইউ ৪:৫; প্রেরিত ৭:১৬।

২৪:১৭-১৮ হিজরত কিতাবের আল্লাহ্ যে অলৌকিক কাজ করেছেন তার ভিত্তিতে একটি স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য।

২৪:১৯ তোমরা মাবুদের সেবা করতে পার না। বেশ শক্তিশালী বাক্য যা এখানে অতিমাত্র আত্মবিশ্বাসের বিপদ সম্পর্কে বলা হয়েছে। তিনি পবিত্র আল্লাহ্। দেখুন লেবীয় ২২:৪৪ এবং নোট। তিনি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্‌যোগী আল্লাহ্, দেখুন হিজ ২০:৫; জাকা ১:১৪ এবং নোট।

২৪:২২ সাক্ষী। দেখুন ২৭ আয়াত; এটি কোন চুক্তির একটি সাধারণ অংশ (দেখুন দ্বি: বি: ৩০:১৯)।

২৪:২৩ বিজাতীয় দেবতাদেরকে। এই রকম দেবতা তাদের মূর্তির মধ্য দিয়ে প্রতিনিধিত্ব করতো যে মূর্তি সাধারণত কাঠ ও পাথর বা কোন ধাতু দিয়ে তৈরি করা হতো।

২৪:২৫ লোকদের সঙ্গে নিয়ম স্থির করলেন। তারা মাবুদের যে সব আদেশ ও নিয়ম পালন করবে বলে রাজী হয়েছিল সেই অনুসারেই তাদের সঙ্গে নিয়ম বা চুক্তির নবায়ন করলেন।

২৪:২৬ আল্লাহ্‌র শরীয়ত গ্রন্থে লিখলেন। খুব সম্ভবত ইউসা লোকদের নানা রকম বিধি ও অনুশাসন দিলেন (২৫ আয়াত)।

বড় পাথর। চুক্তি নবায়ন করার সাক্ষী হিসাবে একটি পাথর স্থাপন করলেন এবং এর মধ্য দিয়েই তাঁর সেবা-কাজ শেষ করলেন। এটি অষ্টম স্মরণার্থক চিহ্ন যা মাবুদ এই দাসের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করেছেন (দেখুন ৪:৯)। এইভাবে এই প্রতিজ্ঞাত দেশ মাবুদের লোকদের বিষয়ে সাক্ষীতে পূর্ণ হয়েছিল– যার মধ্য দিয়ে দেখা যায় তারা কিভাবে এই দেশ দখল করেছে ও এই দেশে বাস করছে যার মধ্য দিয়ে মাবুদের সঙ্গে তাদের চুক্তি পূর্ণতা পাচ্ছে।

এলা গাছ। দেখুন পয়দা ১২:৬ আয়াত।

২৪:২৯-৩৩ তিনটি কবরের কথা এখানে পাওয়া যায়। ইসরাইলের প্রাচীন লোকদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যেন তাদের কবর তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশে হয়, এই কবরের কথার মধ্য দিয়ে শুধু এই কাহিনীর শেষ অবস্থাই বুঝায় না কিন্তু একটি যুগেরও শেষ বুঝায়। এছাড়া এর মধ্য দিয়ে এই কথাও বুঝা যায় যে, ইসরাইলরা সেই প্রতিজ্ঞাত দেশে নিজেদেরকে স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল। আল্লাহ্ মাবুদ যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তাঁর নিয়মের লোকদের কাছে সেই প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করেছেন।

২৪:২৯ একশত দশ বছর। এই সংখ্যাটির গুরুত্বের জন্য দেখুন পয়দা ৫০:২৬ আয়াত।

২৪:৩০ পর্বতময় আফরাহীম ... তাঁকে দাফন করলো। দেখুন ১৯:৫০ আয়াত ও এর নোট।

২৪:৩১ যে প্রাচীনবর্গরা ইউসার ইন্তেকালের পরে ... সমস্ত কাজের কথা জানতেন। লেখক এখানে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন ও যে লোকদের বিশ্বস্ততার কথা বলেছেন তার উল্টো চিত্র আমরা কাজীগণের বিবরণ কিতাবে দেখতে পাই।

২৪:৩২ ইউসুফের অস্থি। শিখিমে তাঁর অস্থি নিয়ে যাওয়া শুধু

কাজের কথা জানতেন, তাঁদেরও সমস্ত
জীবনকালে বনি-ইসরাইল মাবুদের সেবা
করলো।
৩২ আর বনি-ইসরাইল ইউসুফের অস্থি, যা
মিসর থেকে এনেছিল, তা শিখিমে সেই ভূমিখণ্ডে
সমাহিত করলো, যা ইয়াকুব এক শত রূপার
মুদ্রা দিয়ে শিখিমের পিতা হমোরের সন্তানদের
কাছ থেকে ক্রয় করেছিলেন; আর তা ইউসুফ-
বংশের অধিকারভুক্ত হল।
৩৩ পরে হারুনের পুত্র ইলিয়াসর ইন্তেকাল

[২৪:৩৩] ১শামু ৯:৪; ১বাদশা ৪:৮

এই জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যে, ইয়াকুব হামরের কাছ থেকে তা কিনে নিয়ে ছিলেন (পয়দা ৩৩:১৯) কিন্তু শিখিম নগর ইফ্রায়িম ও মানাশা ইউসুফের এই দুই পুত্রের বংশধরদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণতি হয়েছিল। এছাড়া সেখানে তাঁর অস্থি নিয়ে যাওয়া ইউসুফের মৃত্যু শয্যায় যে কথা দেওয়া হয়েছিল তাও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল (দেখুন পয়দা ৫০:২৫; হিজ ১৩:১৯)।

২৪:৩৩ ইলিয়াসর। মহা-ইমাম যিনি ইউসার সময়ে আল্লাহ্‌র সেবা করতেন, যেমন হারুন মূসার সময়ে সেবা করতেন।

পীনহসের পাহাড়ে দাফন করলো। গিবিয়ায়। বিন্যামীনদের নগরে নয়, কিন্তু ইফ্রয়িমের কাছে শীলোতে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল।